Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শায়খ সুলাইমান আর রুহাইলি

সুখের সংসার

অনুবাদক
মঈনুদ্দীন তাওহীদ

সম্পাদনা
কামরুল হাসান নকীব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লেখক পরিচিতি

শায়খ সুলাইমান আর রুহাইলি। জন্ম ও পড়াশোনা নবীর শহর মদীনাতে। মদীনার বিখ্যাত জামিআ ইসলামিয়ার (মদীনা ইউনিভার্সিটি) প্রফেসর ও মুফতি। মসজিদে নববিতে দরস দেন নিয়মিত। তার জাদুমাখা বয়ান শোনার জন্য মসজিদে নববিতে প্রতিদিন বিপুল মানুষের জমায়েত হয়। ফিকহের মূলনীতি বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য ঈর্ষণীয় ও অভাবনীয়। তাই সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আলেমরাও তার মজলিসে ভিড় জমান। তার প্রজ্ঞা ও ভাষার জাদু আরব ভূখণ্ড ছাড়িয়ে পৃথিবীময় মানুষের হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। বহু ভাষায় তার বই ও বয়ান অনূদিত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি ৬
সম্পাদকের কথা ৯
অনুবাদকের আরজ ১১
প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিকা ১৩
আলোচ্য বিষয় ১৯
সুখ অর্জনের পথ নির্ধারণে আমরা কোথায় ভুল করি ২০
প্রকৃত সুখ কী? ২২
পারিবারিক সুখের গুরুত্ব ২২
সুখ আসার প্রধান মাধ্যম ২৩
জীবন-সঙ্গিনী চয়ন ২৬
মানবিক চাহিদাকে উপেক্ষা করা যাবে না ২৮
আল্লাহর স্মরণেই রয়েছে হৃদয়ের শান্তি ৩০
স্বামীকে হতে হবে দায়িত্বশীল ৩৪
পরিবেশ হবে প্রেমময় ৩৬
নেক বিবি সৌভাগ্যের সিতারা ৩৭
উত্তম আচরণ বদলাবে জীবন ৪০
ঘরের কাজে সহযোগিতা করতে হবে ৪৬
ইনসাফ হবে সবার সাথে ৪৬
পরস্পরে সুধারণা পোষণ অপরিহার্য ৪৮
সম্পর্ক হবে সহযোগিতার ৪৯
সালেহিনের পথ অনুসরণ করুন ৫০
প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ৫৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য ৫৬
পূর্বকথন ৫৬
বিবাহের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ৫৮
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্যের কয়েকটি স্তর ৬০
বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা উচিত ৬০
বিবাহের প্রস্তাবের সময় যা লক্ষণীয় ৬৫
পাত্রীকে দেখে নেওয়া ৬৫
প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সরবরাহ করা ৬৮
বিবাহের সময় উভয়ের ক্ষেত্রে যা লক্ষণীয় ৬৯
মোহর হতে হবে সাধ্যের ভেতরে ৬৯
মোহর তাৎক্ষণিক আদায় করা উত্তম ৭০
শর্ত পূরণ করা ৭১
ছেলে মেয়ে উভয়ের সন্তুষ্টি থাকতে হবে ৭৩
যথাসম্ভব বিয়ের প্রচার করতে হবে ৭৪
সাধ্যের ভেতর ওলিমা করা ৭৫
স্বামীর হক পালনের গুরুত্ব ৭৯
স্বামীর বৈধ আদেশ মান্য করা ৮২
স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ৮৫
স্বামীকে না রাগানো ৮৬
স্বামীর প্রতি সদয় হতে হবে ৮৮
স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদন করতে হবে ৮৯
স্বামীর ইজ্জত রক্ষা করা ৯০
স্বামীর গোপন বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা ৯২
স্বামীর ঘর ও সম্পদের হেফাজত করা ৯৩
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা না রাখা ৯৫
স্বামীর ভুলত্রুটিকে এড়িয়ে যাওয়া, তার যত্ন নেওয়া ৯৫
দায়িত্বের গুরুত্ব ৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারসাম্য রক্ষা করে স্ত্রীর জন্য খরচ করা ৯৯
স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করা ১০০
স্ত্রীকে প্রহার না করা ১০০
স্ত্রীর প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করা ১০৪
স্ত্রীর জন্য পরিপাটি থাকা ১০৪
ঘরের কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করা ১০৫
উত্তম সহাবস্থান নিশ্চিত করা ১০৫
স্ত্রীকে গালিগালাজ না করা ১০৮
স্ত্রীকে ছেড়ে যাবে না ১০৮
স্ত্রীর গোপনীয়তাগুলো রক্ষা করা ১০৮
স্ত্রীকে না রাগানো ১০৯
তার ওপর কোন কিছু চাপিয়ে না দেওয়া ১০৯
নিজের ভালোগুলো তার নিকট ফুটিয়ে তোলা ১১০
তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে হবে ১১১
নিজেকে হতে হবে আত্মমর্যাদার অধিকারী ১১২
পরিশিষ্ট ১১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লেখক পরিচিতি

শায়খ তার নিজের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমি হারব গোত্রের সুলাইমান ইবনে সালিমুল্লাহ ইবনে রাজাউল্লাহ ইবনে বুতি আর রুহাইলি।

আমার জন্মস্থান মদিনায়। ১৩৮৩ হিজরির রজব মাসে। এখানেই আমি বড় হয়েছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি এই মাটিতেই যেন আমার মরণ হয়।

একাডেমিক শিক্ষার পূর্বে আমি মসজিদে নববিতে দরস গ্রহণ করতাম। ছয় বছর বয়সেই আমি শায়খ আমীন, শায়েখ উমর, শায়খ আবু বকর আল-জাযাইরি রহিমাহুমুল্লাহর দরসে অনেক বসেছি। শায়খ আলবানি মদিনায় আসলে তার কয়েকটি মজলিসেও আমি গিয়েছিলাম। তাছাড়া মদিনায় শায়খ বায ও শায়খ ইবনে ইয়াছিনের দরসে বসার সৌভাগ্যও আমার হয়। এটা সম্ভব হয়েছিল আমার পিতার কারণে। আলেমদের মজলিস অনেক পছন্দ করার কারণে তিনিই আমাকে এসব মজলিসে নিয়ে যেতেন।

ছয় বছর বয়সেই আমাদের গোত্রের শায়খ রশিদ ইবনে আতিক রুহাইলির পরিচালিত আমাদের এলাকার মসজিদের হিফজখানায় কুরআন হিফজ করার জন্য ভর্তি হই। আলহামদুলিল্লাহ তার তত্ত্বাবধানে আমার বয়স দশ হওয়ার পূর্বেই কুরআনে কারিমের হিফজ সমাপ্ত করি।

সাধারণ পড়াশোনার পর উচ্চমাধ্যমিক পড়াশোনার জন্য আমার বাবা মদিনা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু ভার্সিটির তখন এমন অবস্থা ছিল যে, তাতে সাধারণত কেউ ভর্তি হতো না।

এদিকে বাবার এক কথা, মদিনা ভার্সিটিতেই ভর্তি হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকও বাবাকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন, 'ছেলেকে এখনই মদিনা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করালে, সামনে ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাবে না।'

কিন্তু না, বাবা তার কথাতে অটল। তিনি আমাকে বললেন, 'রিযিক আল্লাহর হাতে। আমি শুধু চাই তুমি ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা কর।'

যাই হোক, অবশেষে আমি মদিনা ইউনিভার্সিটিতেই মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হলাম। সেখানে এমন কিছু মহান শায়খের সান্নিধ্য পেলাম, যাদের অধিকাংশই জামিয়া আযহার থেকে ডিগ্রি প্রাপ্ত।

একটা সময় পর আমি উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হলাম। সেখানেও সেই মহান শায়খদের পদচারণা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর আমি শরিআহ বিভাগে ভর্তি হলাম। সেখানে এমন কিছু মহান ব্যক্তিত্ব আমার সহপাঠী ছিল; যাদের নাম আমি আজ বলবো তারা সবাই আমার প্রিয় ভাই, আমার সহপাঠী, তাদেরকে আমি আল্লাহর জন্য মুহাব্বত করি।

শায়খ ইয়াসিন মাহমুদ। আমাদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো। ভার্সিটির প্রথম বছর আমি ফার্স্ট আর সে সেকেন্ড কিন্তু পরের বছর সে ফার্স্ট আর আমি সেকেন্ড হই। তবে পরের দু বছর প্রথম স্থান আমিই ধরে রেখেছিলাম।

শায়খ তারহিব আদ-দাউসারি। তিনি বয়সে আমার বড় হলেও আমরা ছিলাম সহপাঠি। কারণ তিনি শরঈ শাখায় পড়ার আগে অন্য শাখাতেও পড়েছিলেন।

ভার্সিটিতে যেই মহান ব্যক্তিরা আমার শিক্ষক ছিলেন :

শায়খ আব্দুস সালাম ইবনে সালিম আসসুহাইমি। তার কাছে আমি দুই বছর পড়েছি। শায়খ সালেহ আস-সুহাইমি। শায়খ আলী আলহুযাইমি। এছাড়াও আরো অন্যান্য শিক্ষক মহোদয়।

আমাকে উসুলে ফিকহ পড়তে বাধ্য করা হয়। বলা হয়, যদি তুমি উসুলে ফিকহ না পড় তাহলে অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে তোমাকে চান্স দেওয়া হবে না। বস্তুত এটা আল্লাহর বড় অনুগ্রহ। আমার শিক্ষকদের প্রত্যেকেই আমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।

এক শায়খ বলেছিলেন, 'আমার চাওয়া অনুযায়ী তোমাকে কিসমুল আকিদাতে পড়তেই হবে।' আরেক শায়খ বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে ফিকহ ছাড়া অন্য কোন অনুষদে পড়ার অনুমতি দেব না।' কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হলো, উসুলে ফিকহ। তাই সেটাই হলো।

এক পর্যায়ে শিক্ষা সমাপনীর পর এখানেই একই বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য মনোনীত হলাম। দুই বছর কাওয়াইদুল ফিকহের দরস প্রদানের পর ভার্সিটির উচ্চমাধ্যমিকেও দরস দানের সুযোগ এলো। আলহামদুলিল্লাহ এখনো সেই দায়িত্বেই আছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি কিছু কিতাব সংকলন করেছি। কয়েকটি আমার কাছে পাণ্ডুলিপি আকারে আছে, আর কয়েকটি ছেপে এসেছে। কিতাবগুলোর একটি তালিকা পেশ করছি :

- শরহুল উসূল আসসালাসাহ
- শরহু মানযুমাতিস সাদি ফিল কাওয়াইদিল ফিকহিইয়াহ
- শরহু কিতাবিল বুয়ু' মিন মানারিস সাবিল।
- কাওয়াইদু তাআরুযিল মাসালিহ ওয়াল মাফাসিদ
- মাসাইলুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ ওয়া দালালাতুল আলফাযি আললাতি আখতআ ফিহা আর-রাযি ফিল মাহসুল ওয়াল মা'লুম।
- আত-তা'রিফাতুল উসুলিয়্যাহ ফি মাজমুআতি ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া।
- মাসাইলুল আমরিল উসুলিয়্যাহ আল্লাতি ইনতাকাদাহা ইবনে তাইমিয়া
- আল ইশরাকাত আলা কিতাবিল মাকাসিদ ফিল মুআফাকাত
- নাকদু শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া লি মাসআলাতি তাকলিফু মালা ইউতাক।
- ইনহিরাফুশ শাবাব, আল ওয়াসায়েল ওয়াল ইলাজ।
- মিন ফিকহিল ফিতান।
- রিসালাতুল মাজাসতির।

আল্লাহ তাআলা আমাকে মহান নেয়ামত দিয়েছেন। আমি এমন শায়খদের কাছে পড়ার সুযোগ লাভ করেছি যারা আমাদেরকে সালাফদের মতো মুহাব্বত করতেন। তারা আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, এই পথ ইলম ও আমলের সমন্বিত পথ। আর এই পথেই ইলম উপকারী হয়। তাদের পথেই আমলে সালেহ সম্ভব। এই পথ গ্রহণ করা হয়েছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ থেকে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যতই বাঁধা আসুক, তিনি যেন আমাদেরকে এই পথেই অবিচল রাখেন, আমাদের মৃত্যু যেন এই পথেই হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পাদকের কথা

দাম্পত্যজীবন মানুষের জীবনের এমন এক অধ্যায় যেখানে অনেক দীনদার ও পরহেজগার লোকদেরও হোঁচট খেতে হয়। আসলে মানুষের জীবনের এই অধ্যায়টি যতোটা সহজ ভাবা হয় আসলে তা ততোটাই কঠিন। কারণ, কেবল ইবাদত তথা নামাজ রোজা ইত্যাকার বিষয় জীবনের এই অধ্যায়টিতে সুষম ভারসাম্য বয়ে আনতে পারে না। আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি বান্দার হকের বিষয়ে দাম্পত্যজীবনে অনেক সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু অনেক বিদ্বান লোকদেরও বলতে শুনি, অমুক ভাই তো অনেক দীনদার তবুও তার সংসারে শান্তি নেই কেন! আসলে এটা আমাদের সমাজের এক প্রায় প্রায়-অনারোগ্য এক ব্যাধি– আমরা ভাবি দীনদারি মানেই কেবল নামাজ-রোজা ইত্যাকার ইবাদত আদায় করা। মুসলিম সমাজে বিরাজমান এরূপ বিকৃত মনোভাবের দরুন মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে বহু মানুষ ইসলামকে কেবল একটি ইবাদাতসর্বস্ব ধর্ম মনে করেন। যেনবা দুনিয়ার জীবনে ইসলামের কোনো ভূমিকাই নেই। আল্লাহ মাফ করুন!

অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে বলেন, 'সেই প্রকৃত মুসলিম যার মুখ ও হাত থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে" (বুখারি ও মুসলিম)

তাই দীনের একটি বিশাল অংশজুড়ে আছে 'বান্দার হক' বিষয়টি। বান্দার হক আদায়ের সুফল কিংবা অনাদায়ের কুফল মানুষকে দুনিয়াতেই প্রথমে ভুগতে হয়। ইসলামি ফিকহের বিশাল অংশ এই বান্দার হকের আলোচনায় ভরপুর। ইসলামের অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি পরিবারনীতি সবকিছুর মূল হলো, 'বান্দার হক' কিংবা মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে যার যা প্রাপ্য (আমানত) তা পরিশোধ করার আদেশ দিচ্ছেন এবং যখন তোমরা লোকেদের মাঝে বিচারকার্য করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক বিচার করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কতো না সুন্দর উপদেশ দেন! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা'

'বান্দার হক' প্রতিষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র অথচ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিসর হলো, সাংসারিক জীবন। সংসারের অশান্তি সন্তান পরিবার সমাজকে বিষিয়ে তোলে নিমেষেই। তাই মানুষের জীবনের এই অধ্যায়টিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকলেই সচেষ্ট হয়ে থাকেন। কেউ সফল হন, আবার কেউ হন না। তবে আল্লাহ ও রাসুলের বাতলে দেওয়া পদ্ধতিতে সংসারের শান্তি ফিরে আসা অবশ্যম্ভাবী। যেকোনো মতার্দশের অনুসারী এই পদ্ধতির সঠিক অনুসরণের মাধ্যমে শান্তির নিখুঁত নির্দেশনা পাবে। ইনশাআল্লাহ!

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা শ্রদ্ধাবোধ ও কর্তব্যবোধের সঠিক নির্দেশনার পাশাপাশি একে-অপরের হৃদসাগরের অথৈ জলের দক্ষ নাবিক হওয়ার কলাকৌশল এই বইতে সঠিকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। জাদীদ টিম অক্লান্ত শ্রম দিয়ে তাকে বাংলাভাষী মানুষের সামনে নিয়ে এসেছে। ভুল ত্রুটির দায়ভার সম্পাদক হিসেবে আমার কাঁধেই বেশি বর্তাবে। দুনিয়ার এক আজব নিয়ম হলো, 'মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়' জেনেও মানুষকে নির্ভুল হওয়ার চেষ্টা করে যেতে হয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলোর জন্য পাঠকের প্রতি ক্ষমাদৃষ্টির আবেদন রইল।

কামরুল হাসান নকীব
পূর্ব বাড্ডা, ঢাকা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুবাদকের আরজ

إن الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

সরল কিছু কথা আমরা অনেক সময় বুঝতে চাই না; আবার সহজ কিছু কাজকেও নিজের অজান্তেই কঠিন করে ফেলি। দৈনন্দিন জীবনে সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে করণীয় স্বাভাবিক কিছু বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়ার কারণে অনেক সময় আমাদের লজ্জিত হতে হয়।

দাম্পত্যজীবন পৃথিবীতে যাপিত সময়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। সবাইকেই এ অধ্যায়ের সাথে জড়াতে হয়। কোনো ব্যক্তি এই অধ্যায় শুরু করা মানে একজন সঙ্গীকে নিয়ে বিশাল সমুদ্রে না' ভাসিয়ে দেওয়া। সমুদ্র যেমন কখনো শান্ত, কখনো বা উত্তাল থাকে; তেমনি দাম্পত্যজীবনেও শান্তির পরিবেশে কখনো লাগে অশান্তির ঝাপ্টা। সমুদ্রে চলার মতো দাম্পত্যজীবনের সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতেও প্রয়োজন পড়ে সঠিক দিক নির্দেশনা এবং আত্মরক্ষার নানা কৌশল। তবেই সবকিছু সামলে নিয়ে নিরাপদে অভীষ্ঠে পৌঁছা সম্ভব হয়।

ইসলাম একটি সামাজিক ধর্ম; শান্তির ধর্ম। ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র তথা পৃথিবীর সর্বত্র শান্তির আবহ ছড়িয়ে দেওয়া এই ধর্মের অন্যতম একটি আবেদন। বলা বাহুল্য, সামগ্রিক শান্তির পেছনে ব্যক্তি ও পারিবারিক সুখের ভূমিকা যে কতোটা প্রাসঙ্গিক তা সচেতন ব্যক্তিমাত্র অজানা নয়। তাই ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টিকে এড়িয়ে যায়নি; কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবিদের আমলে বর্ণিত হয়েছে এর পর্যাপ্ত সঠিক দিক নির্দেশনা।

আলহামদুলিল্লাহ, পরিবারে সুখ আসার সেই নির্দেশনাগুলোকে অতল সমুদ্র সেঁচে মুক্তা কুড়িয়ে আনার মতো একত্রিত করেছেন আরবজাহানের খ্যাতিমান জ্ঞানসাধক সুলাইমান আর রুহাইলি।

আল্লাহর অপার করুণায় আরবি ভাষায় রচিত তার গ্রন্থগুলোর অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করার তাওফিক হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলায় অনূদিত এই গ্রন্থে মূলত লেখকের দুটি বইয়ের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। *আসবাবু সাআদাতিল উসরাহ* নামক একটি বইকে আমরা প্রথম অধ্যায়ের শিরোনামে এবং *হুকুকুয যাওজাইন* গ্রন্থটিকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছি। দুটো বই-ই মূল লেখকের লেকচার থেকে সংকলিত। লেখকের লেকচার থেকে আরবি ভাষায় সংকলিত হওয়া এবং সেটাকে বাংলাভাষীদের জন্য পাঠোপযোগী করে তোলা সুকঠিন একটি বিষয়। কাজটি আমি সতর্কতার সাথে করার চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হলাম তা বিচারের ভার পাঠকের ওপর। চেষ্টা করেছি সবরকম ভুল থেকে বইটিকে নিরাপদ রাখতে; কিন্তু ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই প্রিয় পাঠকের নিকট নিবেদন থাকবে, কোনো ধরনের ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে জানাবেন। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব।

বইটি প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন জাদীদ প্রকাশনের শ্রদ্ধেয় কর্ণধার মনজুর ভাই, সম্পাদনা করে কৃতার্থ করেছেন কামরুল হাসান নকীব। এছাড়াও বইটি প্রকাশের উদ্যোগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছেন রকিব মুহাম্মাদ। আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। বইটিকে আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন! আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন!

মঈনুদ্দীন তাওহীদ
চিলমারী, কুড়িগ্রাম
১৯.০৭.২০২০ ঈসায়ী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তার মহিমা গাই। তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তার কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা চাই। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নফস ও কর্মের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তিনি যাকে সঠিক পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন দিশারি নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ অন্তরে আল্লাহকে সেইভাবে ভয় করো, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। সাবধান! অন্য কোনো অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে; বরং এই অবস্থাই যেন আসে যে তোমরা মুসলিম।[১]

আরো ইরশাদ হচ্ছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে লোকসকল, নিজ প্রতিপালককে ভয় করো। যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে। তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো; যার উসিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাকো এবং আত্মীয়দের অধিকার খর্ব করাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ রাখছেন।[২]

---

[১] আলে ইমরান : ১০২।

[২] নিসা : ০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইরশাদ হচ্ছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য-সঠিক কথা বলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ করে সে মহাসাফল্য অর্জন করল।[৩]

জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব। আর শ্রেষ্ঠ পথ হলো নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দীনের নামে রচিত নতুনত্ব। এমন প্রতিটি নতুনত্বই বিদআত। প্রতিটি বিদআতই গোমরাহি। আর প্রতিটি গুমরাহি জাহান্নামে নিয়ে যায়।

প্রিয় পাঠক!

আমরা আজ আল্লাহর একটি ঘরে একত্রিত হয়েছি তার রহমতের প্রার্থী হয়ে, তার দয়া ও করুণায় সফলকামদের দলভুক্ত হওয়ার আশায়। আমরা তার দয়ার্দ্র প্রতিদান চাই, যা তিনি তার ঘরে সমবেত বান্দাদের জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি বলেন :

فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ ۝ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ۝ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

আল্লাহ তার ঘরগুলিকে উচ্চমর্যাদা দিতে এবং তাতে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আদেশ করেছেন। তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবিহ পাঠ করে এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফেল করতে পারে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট-পালট হয়ে যাবে। ফলে আল্লাহ

[৩] আহযাব : ৭০-৭১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদেরকে তাদের কাজের উত্তম বিনিময় দান করবেন। এবং নিজ অনুগ্রহে অতিরিক্ত আরো কিছু দেবেন। আল্লাহ যাকে চান তাকে অপরিমিত দান করেন।[৪]

এই আয়াতটিতে এক আশ্চর্য ধরনের প্রশংসা করা হয়েছে; এতে করা হয়েছে মহান এক অঙ্গীকার। মসজিদ নামক ঘরের অসামান্য মর্যাদা বোঝানোর নিমিত্তে এ আয়াতে মসজিদকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা তো খুবই সৌভাগ্যের যে, আমরা এমন একটি মর্যাদাবান গৃহে আসতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ স্বয়ং যদি আমাদেরকে আদেশ না করতেন, তাহলে আমরা এ-ঘরকে বাইতুল্লাহ তথা আল্লাহর ঘর হিসেবে নামকরণ করতাম না। সুতরাং আল্লাহর আদেশও আমাদের জন্য মর্যাদার যে, তিনি এই ঘরকে তার ঘর হিসেবে নামকরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুরূপ তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন এই ঘরের মর্যাদা সমুন্নত করাতে, এই ঘরে তার নামের যিকির করতে ও সকাল-সন্ধ্যা তার নামের তাসবিহ জপতে।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ওইসব মহান পুরুষের প্রশংসা করেছেন, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোনো কর্ম তাদের রবের যিকির থেকে গাফেল করতে পারে না। তারা যখনই আল্লাহর যিকিরের ধ্বনি শোনে, কাল-বিলম্ব না করে আগ্রহভরে সেখানে শরিক হয়। এটাকেই তারা দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেয়; কারণ তারা নিশ্চিত ভাবেই জানে যে, দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতই শ্রেষ্ঠ। এই কারণে তারা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় না। তারা সময়কে এমন কাজে ব্যয় করেছে যার প্রশংসা আল্লাহ নিজেই করেছেন।

আচ্ছা! জানেন কি, কোন জিনিস তাদেরকে এই পথ দেখাল?

হ্যাঁ! তাদের প্রত্যেকের রয়েছে এক একটি জীবিত অন্তর। এটাই তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছে।

তারা ওই দিনকে ভয় করে, যেদিন হৃদয় ও চক্ষুসমূহ উল্টে যাবে। সেটা এমন এক ভয়ঙ্কর দিন, সেদিন মানুষকে নেশাগ্রস্ত দেখাবে; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়! সেদিন কি নেশাজাতীয় কোনো দ্রব্য তাদেরকে মাতাল করে

---

[৪] নুর-: ৩৬-৩৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুলবে? না! নিশ্চয় এমনটি নয়; বরং তারা সেদিন আল্লাহর কঠিন শাস্তি দেখতে পাবে। তারা ভয় পাবে। আর তাদের হৃদয় ও চোখগুলো ভয়ে উল্টে যাবে।

তাহলে সেই আয়াতের মর্ম কী? যাতে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান ও অগণিত রিযিকের ওয়াদা করেছেন। হ্যাঁ, তা হলো নেক আমল। যারা আল্লাহর মেহেরবানিতে নেক আমল করবে, তারাই সেই সঠিক রিজিক পাবে ও সৌভাগ্যবান হবে।

কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

> আখেরাত যার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহ তার সমস্ত বিষয়কে ঠিক করে দেবেন। তার অন্তরে প্রাচুর্যতা দেবেন। দুনিয়া তার প্রতি বিমুখ হওয়া সত্ত্বেও তার কাছে ছুটে আসবে।[৫]

সুতরাং যে ব্যক্তি আখেরাতকে চাওয়া পাওয়ার একমাত্র লক্ষ্যস্থল বানাবে আল্লাহ তাআলা তার কলবকে স্থির করে দেবেন। তার হৃদয়ে থাকবে না কোনো অস্থিরতা, তার অন্তরে দেবেন প্রাচুর্য। ফলে সে নিজেকে সেরা ধনী ভাববে। উপরন্তু এমন ব্যক্তির পদতলে দুনিয়া ছুটে আসবে। সে আর ব্যথিত হবে না।

বস্তুত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সীমাহীন অনুগ্রহ। এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তিনি সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন :

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

---

[৫] ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ২৩০; ইবনে হিব্বান, ২/৬৮০; আহমাদ, ৫/১৮৩; দারেমি, ১/২২৯।
ইমাম বুসিরি ইবনে মাজাহর সনদকে তার "মিসবাহুয যুজাজাহ" নামক কিতাবে সহিহ বলেছেন। দেখুন : ৩/২১২।
আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।। আস-সহিহাহ, ৩০৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যখন কোন দল আল্লাহর কোনো এক ঘরে সমবেত হয়ে তার কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তার আলোচনা করে। তখন এর মাধ্যমে তাদের উপর সাকিনা বর্ষণ হয়। রহমত তাদের ওপর উপচে পড়ে। ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে ধরে। আর আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন।[৬]

কত মহান এ অনুগ্রহ!!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

من غدا الي المسجد، لا يريد الا ان يتعلم خيرا، او يعلمه، كان له كأجر حاج، تامة حجته

যে ব্যক্তি একমাত্র দ্বীন শেখা ও শেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, তার জন্য রয়েছে পূর্ণ একটি হজের সওয়াব।[৭]

আল্লাহু আকবার!

একবার ভেবে দেখেছেন কি প্রিয় পাঠক? পূর্ণ একটি হজের সওয়াব!

এখানে দিনের পর দিন সফরের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু সঠিক নিয়ত আর আল্লাহর কোনো এক ঘরের দিকে নেক পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে দ্বীন শেখা ও শেখানোর নিয়ত থাকে। এর বদলায় পাওয়া যাবে পূর্ণ একটি হজ্বের সওয়াব। কবুল হজ্ব। যেই হজ্বের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়।

এ ধরনের মজলিসের শান আরো বৃদ্ধি পায় যখন তা আমাদের আজকের এই অবস্থার মতো দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে হয়। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كُتِبَ لَهُ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلَاةِ

---

[৬] মুসলিম : হাদিস নং : ২৬৯৯।

[৭] তাবারানি : ৮/৭৪৭৩।
তাছাড়া হাদিসটি "শামিয়্যিন" : ১/৪২৩, আততারগিব : ১/৫৯-এ সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হাইছামি "মাজমাউয যাওয়ায়েদে"-১/৩২৯ বলেছেন "এই হাদিসের রাবিরা বিশ্বস্ত।" আলবানি "সহিহুত তারগিব"-১/২০ এ বলেছেন, হাদিসটি হাসান সহিহ পর্যায়ের।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

কোন ব্যক্তি যখন পবিত্রতা অর্জন করে মসজিদে গিয়ে নামাজের অপেক্ষা করে, তখন তার আমলনামায় লিপিবদ্ধকারী দুই ফেরেশতা তার জন্য মসজিদে গমনের প্রতি কদমে দশটি করে নেকি লেখেন।

নামাযের জন্য অপেক্ষারত ব্যক্তি মূলত নামাযির ন্যায়। ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকেই তাকে নামাযিদের মধ্যে গণ্য করা হয়; যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে আসে।[৮]

প্রিয় ভাই, ভাবুন তো! কত বড় দান এটা।

মানুষ যখন পবিত্রতা সহকারে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হয়, তার প্রতিটি কদমে দশটি করে নেকি লেখা হয়।

শুধু এতটুকুই নয়। হাদিসে আরো বলা হচ্ছে :

القاعد তথা নামাযের জন্য অপেক্ষাকারী قانت কানিতের ন্যায়।

আর কানিত হলো ওই ব্যক্তি যে নামাযে দণ্ডায়মান।

সুতরাং যদি ঘর থেকে মসজিদে আসেন, এসে বসে বসে নামাযের অপেক্ষা করেন, হোক না আপনার মাথায় নানাবিধ চিন্তা-ফিকির। তবুও আপনি নামাযে দণ্ডায়মান একজন ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন এবং ঘরে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত যতটুকু সময় আপনি মসজিদে থেকেছেন, বসে বসে হলেও নামাযের অপেক্ষায় কাটিয়েছেন, সেই পুরোটা সময় আপনাকে মুসল্লিদের মধ্যে গণ্য করা হবে। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

صلاة علي اثر صلاة، لا لغو بينهما، كتاب في عليين

একটি নামাযের পর অন্য একটি নামায, যার মাঝে অনর্থক কোনো কথা বা কাজ নেই, এর মর্যাদা হচ্ছে ইল্লিয়্যিনে রক্ষিত আমলনামার মতো।

---

[৮] ইবনে হিব্বান- ৫/২০৩৮,২০৪৫, হাকেম- ১/৭৬৬, ইবনে খুযাইমা- ২/১৪৯২, তবরানী- ১৭/৮৪২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুতরাং আপনি যখন এক নামাজের পর আরেকটি নামাজ পড়বেন, আর এতদুভয়ের মাঝখানে অনর্থক কোনো কথা বা কাজ করবেন না; নিষিদ্ধ আলাপচারিতায় মগ্ন হবেন না। এর বিনিময়ে আপনার আমলনামা থাকবে ইল্লিয়্যিনে। আপনি কি জানেন ইল্লিয়্যিনে রক্ষিত আমল নামা কি?

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ

তা এক লিপিবদ্ধ কিতাব।[৯]

আপনি কি জানেন কারা এই কিতাব দেখে?

يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

যা দেখে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ।[১০]

কত সুমহান এই ফযিলত!

শুধু এতটুকুই নয়, এই ধরনের কাজে আরো অনেক ফজিলত রয়েছে আল্লাহর কাছে। প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে আমাদের আকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশি ফযিলত দান করেন! তা না হলে আমাদের আমলগুলো সব বরবাদ হয়ে যাবে!

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, তিনি আমাদেরকে এই কাজের তাওফিক দিয়েছেন। তিনি যেন আমাদের সকল ভাইকে এই ফযিলতগুলো অর্জন করার তাওফিক দেন; এই প্রার্থনাই করি তার নিকট।

আলোচ্য বিষয়

যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আজ একত্রিত হয়েছি তা হলো, পারিবারিক সুখ যে পথে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ ছোট হোক বা বড় হোক আমাদের প্রত্যেকেরই পরিবার রয়েছে। পরিবারের সৌভাগ্য আর শান্তি দেখতে পাওয়া আমাদের সকলেরই আকাঙ্ক্ষা। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের স্ত্রী-সন্তানের চেহারায় খুশি দেখতে চাই। আমরা সকলেই সৌভাগ্যের লোভী।

---

[৯] মুতাফফিফিন- ২০।
[১০] প্রাগুক্ত-২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিঃসন্দেহে একটি পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি। পরিবার যদি ঠিক হয় তাহলে সমাজ ঠিক হবে। পরিবারগুলো সুখী হলে একটি সুখী ও স্থিতিশীল সমাজ গড়ে উঠবে।

আমাদের জেনে রাখা উচিত, যখন আমরা পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করব; আমাদের মন যেন সমস্যা বিহীন কোন পরিবারের দিকে না যায়। কারণ, মানব সমাজের স্বভাবই হলো তাদের মাঝে কিছু জটিলতা থাকবে—মন মালিন্য থাকবেই।

বরং আমরা আলোচনার সময় শুধুমাত্র সামগ্রিকভাবে একটি পরিবারের অবয়ব মাথায় রাখব। আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হবে, নানাবিধ জটিলতার মাঝেও কিভাবে একটি পরিবারে সৌভাগ্য ও সুখ বজায় রাখা যায়।

কারণ, বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও একটি পরিবার জীবন অতিবাহিত করতে পারে। এতে তার পরিছন্নতা ঘোলা হয় না, আনন্দ উচ্ছ্বাস চলে যায় না। আমাদের উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র সৌভাগ্যের শীতল আবহকে পরিবারে ছড়িয়ে দেওয়া।

সুখ অর্জনের পথ নির্ধারণে আমরা কোথায় ভুল করি

বাবা যখন ঘরে প্রবেশ করেন, গোটা ঘর তখন খুশির দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে। তিনি যখন বের হয়ে যান, তখন তার পরিবার তার ফিরে আসার অপেক্ষায় প্রহর গুণে। স্বামী তার স্ত্রীর কারণে সুখী হয়, আর স্ত্রী স্বামীর কারণে আনন্দের স্বাদ অনুভব করে। সন্তানরা পিতা মাতা, আবার পিতা-মাতাও সন্তানের কারণেই সুখের ছোঁয়া পায়। গোটা ঘরে তখন বিশেষ এক অনুগ্রহ, স্নেহ ও মায়া-মমতা বিরাজ করে।

আমরা জানি প্রতিটি পরিবার একটি শাখা আর মূল নিয়ে গঠিত। স্বামী-স্ত্রী হলো পরিবারের মূল। আর তাদের শাখা হলো তাদের দাম্পত্যের ফসল; তাদের ছেলে-সন্তান বা মেয়ে-সন্তান।

আমরা এটাও জানি যে, মূল তথা বাবা-মা সুখী হলে সেই সুখের প্রভাব সন্তানদের ওপর পড়ে। আমাদের প্রত্যেকেরই এ-কথা জানা যে, প্রতিটি মানুষ চায় তার ঘরে সুখ আর আনন্দ আসুক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু এই সুখ অর্জনের পথ ও পদ্ধতি এবং প্রকৃত সুখ কী? এটাই আমাদের অজানা। এই পথ নির্ধারণ করতে গিয়ে সৃষ্টি হয় বিভিন্নতা।

কেউ মনে করে সুখ বুঝি সব ধন-সম্পদে। তাই তার সমস্ত চিন্তা, মেহনত শুধু সম্পদ বাড়ানোর পেছনেই ব্যয় করে। এমন ব্যক্তি তখন সম্পদ আহরণে এতটাই মগ্ন হয় যে, পরিবারের প্রতি একদম উদাসীন হয়ে পড়ে। অধিকাংশ সময় তাদের থেকে দূরে থাকে। তাদের কোন খোঁজ-খবর রাখে না।

তাকে যদি বলা হয়, 'কী ব্যাপার, পরিবারের কেয়ার নাও না কেন?'

সে উত্তর দেয়, 'এটা কেমন কথা? আমি তো তাদের জন্য সম্পদ উপার্জন করতেই এত পরিশ্রম করি। এটা কি তাদের দেখাশোনা নয়?'

বস্তুত, এর ফলে সুখ তাদের কারো কাছেই ধরা দেয় না।

অনেকে আবার এমন আছেন, যারা অধিক সন্তানকে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি মনে করেন। যার কারণে তারা বংশবিস্তারের পেছনে পড়ে যান। আসলে এটাকে সে ইবাদত নয় বরং নিজের জন্য বিনোদনের বস্তু বানিয়ে নেয়।

তার অবস্থা যেন আল্লাহ পাকের বাণীর ন্যায় :

أَلْهَىٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

> পার্থিব ও ভোগ সামগ্রীতে একে অন্যের ওপর আধিক্য লাভের বাসনা তোমাদেরকে উদাসীন করে রাখে যতক্ষন না তোমরা কবরস্থানে পৌঁছ।[১১]

অর্থাৎ এই ধান্দায় পড়ে তোমরা আখেরাত ভুলে গেছ।

যা-ই হোক, এতেও সে সুখের নাগাল পায় না।

আবার অনেকে মনে করেন, সুখ বুঝি ঘরে বিদ্যমান বিনোদন আর আমোদ-প্রমোদের বস্তুতে। এটা ভেবে সে হরেক রকম বিনোদন সামগ্রীতে ঘর ভরে ফেলে। সে তার ধারণা অনুযায়ী সুখ পেতে চায়; কিন্তু সুখ ধরা দেয় না।

---

[১১] আত-তাকাছুর : ১-২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকৃত সুখ কী?

প্রিয় ভাই, প্রকৃত সুখ কী ও তা কিভাবে আসবে তা শুনুন!

সুখ হলো আত্মার প্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা, স্থিরতা ও খুশির নাম। সুখ হলো অন্তরের পেরেশানি দূরীভূত হয়ে নিশ্চিন্ত এক হৃদয়ের নাম। একটা মানুষের সুখ হলো তার জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে আনন্দ দেওয়ার নাম। এই সুখ অর্জনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। রয়েছে অনেক পথ।

প্রকৃত সুখ আসার অনেক দরজা রয়েছে। ইনশাআল্লাহ আজকের এই রাতে আমরা তার কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

পারিবারিক সুখের গুরুত্ব

আপনারা কি জানেন, কেন আজ আমরা পরিবারে সুখ আসার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি?

তা-ও আবার এমন এক যুগে, যখন কিনা চারদিকে বিনোদন সামগ্রীর সয়লাব চলছে।

প্রিয় পাঠক,
আজকে পরিবারের সদস্যরা প্রত্যেকেই তাদের ব্যক্তিগত পৃথিবীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ইন্টারনেট আমাদের ঘরগুলোতে আগ্রাসী হামলা চালাচ্ছে। অনেক দম্পতি তাদের ঘরে এই আধুনিক সিস্টেমগুলোর কাছে বন্দি হয়ে গেছে। সন্তানরা মাতা-পিতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিছু মানুষ কেবল ব্যক্তিগত চাহিদাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

কারো কাছে ইন্টারনেট ভালো লাগছে না তো সে অন্য কিছু কিনে এনে সেটাতেই মত্ত হয়ে যাচ্ছে।

এভাবে একই ঘরে তারা পরস্পর যেনো অবস্থান করছে যোজন-যোজন দূরে।

সামাজিক কিবা পারিবারিক পরিসরে তাদের দূরত্বের কথা তো বাদই দিলাম। আমাদের মাঝে অনেকেই তাদের ঘরের ভেতরেই একাকিত্ব অনুভব করেন। স্বামী-স্ত্রী তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে, বাবা-মা সন্তানদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাঝে, সন্তানরা পিতা-মাতার সাথে এবং ভাইয়েরা পরস্পরের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্কে শীতলতা অনুভব করেন।

এবার আপনারাই বলুন, কেন আজ আমরা এ-বিষয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছি! এই বিষয়ে আলোচনা কি জরুরি নয়?

সুখ আসার প্রধান মাধ্যম

পরিবারে সুখ আসার এমন একটি বড় উপকরণ রয়েছে যা মূলত সকল উপকরণের মূল; সকল সুখের প্রাণ—জীবনের শান্তি-সুখের আসল রহস্য। যে তা অর্জন করল, সে যেন প্রকৃত কল্যাণ অর্জন করল।

উপকরণটি হলো, প্রতিটি ব্যক্তির একমাত্র চাহিদা এটাই হওয়া যে, তার পরিবারে যেন ঈমান ও সৎকর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা এটাই হলো সমৃদ্ধ এক পবিত্র জীবনের ভিত্তি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

> যে ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে সে পুরুষ হোক বা নারী...[১২]

এটি পূর্ব শর্ত। প্রতিদানের বিষয়টি সামনে আসছে।

লক্ষ্য করুন, যিনি সারা জাহানের রব তিনিই এই "আমলে সালেহ"—এর শর্ত আরোপ করেছেন। "আমলে সালেহ" এমন এক বিষয় যা বান্দা দুইটি বিষয়ের উপর ভর করে সম্পাদন করে।

১. ইখলাস। যার দ্বারা সে তার আমলের ক্ষেত্রে হবে একনিষ্ঠ। তার আমল হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য।

২. ইত্তেবায়ে রাসুল তথা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ। যার মাধ্যমে তার আমল হবে কুরআন ও রাসুলের সুন্নাহ মুতাবেক।

---

[১২] নাহল- ৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এটাই হলো আমলে সালেহ। এভাবে যখন ঈমান আর আমলে সালেহের সমন্বয় পাওয়া যাবে, তখনই আসবে প্রতিদানের পর্ব।

কি সেই প্রতিদান? আল্লাহ তাআলা নিজেই সেই প্রতিদান ঘোষণা করে বলেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

> যে পুরুষ ও নারী মুমিন অবস্থায় ভালো কাজ করবে আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব।[১৩]

আচ্ছা বলুন তো, যাকে আল্লাহ তাআলা উত্তম জীবন যাপন করাবেন, কে আছে জীবনকে তার কাছে অতিষ্ঠ করে তুলবে!

আল্লাহর কাছেই যখন সব কর্তৃত্বের চাবিকাঠি, আল্লাহ যার সম্পূর্ণ জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় ও উত্তম করেছেন, কে আছে সেই জীবনকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা করবে?

যদি সমগ্র জিন ও মানব একত্রিত হয়ে তার সুখের জীবনে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করে তবুও তারা তার জীবনের উত্তমতায় সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটাতে পারবে না। কেননা যিনি তাকে এই উত্তম জীবন দিয়েছেন তিনি তো মহা ক্ষমতাধর আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা।

তাকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বদলা দেবেন। দুনিয়ার ভালো কাজের জন্য তাকে দেবেন উত্তম জীবন।

আর আখেরাতে সে হবে জান্নাতি। এটাই আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার। আল্লাহ যার জন্য উত্তম জীবনের ফয়সালা করেন তাকে তুষ্টি দান করেন। সে যতটুকু কল্যাণ অর্জন করতে পারে তাতেই সে তুষ্ট হয়। আল্লাহ তাকে আত্মার প্রশান্তি দান করেন। ফলে, সুখ তার অন্তরে বাসা বাঁধে। তার ঘরে পেখম মেলে উড়ে বেড়ায়। এমন ব্যক্তি তার আশেপাশের মানুষগুলোকেও সুখী করে তোলে। সে যখন তার ঘরে ও পরিবারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে তখন সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।

---

[১৩] প্রাগুক্ত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর যখন পরিবারে ও আশেপাশে দুর্দশা দেখে তখন ধৈর্য ধারণ করে। ধৈর্য ধারণের দরুন আল্লাহ তখন তার দুর্দশা দূর করে দেন।

বস্তুত, এটা কেবল মুমিনের জন্যই সম্ভব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক!

প্রতিটি কাজেই তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। যখন সে সুখের নাগাল পায় তো হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা আদায় করে, ফলে এটা তার জন্য কল্যাণময় হয়। আর যখন মুসিবতে পড়ে তখন সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণময় হয়—এটা কেবল মুমিনের জন্যই।[১৪]

প্রিয় ভাই, ভালো করে চিন্তা করুন। এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছেন, "অন্তরে এমন কিছু এলোমেলো ভাব থাকে, যা আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া ছাড়া এক সুতোয় গ্রথিত হয় না। আবার অন্তরে যেই একাকিত্ব আর বিষণ্নতা কাজ করে তাও আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক ছাড়া দূরীভূত হয় না। অন্তরে এমন কিছু চিন্তা ও পেরেশানি থাকে, যা আল্লাহর মারেফতে প্রাপ্ত আনন্দ ছাড়া দূর হয় না। হৃদয়ে বিরাজমান অস্থিরতা আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া ব্যতীত স্থির হয় না। সেখানে বিদ্বেষ ও অনুশোচনার আগুন জ্বলে, যা কখনো আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও তার ফয়সালায় সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুতেই নেভে না। অন্তরে থাকে অভাব-অনটন, যা আল্লাহর মুহব্বত, হরদম জিকির এবং খাঁটি ইখলাস ছাড়া দূর হয় না।"[১৫]

যদি তাকে সমস্ত দুনিয়াও দিয়ে দেওয়া হয়, তবুও তার অন্তরের এই দুর্ভিক্ষ দূর হবার নয়। হ্যাঁ, সমস্ত দুনিয়া তাকে দিয়ে দেওয়া হলেও তার অন্তরের অভাব দূর হবে না। হৃদয় শান্ত হবে না। একমাত্র আমলে সালেহের মাধ্যমে

---

[১৪] মুসলিম- ২৯৯৯।
[১৫] মাদারিজুস সালেকিন- ৩/১৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া এবং তার সাথে সুসম্পর্ক কায়েম করার মাধ্যমেই এই অভাব দূর হতে পারে। অন্তর স্থির হতে পারে।

পরিবারে সুখ আসার এটাই হলো মূলনীতি। তবে এর সাথে সম্পর্কিত আরও কিছু বিষয় আছে; যা পর্যায়ক্রমে আলোচনা হবে। ইনশাআল্লাহ!

জীবন-সঙ্গিনী চয়ন

দাম্পত্য জীবনের সঙ্গী বাছাই করতে হবে দ্বীনদারীর ওপর ভিত্তি করে। পাশাপাশি মানবিক আনন্দ-উচ্ছলতার জন্য যা প্রয়োজন সে ব্যাপারেও অবহেলা করা যাবে না। এই বিষয়টিকে নবীজি এভাবে বলেছেন :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

> সাধারণত চারটি বিষয় দেখে মেয়েদের বিবাহ করা হয়; তার সম্পদ দেখে, বংশীয় কৌলিন্য দেখে, সৌন্দর্য দেখে এবং দ্বীনদারী দেখে। অতএব তুমি দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দাও! নচেৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, কোন মহিলাকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় দিক হলো তার সম্পদ, সৌন্দর্য, বংশ ও তার দ্বীনদারি। সাথে সাথে এটাও বলেছেন যে, যে অন্যান্য দিকের পাশাপাশি দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দিলো, সে সফল হলো।

কোনো এক কবি এই বিষয়টিকেই চমৎকারভাবে বলেছেন :

ليس الفتاة بمالها وجمالها... كلا، ولا بمفاخر الأباء
لكنها بعفافها وبطهرها... وصلاحها للزوج والأبناء
وقيامها بشؤون منزلها وأن... ترعاك في السراء والضراء
يا ليت شعري أين توجد هذه... الفتيات تحت القبة الزرقاء؟

> ধন সম্পদ, রূপ-লাবণ্য বা পূর্ব পুরুষের গর্বে নয়
> পূন্যবদন সতি হলে তাকেই আসল নারী কয়—

---

[১৬] বুখারি- ৫০৯০, মুসলিম- ১৪৬৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সন্তানদের লালন পালন স্বামীর প্রেম-সোহাগী হয়।
সর্বদা যে থাকবে ব্যস্ত ঘরের পরিবেশে,
সুখে দুখে রাখবে খবর থাকবে তোমার পাশে।
আফসোস! এমন মেয়ে কোথায় পাবে আজ নীল আকাশের নিচে!

তারা তো সে সকল সৎ রমণী, শুধু সিল্ক নয়; বরং স্বর্ণের খনির বিনিময়েও তো তাদের খোঁজা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

যখন তোমাদের নিকট এমন কোনো ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার চরিত্র ও দ্বীনদারীতে তোমরা সন্তুষ্ট। তবে তোমরা তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও! যদি তোমরা তা না করো তবে তা পৃথিবীর মধ্যে বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং ব্যাপক বিশৃংখলার কারণ হবে।[১৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী নির্বাচনের ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন দ্বীন ও চরিত্র। পাশাপাশি এটাও ইশারা করেছেন যে, এটাই সর্বোত্তম মাপকাঠি, যার মাধ্যমে প্রতিহত হবে খারাপি; পৃথিবী ও সমাজ হবে পরিশুদ্ধ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

তোমরা এমন মহিলাকে বিবাহ করবে যে তার স্বামীকে খুব ভালোবাসে এবং বেশি বেশি সন্তান প্রসব করে। কেননা কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যার আধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করব।[১৮]

---

[১৭] তিরমিযি- ১০৮৫, মারাছিলে আবি দাউদ-২২৪, তবরানি- ২২/৭৬২, বায়হাকি- ৭/৮২। قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: ولعل تحسين الترمذي المذكور، انما هو باعتبار شواهده الأتية وخصوصا حديث أبي هريرة، ثم ذكرها، انظر: "ارواء الغليل"-৬/২৬৬-২৬৮।

[১৮] আবু দাউদ-২০৫০, নাসাই- ৩২২৭, ইবনে হিব্বান-৯/৪০৫৬,৪০৫৭, তবরানি- ২০/৫০৮, হাকেম- ২/২৬৮৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানবিক চাহিদাকে উপেক্ষা করা যাবে না

প্রিয় ভাই, লক্ষ করুন!

দ্বীনদারি বিষয়ক এই আদেশ ও উপদেশ প্রদান সত্ত্বেও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু মানবিক প্রয়োজনীয় চাহিদাকে কখনোই উপেক্ষা করেননি। কেননা তিনিও তো মানুষ।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

একবার আমি রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে বলল, সে এক আনসারি মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

'তুমি কি তাকে দেখেছো?'

'না দেখিনি।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যাও গিয়ে তাকে দেখো!'

'কেন?'

'কারণ আনসারি মহিলাদের চোখে একটু সমস্যা হয়ে থাকে।'[১৯]

তিনি কেন এমনটি করলেন? কারণ, সেই সাহাবি ছিলেন একজন মুহাজির ব্যক্তি। আনসারদের ব্যাপারে ততটা অবগত ছিলেন না। তাছাড়া তার পছন্দও ছিলো আনসারদের থেকে ভিন্ন।

আনসারদের চোখে ক্ষুদ্রতাজনিত সমস্যা থাকে। মুহাজির সাহাবি হয়তো এতে শান্তি পাবেন না।

---

[১৯] মুসলিম- ১৪২৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লক্ষ করুন, কিভাবে তিনি তাকে তার প্রশান্তিদায়ক বস্তুটি দেখে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ তিনিও তো মানুষ। তারও তো মানবীয় কিছু চাহিদা রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু এই দিকটিকে উপেক্ষা করেননি।

বর্ণিত আছে, মুগিরা ইবনে শুবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু একবার এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন :

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

> যাও, আগে গিয়ে মেয়েটিকে দেখো! যাতে পরে তোমাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি না হয়। পাশাপাশি তা তোমাদের মাঝে স্থায়ীভাবে মেলবন্ধন কায়েম করবে।[২০]

রাসূলের কথা শুনে তিনি গিয়ে মহিলাকে দেখলেন।

লক্ষ করুন, মুগিরা ইবনে শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহু যে মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে তাকে দেখতে বলেছেন। কেন দেখতে বলেছেন, সেই হেকমতও বলে দিয়েছেন।

তা হলো, এতে করে পরবর্তীতে তাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে না। এবং স্থায়ী সুখে তা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

সেই সাহাবি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার পর রাসুল শুধু তাকে দ্বীনদারির বিষয়টি জানার জন্য বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং মানবিক দিকটির প্রতিও সবিশেষ লক্ষ রেখেছেন। কেননা মানুষ সুখী হয় তার জীবন সঙ্গিনীর গুণেই। এটি পারিবারিক সুখ আনয়নের বড় একটি মাধ্যম।

সুতরাং যখন কেউ তার পছন্দমতো কোনো মেয়েকে বিয়ে করে। পাশাপাশি সেই মেয়ে ধার্মিক হয়, তখন তা তার পরিবারের জন্য সুখ এবং দাম্পত্য জীবনে স্থায়ী সম্পর্কের কারণ হয়।

---

[২০] আহমাদ- ৪/২৪৪,২৪৬, তিরমিযি- ১০৮৭, নাসাই-৩২৩৫, ইবনে মাজাহ- ১৮৬৬। ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান ও সহিহ বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিবারে সুখ আসার আরো একটি অন্যতম মাধ্যম থেকে মানুষ আজ একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তা হলো, ঘরবাড়িতে আল্লাহর যিকির কায়েম করা।

আফসোস, আজকের এই সময়ে আমাদের পরিবারের অনেকেই ঘরের ভেতর আল্লাহর যিকির করা ভুলে গেছে। এখন আর ঘরে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত হয় না—যিকির হয় না।

উল্টো শয়তানের স্মরণ আমাদের ঘরগুলোতে মারাত্মক আকারে বিস্তার লাভ করেছে। গান-বাজনাসহ অসংখ্য ক্ষতিকারক বস্তু আজ আমাদের ঘরগুলোতে বিদ্যমান।

প্রিয় ভাই,
গুরুত্বসহকারে আল্লাহর যিকির অন্তরকে বিকশিত করে। এর মাধ্যমে আত্মা লাভ করে অপার প্রশান্তি।

আল্লাহ তাআলা কি বলেন নি?

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্ত হয়![২১]

আচ্ছা, আমরা কি বিশ্বাসী নই? আমরা কি মুমিন নই?

অবশ্যই আমরা বিশ্বাসী, আমরা মুমিন। আল্লাহ আমাদেরকে তার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন! আমিন!!

ঘরের মধ্যে যখন যিকির করা হবে, তখন ঘরে স্থিরতা বিরাজ করবে। অন্তর বিকশিত হওয়া এবং চিন্তা পেরেশানি দূর হওয়ার ক্ষেত্রে যিকিরের আশ্চর্য কার্যকারিতা রয়েছে!

এ-কারণেই তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

[২১] সুরা রাদ-২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে করে না, তাদের উদাহরণ হলো জীবিত আর মৃতের ন্যায়।[২২]

অর্থাৎ, যে আল্লাহর যিকির করে সে জীবিত। আর যে যিকির করে না সে মৃত। এমতাবস্থায় যদিও সে মানুষের মাঝে বিচরণ করে, কিন্তু তার জীবনে নেই প্রকৃত জীবনী। তার ঘরে নেই প্রাণ।

কারণ, সে আল্লাহর যিকির করে না। সুতরাং সে মৃত—আর মৃতের জীবনে সুখ আসবে কিভাবে?

যিকির প্রভূত কল্যাণ, ফজিলত ও সর্বব্যাপী আনন্দ-উচ্ছ্বাস আনয়নের সবচেয়ে বড় মাধ্যমগুলোর একটি।

কারণ, আপনি যখন আল্লাহর যিকির করবেন, তাকে স্মরণ করবেন, তখন তিনি আপনার যিম্মাদার হয়ে যাবেন।

আর যখন আপনার বিশ্বাস জন্মাল যে, আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করছেন তখনও কি আপনি প্রফুল্ল চিত্তের অধিকারী হবেন না?

যখন আপনি জানবেন, মহান আল্লাহ তাআলা আপনার রক্ষাকারী তখনও কি আপনার অন্তর প্রফুল্ল হবে না?

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, শয়তান তাকে বলেছিল :

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة]. وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ

যখন আপনি বিছানায় যাবেন তখন আয়াতুল কুরসি পুরোটা পড়বেন। কেননা, এর মাধ্যমে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য একজন হেফাজতকারী থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছেও ঘেষতে পারবে না।[২৩]

---

[২২] বুখারি- ৬৪০৭।

[২৩] বুখারি-২৩১১,৩২৭৫. নাসায়ি-৯০৯. ইবনে খুযাইমা-৪/২৪২৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীজিকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বললেন :

صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ

যদিও সে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী তবে তোমাকে সত্যটি বলেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন :

مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

যে ব্যক্তি রাতের বেলা সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।[২৪]

যথেষ্ট হওয়ার দুটি অর্থ–

প্রথমত, ইবাদতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কেননা, এটাই তখন সে রাতে বড় এবাদত বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর অনুগ্রহে সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজতের জন্য যথেষ্ট হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন।

সুতরাং, যে ব্যক্তি এই দুই আয়াত তেলাওয়াত করল, তার হেফাজতকারী আল্লাহ তাআলা। আর একজন মুসলিমের হৃদয় আল্লাহর হেফাজতে থেকেও কিভাবে অসুখী হতে পারে!

হাদিসে এসেছে :

مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ

যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় (بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) তিন বার পড়বে। সকাল পর্যন্ত আকস্মিক কোনো বিপদ তাকে আক্রান্ত করবে না।

আবার যে সকালে এই দোয়া তিনবার পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে আকস্মিক কোন বিপর্যয় স্পর্শ করবে না।[২৫]

---

[২৪] বুখারি-৫০০৮, মুসলিম-৮০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সকাল-সন্ধ্যা এই আমল করার পরেও কিভাবে একজন মুসলিমের অন্তর প্রফুল্ল হবে না? প্রশান্ততায় ছেয়ে যাবে না তার হৃদয়?

অথচ হাদিসে বলা হয়েছে, সকালে যে এই আমল করল সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আকস্মিক মৃত্যু থেকে নিরাপদে রাখবেন।

আবার সন্ধ্যায় এই আমল করলে সকাল পর্যন্ত তাকে নিরাপদে রাখবেন। আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকার পরেও কি অন্তর প্রফুল্ল হয় না?

একজন মুসলিম যদি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা সুরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে, তাহলে অবশ্যই তার হৃদয় প্রশান্ত হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

قُلْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي، وَحِينَ تُصْبِحُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, ফালাক ও নাস পড়ো! অন্য সবকিছু থেকে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।[২৬]

একটি দোয়া :

الله ربي لا شريك له

এই দোয়াটি পড়ার পরেও সুখ কিভাবে অন্তরের জমিনে ঘাঁটি গাড়বে না? কেনই বা হৃদয় থেকে দুশ্চিন্তা, পেরেশানি আর অস্থিরতা দূর হবে না? আচ্ছা বলুন তো, ছোট এই দোয়াটি মুখস্ত করা কি খুবই কঠিন!

অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ غَمٌّ أَوْ سَقَمٌ أَوْ شِدَّةٌ أَوْ أَزَلٌّ أَوْ لَأْوَاءُ فَقَالَ: اللهُ اللهُ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَهُ كُشِفَ عَنْهُ

---

[২৫] আহমাদ-১/৬২,৬৬,৭২. আবু দাউদ-৫০৮৮, তিরমিযি-৩৩৮৮, ইবনে মাজাহ-৩৮৬৯। ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন আর আলবানি মিশকাতে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। মিশকাত- ২৩৯১।

[২৬] আবু দাউদ-৫০৮২, তিরমিযি-৩৫৭৫. ইমাম তিরমিযি হাদিসটির মান হাসান, সহিহ ও গরিব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর আলবানি সহিহ ও হাসান বলেছেন। (সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব-৬৪৯)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে ব্যক্তি চিন্তা-পেরেশানিতে, অসুস্থতা বা বিপদে 'আল্লাহুমমা রাব্বি লা শারিকা লাহু' পড়ে তার থেকে সব পেরেশানি দূর করে দেওয়া হয়।[২৭]

সুখ-শান্তির কত বড় মাধ্যম এগুলো। কিন্তু আফসোস! আমরা এর থেকে গাফেল হয়ে আছি।

যে ঘরে সুরা বাকারা পড়া হয় শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।[২৮] কিন্তু এমন কে আছে, যে তার ঘরে সুরা বাকারা তেলাওয়াত করে? হয়তো আছে, কিন্তু খুবই সামান্য। আর এ কারণে শয়তানরাও বেশিরভাগ ঘরে বসতি বানায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ

কোন ব্যক্তি যখন ঘরে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলে তখন শয়তান ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর যেতে যেতে বলে, তোমাদের সাথে আমার খাবার নেই। রাত্রিযাপনও নেই।[২৯]

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম তো নেয়-ই না, উপরন্তু আমরা তো এমনটাও দেখি যে, কিছু মানুষ গান গাইতে গাইতে, শিস বাজাতে বাজাতে ঘরে প্রবেশ করে। তখন শয়তানও তার সাথে গৃহে প্রবেশ করে। শুধু কি তাই! কখনো তো তার আগেই শয়তান গিয়ে ঘরে বসে থাকে। তাহলে বলুন কিভাবে আসবে সুখ?

স্বামীকে হতে হবে দায়িত্বশীল

পরিবারে সুখ আসার আরেকটি অন্যতম উপায় হলো, স্বামী তার স্ত্রীর অভিভাবক হবে। পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হবে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন :

---

[২৭] তাবরানি-২৪/৩৯৬, বায়হাকি শুআবুল ঈমান-৯৭৪৯, আদাব-৯৩৬, আলবানি হাদিসটির সনদকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন, (আস-সহিহাহ-৬/৫৯২-৫৯৩)

[২৮] মুসলিমে বর্ণিত হাদিস থেকে প্রমাণিত।

[২৯] মুসলিম-২০১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

পুরুষরা নারীদের অভিভাবক। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা যেহেতু নিজেদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে।[৩০]

এই অভিভাবকত্ব ইসলামের মহান সৌন্দর্য। আমাদের ওপর আল্লাহর বড় নিয়ামতরাজির একটি হচ্ছে এটি। কেননা এতে নিহিত রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। আর এতে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর স্বভাবের একাত্মতা।

এই অভিভাবকত্বের অর্থ হলো, স্বামী তার স্ত্রীর মর্যাদা অনুযায়ী তার জন্য কল্যাণকর, প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুর আঞ্জামে নিজেকে সঁপে দেবে।

শায়খ ইবনে সাদি বলেন, "আল্লাহ বলেছেন, পুরুষরা নারীদের অভিভাবক। এই অভিভাবকের অর্থ হলো, স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত সম্পত্তিতে ও নির্ধারিত বিষয়ে যত্নবান হওয়া। যাবতীয় খারাপি থেকে তাকে রক্ষা করাসহ আল্লাহ প্রদত্ত মহিলাদের সমূহ অধিকার বাস্তবায়ন করা।

এই অর্থেও তারা অভিভাবক যে, তারা তাদের স্ত্রীদের ভরণপোষণসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচের যোগান দেবে।"[৩১]

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি :

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে সে সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।[৩২]

---

[৩০] নিসা-৩৪।

[৩১] তাফসিরে সা'দি ১৭৭।

–এর অর্থ কখনোই এটা নয় যে স্বামী তার স্ত্রীর ওপর শুধু অযাচিত কর্তৃত্ব চালাবে। (অনুবাদক)

[৩২] বুখারি-৮৯৩, মুসলিম-১৮২৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুতরাং পুরুষ যখন তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তখন তার জন্য আবশ্যক হলো পরিবারের প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করা ।

এদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামআরো বলেছেন :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

যাকে আল্লাহ তাআলা দায়িত্বশীল বানান, আর সে তার অধীনস্তদের সাথে প্রতারণাকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে। তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন।[৩৩]

অর্থাৎ, কোনো বান্দাকে যখন কোনো একটি বিষয়ের দায়িত্বশীল বানানো হয়, আর সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে যত্নবান হয় না। যথাযথ গুরুত্বের সাথে সে কাজ আঞ্জাম দিতে পারে না। তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন।

প্রিয় ভাই, এর দ্বারা বোঝা যায়, দায়িত্বে অবহেলা করা এবং আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন না করা কবিরা গুনাহ; যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে।

পরিবেশ হবে প্রেমময়

পরিবারে সুখ আসার আর একটি মাধ্যম হলো, প্রেমময় এক ভালোবাসার পরিবেশ গড়ে তোলা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

আর তার এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করো। এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।[৩৪]

---

[৩৩] বুখারি-৭১৫০, ৭১৫১. মুসলিম-১৪২।
[৩৪] রুম-২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রিয় পাঠক,

আপনারা আপনাদের পরিবারের মাঝে মুহাব্বত ও স্নেহ-মমতা জড়ানো পরিবেশ সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠুন।

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ, তার পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্ট বরদাশত করা এবং তার ভালো দিকগুলো হৃদয়ে ধারণ করার প্রতি ইসলাম যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

> কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে শত্রুর মতো মনে না করে। কারণ, তার একটি আচরণ অপছন্দ হলেও অন্য কোনো আচরণ পছন্দ হবেই।[৩৫]

সুতরাং মনে রাখবেন, ভালোবাসা ও দয়ার আচরণ ছাড়া সুখ আসবে না।

নেক বিবি সৌভাগ্যের সিতারা

সুখের যে সকল প্রধান মাধ্যম নিয়ে ইসলাম এসেছে, তার অন্যতম একটি হলো নেককার স্ত্রী। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ

চারটি জিনিস সুখকর; নেক বিবি, প্রশস্ত বাসস্থান, সৎ প্রতিবেশী এবং আরামদায়ক বাহন।

আর চারটি জিনিস হলো কষ্টকর; অসৎ প্রতিবেশী, বদ স্ত্রী,[৩৬] সংকীর্ণ আবাস এবং কষ্টদায়ক বাহন।[৩৭]

---

[৩৫] মুসলিম-১৪৬৯।

[৩৬] কত সুখী পরিবার যে অসৎ স্ত্রীর কারণে ধ্বংস হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আপনারা অনুসন্ধানী হয়ে আপনাদের আশেপাশে তাকালেই বুঝতে পারবেন। এখানে আরামদায়ক বাহনের কথা শুনে ভাবতে পারেন, এটাতো সব ফ্যামিলির জন্য সম্ভব না। জ্বি, প্রিয় পাঠক! সবারই ব্যক্তিগত গাড়ি থাকার প্রয়োজন নেই। তবে যাতায়াত সুবিধা এবং তা আরামদায়ক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রিয় ভাই, ভাবুনতো! এমন নয় কি?
চারটি সুখকর জিনিসের একটি হলো নেক বিবি, যার মাধ্যমে পরিবার সুখী হবে। আরেকটি হলো, প্রশস্ত বাসস্থান– যাতে পরিবার সুখের সাথে বসবাস করবে।

আরেকটি হলো, সৎ প্রতিবেশী; পরিবারের সদস্যরা যাদের পাশে থেকে সুখী হবে। অন্যটি হলো, আরামদায়ক বাহন; যাতে ভ্রমণ করে তারা আনন্দিত হবে।

পক্ষান্তরে চারটি জিনিস হলো কষ্টের কারণ। এর কারণে পরিবারের সুখ নষ্ট হয়।

১. অসৎ প্রতিবেশী।

২. বদ স্ত্রী।

৩. সংকীর্ণ বাসস্থান।

৪. কষ্টদায়ক বাহন।

এগুলোর কারণে পরিবারের সুখ বিনষ্ট হয়ে নেমে আসে অসুখের কালো ছায়া।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেন :

ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة، تراها تعجبك، وتغيب فتأمنها علي نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة تلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، وثلاثة من الشقاوة: المرأة تراها فتسوؤك، وتحمل لسانها عليك، وان غبت عنها، لم تأمنها علي نفسها ومالك، والدابة تكون بطيئة، تكون قطوفا، فان ضربتها أتعبك، وان تركتها، لم تلحق بأصحابك، والدار تكون ضيقة، قليلة المرافق

তিনটি জিনিসের সাথে সৌভাগ্য ও সুখ জুড়ে আছে।

হওয়া প্রয়োজন। আর এব্যাপারে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। (অনুবাদক)

[৩৭] আহমাদ-১/১৬৮, ইবনে হিব্বান-৯/৪০৩২, হাকেম-২/২৬৪০, বায্যায-৪/১১৮২। আলাবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন (আস-সহিহাহ-২৮২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১. নেক বিবি।

আচ্ছা, কী সেই সৌভাগ্য? হাদিসের ভাষ্য—

যখন তুমি তাকে দেখবে, প্রফুল্লতায় চিত্ত ভরে উঠবে। সে তোমার অনুপস্থিতিতে তার নিজের ও তোমার সম্পদের ব্যাপারে তোমাকে পূর্ণ আশ্বস্ত রাখবে।

২. বাহন। এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হবে দ্রুতগামী। খুব কম সময়ে তা তোমাকে সাথীদের কাছে পৌঁছে দিবে।

৩. ঘর হবে প্রশস্ত, অনেক সুবিধা সম্বলিত।

পক্ষান্তরে তিনটি জিনিস কষ্টের কারণ :

১. অসৎ স্ত্রী। তার দর্শন তোমাকে কষ্ট দেয়। তার কথা তোমাকে আঘাত করে। যখন তুমি তার থেকে দূরে থাকো, তার সতীত্ব ও তোমার সম্পদের ব্যাপারে তুমি আশ্বস্ত থাকতে পারো না।

২. বাহন। যা হয় ধীরগামী, দুর্বল। তাকে প্রহার করলে, প্রহার করতে করতে তুমি ক্লান্ত হয়ে যাও। আর যদি তাকে নিজের গতিতে ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি পরিবারের নিকট পৌছতে পারো না।

৩. সংকীর্ণ ঘর। যা বিবিধ সুবিধাশূন্য হয়।[৩৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

সমগ্র দুনিয়াই হচ্ছে সম্পদ। আর তার মাঝে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে নেক বিবি।[৩৯]

---

[৩৮] হাকেম-২/২৬৮৪।

وقال صحيح الاسناد من خالد بن عبد الله الواسطي الي رسول الله صلي الله عليه وسلم. تفرد به محمد بن بكير من خالد. ان كان حفظه. فانه صحيح علي شرط الشيخين) وقال الذهبي | محمد. ابو حاتم صدوق يغلط. وقال يعقوب بن شبيه ثقة))

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উত্তম আচরণ বদলাবে জীবন

পরিবারে সুখ আসার আরেকটি মাধ্যম হলো, আপনাকে আপনার পরিবারের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো![৪০]

নিঃসন্দেহে এটি পরিবারে সুখ আনয়নের বড় একটি উপায়। সৎভাবে জীবনযাপনের অভ্যাস শুধু স্বামী-স্ত্রী নয় বরং পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য থেকেই কাম্য। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

আর স্ত্রীদেরও ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি স্বামীর অধিকার রয়েছে।[৪১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপনের অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা উত্তম জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যা আদেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করা। এখানে যদিও পুরুষদের উদ্দেশে বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, মহিলারাও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। পুরুষদের ক্ষেত্রে এর মর্ম হবে, মহিলাদের প্রাপ্য মহর ও ভরণপোষণের অধিকার নিশ্চিত করা। কোনো অপরাধ ছাড়া তার সাথে ভ্রুকুটি কিংবা রূঢ় আচরণ না করা। কঠিন কথা না বলা; বরং তার সাথে যেচে-যেচে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলা। পাশাপাশি স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ঝোঁক প্রকাশ না করা।"[৪২]

হ্যাঁ, স্বামী যেন বিনা অপরাধে তার স্ত্রীর সাথে মুখ মলিন করে না থাকে।

অনেক স্বামী এবং অনেক পিতা এমন আছেন, যারা ঘরের বাইরে মানুষের সাথে খুব হাসিমুখে থাকেন। ঘরের বাইরে আপনি তাদেরকে দেখলে

---

৩৯ মুসলিম-১৪৬৭।
৪০ নিসা-১৯।
৪১ বাকারা-২২৮।
৪২ আল জামে লি আহকামিল কুরআন-৫/৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলবেন, মাশাল্লাহ! সে তো সর্বদাই হাস্যোজ্জ্বল। অন্যদেরকেও আনন্দে মাতিয়ে রাখে। কিন্তু সেই লোকটিই যখন ঘরে যায়, মুহূর্তেই সে সিংহে পরিণত হয়। স্ত্রী সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে বিন্দুমাত্র হাসে না।

প্রিয় পাঠক, এটা সদ্ভাব নয়। এমনটা করবেন না! বরং স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে হাসিমুখে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে হবে।

অনেকেই আছেন, ঘরের বাইরে তার কথা যেন থামতেই চায় না। কথার খৈ ফুটিয়ে চলে। অনেক সময় মানুষ তাকে কথার রাজা ভাবে। কিন্তু ঘরে ঢোকা মাত্র সে লোকটিই যেন বোবা হয়ে যায়; কথাই বলতে চায় না। বললেও খুব অশ্রাব্য ভাষায়, কর্কশ স্বরে কিবা দায়সারা কিছু কথা বলে দেয়।

এটাতো সদ্ভাবে জীবন-যাপন নয়। সৎ জীবপযাপনের সংজ্ঞায় এটা পড়ে না। বরং এর ফলে পরিবারে নেমে আসে অশান্তি।

কুরতুবি রহ. বলেন, "আল্লাহ তাআলা বিবিদের সাথে সৎ ও সুন্দরভাবে বসবাসের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তাদের মাঝে স্থাপিত ঘনিষ্ঠতা পূর্ণতায় পৌঁছে। কেননা স্ত্রী আত্মিক শান্তির কার্যকরী উপমা ও জীবন যাপনের সবচেয়ে তৃপ্তির জায়গা।"৪৩

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

> আমি যেমন পছন্দ করি আমার স্ত্রী আমার জন্য সাজুক। তেমনি তার জন্য সাজতেও আমি পছন্দ করি। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আর স্ত্রীদেরও ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের প্রতি স্বামীর অধিকার রয়েছে।"[৪৪]

অর্থাৎ, পুরুষ তার স্ত্রীর জন্য পুরুষের সাজে সাজবে। যেমন সে চায়, তার স্ত্রী তার জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করুক।

---

৪৩ প্রাগুক্ত।

৪৪ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-৫/২৭২, ইবনে আবি হাতেম-২/২১৯৬, তবারি-৪/৪৭৬৮, বায়হাকি-৭/২৯৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এভাবে যখন প্রতিটি ঘরে উত্তম সহাবস্থান নিশ্চিত হবে, তখন সে ঘরগুলোতে সুখ প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

তোমাদের মাঝে উত্তম তো তারাই যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মাঝে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বাধিক উত্তম ব্যক্তি।[৪৫]

সুতরাং, আপনাদের মধ্যে উত্তম তারাই যারা তার স্ত্রী তথা পরিবারের নিকট উত্তম। স্বয়ং আল্লাহর রাসুল এ-ব্যাপারে সাক্ষী দিয়েছেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন পয়গম্বর হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন গোটা জাতির নেতা।

তিনি-ই তার স্ত্রীদের সাথে কোমল আচরণ করতেন, তাদের সাথে হাসাহাসি করতেন, আনন্দ যাপন করতেন।

আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর সাথে তিনি দৌড় প্রতিযোগিতাও করতেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন :

سَابَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَقْتُهُ وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেন। তখন আমি নির্মেদ ছিলাম, তাই আমি জিতে গেলাম।

প্রিয় ভাই, লক্ষ্য করুন!
আল্লাহর রাসুল!! কত মহান তার মর্যাদা! পঞ্চাশোর্ধ বয়সের অধিকারী।

---

[৪৫] দারেমি-২/২২৬০, তিরমিযি-৩৮৯৫, ইবনে হিব্বান-৯/৪১৭৭।
ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান, গরিব ও সহিহ আর আলবানি সহিহ বলেছেন। (আস-সহিহাহ-২৮৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

—কেননা তিনি আয়েশার সাথে বাসর করেছেন জীবনের ৫৩ টি বছর চলে যাওয়ার পর—

আর এই বয়সে এসে তিনি স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও দিচ্ছেন।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আরও একটি বর্ণনা এভাবে এসেছে যে, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সাথে কোনো এক অভিযানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি তার সাথীদেরকে বললেন, 'এগিয়ে যাও'। সাহাবিরা এগিয়ে গেলে তিনি বললেন, 'আয়েশা, এসো! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা দিই!'

সুবহানাল্লাহ! প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করেছেন কি? কি দারুণ ঘনিষ্ঠতা! কত উত্তম সম্পর্ক! কী অনাবিল সুখ এই ভালোবাসায়!

তার সাথে সাহাবাদের একটি জামাত। তারপরেও তাদেরকে বললেন, এগিয়ে যেতে। আচ্ছা, তিনি কেন এমনটি করলেন? কারণ তো একটাই—তিনি আয়েশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দেবেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন :

فَسَبَقْتُهُ وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ

"আমি তখন মেদহীন ছিলাম। তাই আমি এগিয়ে গেলাম।

অর্থাৎ, তিনি তখন বেশ ছোট ছিলেন।

এটাতো জানা কথা যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে ঘরে নিয়ে আসেন, তখন তার বয়স ছিল নয় বছর।

তিনি আরও বলেন :

ثم سابقته بعد ما حملت اللحم، فسبقني، فضحك، فقال، هذه بتلك يا عائشة!

এরপর আমার শরীরে মেদ বেড়ে একটু মোটা হওয়ার পর আবার একদিন তার সাথে প্রতিযোগিতা দিলাম। এবার তিনি এগিয়ে গেলেন।[৪৬]

---

[৪৬] আহমাদ-৬/২৬৪, নাসায়ি-৫/৮৯৪৪, বায়হাকি-১০/১৭। আলবানি এটিকে সহিহ বলেছেন। (প্রাগুক্ত)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তখন তিনি হেসে হেসে বললেন, 'আয়েশা, এটা তোমার আগের প্রতিযোগিতার বদলা।'

অন্য বর্ণনায় আছে, দ্বিতীয়বার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক সফরে ছিলেন। এবারও তিনি তার সাথীদেরকে এগিয়ে যেতে বলে আয়েশাকে বললেন, 'আয়েশা, এসো দৌড় প্রতিযোগিতা দিই।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো মোটা হয়ে গেছি।' (অর্থাৎ দিতে পারব না) রাসুলুল্লাহ আাবার বললেন, 'আরে এসো তো।'

এরপর তারা প্রতিযোগিতা দিলেন। রাসুল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স তখন ছিল ৬০ বছর।

আমরা নির্দিষ্ট করে বলছি না যে, তার বয়স তখন ৬০ ছিল। কিন্তু একথা তো নিশ্চিত যে তিনি তখন বেশ বয়স্ক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, 'আমি তো মোটা হয়ে গেছি।'

যা-ই হোক, তারপর উভয়ই দৌড় দিলেন। এবার রাসুল জিতে গেলেন। তারপর তিনি হেসে হেসে বললেন, 'আয়েশা! এটা আগের বারের উত্তর।'

হেরে যাওয়ার কারণে আয়েশা মনে কষ্ট পেতে পারেন—এ বিষয়টি তিনি ভোলেননি। তাই এই কথা বলে তিনি আয়েশার মন খুশি করে দিলেন।

হ্যাঁ ভাই! এটাই সুসম্পর্ক। এমন সুসম্পর্কই দাম্পত্যজীবনে সুখ নিয়ে আসে। উম্মতের এমন কঠিন যিম্মাদারি ও ফিকির থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু এই উত্তম সম্পর্ককে পাশ কাটিয়ে যাননি।

কত না ভালো হতো, যদি আজকেও স্বামী তার স্ত্রীর জন্য, পিতা তার সন্তানদের সাথে খেলার এবং তাদের মন রাখার জন্যে কিছুটা সময় বের করত।

আমাদের একজন বড় ব্যক্তিত্ব। সত্তরের ওপর বয়স। তিনি সপ্তাহে একটি দিন সন্তানদের জন্য অবসর হয়ে, আলাদা করে রাখতেন। সেদিন তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে বের হতেন, তাদের সাথে খেলতেন, পিঠে চড়াতেন—আনন্দ-উল্লাস করতেন।

আচ্ছা বলুন তো, এত বছর বয়সেও কিভাবে এটা সম্ভব হলো?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হ্যাঁ, সম্ভব হয়েছে, কারণ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করেছেন।

প্রিয় ভাই, আপনি কি মনে করেন, এমনটি করার পরেও পরিবারের অশান্তি দূর হবে না?

এক ব্যক্তি যখন পুরো একটি দিন তার পরিবারকে দেয়, এতে তাদের অন্তরে আনন্দের জোয়ার আসে। এই একটি দিনের মাধ্যমে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোও তাদের আনন্দে কেটে যায়। তারা এই দিনটির-ই অপেক্ষায় থাকে।

এটা তো ঘরে সুখ আনার অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু হায়! আমরা এখনো গাফেল রয়েছি।

আমাদের কেউ কেউ বড় গর্ব করে বলে, আমি তো শায়েখ। আমি টিচার! আমি তো মাসজিদের ইমাম! আমি এই, আমি সেই! কিভাবে বাচ্চাদের সাথে খেলব? কি করে স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দেব? আমার দ্বারা কি এগুলো মানায়! এসব আমার সাথে যায় না।

ভাই, দেখুন! আপনি এমন ভাবছেন। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করেছেন। এটা সুখ-শান্তি আসার অন্যতম উপকরণ। এর কোনো বয়স নেই।

কিছু লোক এমন আছেন, তাদেরকে যখন আমি এই ব্যাপারে বলি, তারা উত্তরে বলেন, 'আরে এগুলো তো যুবকদের জন্য। আমি তো এখন বুড়ো হয়ে গেছি। আমার চুল দাড়ি পেকে গেছে।'

কী আশ্চর্য! তারা এমনটি বলে। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতোটা বয়সেও এ বিষয়ে গাফেল ছিলেন না।

প্রিয় পাঠক, বয়স বেশি হয়ে গেলেও আমরা যেন এ বিষয় থেকে গাফেল না থাকি! অন্তত পরিবারের সুখের প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রী-সন্তান কেউই যাতে এ-ব্যাপারে উদাসীন না হই!

মানুষ সুখের কাঙাল। আমি তো বলব, মানুষ বয়স্ক হলে, একটুখানি সুখের জন্য পাগল হয়ে যায়। সুতরাং মনে রাখবেন, এটাই সে সুখ প্রাপ্তির অন্যতম পথ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘরের কাজে সহযোগিতা করতে হবে

ঘরের ভেতর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চালচলন বর্ণনা করতে গিয়ে আম্মাজান আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন :

كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ فَصَلَّى

> তিনি ঘরে থাকাকালীন সাংসারিক কাজ করতেন। তারপর যখন নামাজের সময় হতো, নামাজের জন্য চলে যেতেন।[৪৭]

প্রিয় পাঠক, ভেবেছেন কি?

তিনি তো আল্লাহর মহান রাসুল! গোটা জাতির নেতা। এমন রাসুল আর নেতা হয়েও ঘরে থাকাকালীন তিনি ঘরের কাজ করতেন।

আসলে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। স্ত্রী যখন দেখবে স্বামী তার সাথে ঘরের কাজ করছে, ঘরের কাজে তাকে সাহায্য করছে; তখন তার অন্তরে খুশির ঢেউ খেলবে। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে তার হৃদয়সত্তা। হ্যাঁ, পারিবারিক সুখের এটিও অন্যতম মাধ্যম।

ইনসাফ হবে সবার সাথে

পরিবারে সুখ আসার আরেকটি মাধ্যম হলো, সন্তানদের সাথে ইনসাফের আচরণ করা। তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা! ভাগ বাটোয়ারায়, কথাবার্তায় কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য না দেওয়া।

এই সমতার আচরণ তাদের অন্তরগুলোকে এক করে। তাদের মাঝে সমন্বয় সৃষ্টি করে।

সন্তানরা যখন দেখবে তাদের পিতা তাদের সবাইকে এক চোখে দেখেন, সবার সাথে কথা বলেন, সবার সাথেই হাস্যরস করেন।

এতে তারা সবাই পিতার কাছে এক হয়ে থাকবে। পক্ষান্তরে পিতা যদি সন্তানদের মাঝে বৈষম্য করেন। তাহলে সন্তানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হবে—তারা একে অন্যের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবে।

---

[৪৭] বুখারি-৫৩৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাদিসে এসেছে, বশির ইবনে সাদের স্ত্রী একবার তাকে বললেন, আমার ছেলেকে একটি গোলাম উপহার দিন। আর এ-ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রাখুন।

স্ত্রী চাচ্ছিল, তার ছেলেকে বাড়তি কিছু দেওয়া হোক এবং এ-ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রাখা হোক।

নুমান ইবনে বশির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي، وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ

তারপর তিনি আল্লাহর রাসুলের কাছে এসে বললেন, 'অমুকের মেয়ে চাচ্ছে, আমি যেন তার ছেলেকে একটি গোলাম হাদিয়া দিই এবং এ-ব্যাপারে রাসুলকে সাক্ষী রাখি।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন? তার কি আরও ভাই আছে?'

'জি।'

রাসুল বললেন, 'তাকে যেমন দেবে বাকিদেরও কি তেমন দেবে?'

আমি বললাম, 'না।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না, তাহলে এটা ঠিক হবে না। আর আমি সত্য ও সঠিক ছাড়া অন্য কিছুর সাক্ষী হব না।'[৪৮]

হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, বশির রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল তার এক ছেলেকে দিতে চেয়েছিলেন—অন্যদেরকে নয়। উপরন্তু তাকে দেওয়ার নির্দিষ্ট কোনো কারণও ছিল না। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, 'এটা ঠিক নয়, আর আমি এধরণের না-হক কাজের সাক্ষী হই না।'

[৪৮] মুসলিম-১৬২৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্য বর্ণনায় এসেছে :

لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ، إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ

এমন অবিচারের ক্ষেত্রে তুমি আমাকে সাক্ষী বানিয়ো না! কেননা সমতা ও ইনসাফের আচরণ পাওয়া তোমার কাছে তোমার সন্তানদের অধিকার।[৪৯]

সুতরাং বোঝা গেল, সন্তানদের মাঝে ন্যায় ও সমতার আচরণ করাও পরিবারে সুখ আসার অন্যতম মাধ্যম।[৫০]

পরস্পরে সুধারণা পোষণ অপরিহার্য

স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে হবে। স্বামী তার দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর প্রতি সর্বদা সুধারণা পোষণ করবে। স্ত্রী যদি কখনো ভুল করে ফেলে, তাহলে সেটাকে যথাসম্ভব অন্য কোনো ভাল দিকে নেবে এবং ভাল দিক থেকেই এটাকে গ্রহণ করবে। এই ভালো সাইড গ্রহণের মাধ্যমে সে সুখে থাকতে পারবে।

স্ত্রীর অপরাধ যদি এতটাই মারাত্মক হয় যে, ভালো দিকে নেওয়ার কোনো পথ নেই। তখন মনে করবে এটা একজন বুঝবান মানুষের পদস্খলন হয়েছে মাত্র—তবুও এটা কে পাত্তা দিবে না।

এভাবে স্ত্রীও স্বামীর প্রতি সর্বদা সুধারণা রাখবে। স্বামীর সব কাজকে যথাসম্ভব ভালোর দিকে প্রয়োগ করবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভুলগুলোকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে। বস্তুত নারী বা পুরুষ উভয়ের জন্যই এটা মহৎ এক গুণ।

---

[৪৯] আবু দাউদ-৩৫৪২, আহমাদ-৪/২৬৯।

[৫০] আমাদের সমাজের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাবো, ভাইয়ে ভাইয়ে যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঝগড়া-ফাসাদ হয়, এর বেশিরভাগের কারণ হলো হয়ত পিতা-মাতা কাউকে সম্পত্তির কিছু অংশ লিখে দিয়েছেন, নয়ত তারা চালাকি করে কিবা ধোঁকা দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। (অনুবাদক)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পর্ক হবে সহযোগিতার

ভালো কাজে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য একে অপরকে সাহায্য করতে হবে। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর এ ব্যাপারে পূর্ণ সজাগ থাকা অপরিহার্য। পিতা-মাতাকেই সন্তানদের ভালো স্বভাবগুলো গড়ে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে।[৫১]

ঘরের মধ্যে যখন এই পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সুখ আসবে। শান্তি আসবে।

প্রিয় পাঠক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত এমন একটি বিষয় নিয়ে আমার সাথে ভাবুন তো; যেই বিষয়ে রয়েছে দুনিয়ারদারদের জন্য-ও উপভোগ্য স্বাদ। তিনি বলেন :

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ. رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন, যে ব্যক্তি রাতে উঠে সালাত আদায় করে। স্বীয় স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও নামাজ আদায় করে। আর যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।

আল্লাহ দয়া করেন সেই স্ত্রীলোকের প্রতি, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায়; ফলে সেও সালাত আদায় করে।

যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।[৫২]

---

[৫১] মায়েদা-২।

[৫২] আবু দাউদ-১৩০৮, নাসায়ি-১৬১০, ইবনে মাযাহ-১৩৩৬, আহমাদ-২/২৫০, ইবনে খুযাইমা-২/১১৪৮, ইবনে হিব্বান-৬/২৫৬৭, হাকেম-১/১১৬৪।
হাকেম এটিকে মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ বলেছেন। আর আলবানি এর সনদকে সহিহ বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেখেছেন, কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করার কত সুন্দর দৃষ্টান্ত—

স্বামী রাতে উঠে নফল নামাজ আদায় করবে। পাশাপাশি স্ত্রীকেও এ-কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে দেবে না; বরং জাগিয়ে দেবে। যদি উঠতে না চায়, তখন তাকে উঠানোর জন্য তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেবে।

তদ্রূপ স্ত্রীও এমনটি করবে। রাতে উঠে নফল নামাজ আদায় করবে এবং স্বামীকেও জাগিয়ে দেবে। সে উঠতে না চাইলে মুখে পানি ছিটিয়ে দেবে।

এটা তো এমন এক পরিবারের পবিত্র চিত্র, যাতে রয়েছে কল্যাণকর কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রচলন। ফলে সেখানে সুখ আসবে। আনন্দ আসবে।

আর যদি পারস্পরিক সহযোগিতার চর্চা সেখানে আগে থেকে না থাকে, তাহলে তারা কেবল আগ্নেয়গিরির মত জ্বলে উঠবে। সুখ আর আসবে না!

তাই প্রয়োজন, নেক ও কল্যাণকর কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার চর্চা করা। এমন একটি পরিবেশ তৈরির প্রয়াস চালানো।

সালেহিনের পথ অনুসরণ করুন

পরিবারে সুখ শান্তি আসার আরেকটি উপকরণ হলো, পুরুষ তার সংসারের যাপিত জীবনে পূর্ববর্তী সালেহিন বা সুসংবাদপ্রাপ্ত সৎকর্মশীলদের পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করবে। তাদের জীবনী পড়ে তাদের সাংসারিক সৌন্দর্যগুলো নিজের পরিবারে চর্চা করার চেষ্টা করবে।

স্বামীকে হতে হবে সৎ ও প্রশংসনীয় চরিত্র সম্পন্ন একজন ভালো মনের অধিকারী। সন্তান ও স্ত্রীর সাথে সহজ ও কোমল আচরণকারী। তাদের সাথে হতে হবে দয়ার্দ্র ও নম্র মনোভাবের একজন খাঁটি মানুষ।

কারণ কোমলতা ও নমনীয়তা যে কোনো বস্তুকেই সুন্দর করে তোলে। আর যেখান থেকে কোমলতা উঠিয়ে নেওয়া হয় তা ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকে। স্বামী তাদের ওপর তাদের সাধ্যের বাইরে বাড়তি কিছু চাপিয়ে দেবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের থেকে প্রকাশিত বৈরী আচরণ বরদাশত করতে নিজেকে সদা প্রস্তুত রাখবে। স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো অপছন্দনীয় আচরণের সম্মুখীন হলেও নিজেকে এটা-ওটা বলে, তার অন্যান্য ভালো দিক স্মরণ করে সান্ত্বনা দিবে।

তদ্রূপ সন্তানের মধ্যে কোনো ভুল দেখলে, তার ভাল দিকগুলো স্মরণ করে অন্তরকে প্রবোধ দেবে। এর ফলে একদিকে সে নিজেও যেমন দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হবে না, তেমনি পরিবারকেও সে সাগরে ভাসতে দিবে না।

কোনো ব্যক্তি সালেহিনের জীবনালেখ্য পড়ে তার অনুসরণ নিজের জন্য আবশ্যক করে নিলে সে বুঝতে পারবে যে, মহিলারা দুর্বল জাতি। তাকে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে নিয়েছে। সুতরাং সে তখন তার ওপর অত্যাচার করবে না। বাইরের ফাসাদ থেকে তাকে গোপন করে রাখবে এবং স্ত্রীর গোপনীয় বিষয়গুলো কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ، يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

> কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে সে, যে নিজের স্ত্রীর সাথে পরস্পরে মিলিত হয়ে। পরবর্তী সময়ে এর গোপনীয়তা প্রকাশ করে বেড়ায়।[৫৩]

নেককারদের পথে চলার দরুন ব্যক্তির মাঝে এমন গুণের আবির্ভাব হবে যে, আবির্ভূত গুণের প্রভাবে সে তার পরিবারের সাথে হাসি তামাশা করবে। তাদের সাথে খেলাধুলা করবে। তাদের প্রতি যত্নবান হবে। কেননা সে তো দায়িত্বশীল।

প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে বা অন্য কোনো কারণে স্ত্রীকে বেদম প্রহার করা যাবে না। হ্যাঁ, তাকে ঠিক করার জন্য বা তাকে সতর্ক করা এবং তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সামান্য মারতে পারে। যাতে স্ত্রীও বুঝতে পারবে যে, তাকে সতর্ক করার জন্যই স্বামী এমনটি করছেন। আর যদি তা না হয়, বরং

---

[৫৩] মুসলিম-১৪৩৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
রাগে-ক্ষোভে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে তাকে প্রচণ্ডরকম মারধর করে তাহলে সুখ নামক পাখিটি ঘর থেকে পালিয়ে যাবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

তোমাদের কেউ যাতে তার স্ত্রীকে গোলামের মতো প্রহার না করে। কেননা দিনের শেষে তো আবার তার সাথেই মিলিত হবে।[৫৪]

মনে রাখবেন, স্ত্রীকে মারধর করলে তার মন সংকীর্ণ হয়ে যায়, ফলে সেখানে আর সুখের স্থান হয় না।

নেককারদের পথে যে ব্যক্তি চলবে সে অবশ্যই স্ত্রীর আল্লাহ-প্রদত্ত অধিকার নিশ্চিত করবে। সে তার স্ত্রীকে গালি দেবে না। তার সাথে বা তার পরিবারের সাথে খারাপ আচরণ করবে না। তাকে অভিসম্পাত করবে না এমনকি তার পরিবারকেও না।

কারণ সে তখন জানবে, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, স্ত্রীদের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য রয়েছে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

তুমি যখন খাবে তাকেও খাওয়াবে। তুমি যখন কাপড় পরিধান করবে, তাকেও করাবে। তার মুখে আঘাত করবে না। তাকে কটু কথা বলবে না। আর তাকে তোমার বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও থাকার সুযোগ দেবে না।[৫৫]

---

[৫৪] বুখারি-৫২০৪।

[৫৫] আবু দাউদ-২১৪২, ইবনে মাযাহ-১৮৫০, ইবনে হিব্বান-৯/৪১৭৫, হাকেম-২/২৭৬৪, আহমাদ-৪/৪৪৬,৪৪৭।
হাকেম এই হাদিসকে সহীহ বলেছেন। আর যাহাবি ও আলবানিও এব্যাপারে সহমত পোষণ করেছেন। আল-ইরওয়া-২০৩৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সব বিষয়ে স্ত্রীর সাথে কড়া কড়া ব্যবহার করা যাবে না। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

তোমরা নারীদের ব্যাপারে উত্তম উপদেশ গ্রহণ করো। কারণ নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা।

সুতরাং তুমি যদি সেটা সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙে যাবে। আর যদি এমনি ছেড়ে দাও তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদের সাথে কল্যাণমূলক কাজ করার উপদেশ গ্রহণ করো।[৫৬]

পূর্ববর্তী সালেহিনের পথ-পদ্ধতি নিজের জন্য আবশ্যক করে নিলে ঘরে সুখ আসবে। পরিবার তখন হবে প্রভূত কল্যাণের আধার।

এক্ষেত্রে স্ত্রীকেও সালিহাত বা নেককার রমণীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হতে হবে।

তাহলে সেও স্বামী ও পরিবারের হককে মহান দায়িত্ব মনে করে আদায় করবে। কারণ নেককার রমণীদের জীবনীর ওপর দৃষ্টি দিলে সে জানতে পারবে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর জন্য স্বামীর অধিকারগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তার ওপর স্বামীর মহান দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমার এ-বিষয়ে 'স্বামী স্ত্রীর অধিকার' শিরোনামে একটি লেকচার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে এ বিষয়ে রাসুল থেকে বর্ণিত সকল হাদিস একত্রিত করেছি।[৫৭]

---

[৫৬] বুখারি-৩৩৩১, মুসলিম-১৪৬৮।

[৫৭] আলোচনাটি বক্ষমাণ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যদি সুন্নাহ প্রদর্শিত সেই হকগুলোর প্রতি যথাযথ আমল করা হয় তাহলে এটি সুন্দর ও সুখী একটি পরিবারের জন্য বড় মাধ্যম হবে।

প্রিয় ভাই, আলোচনা দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না! পরিবারের সুখ শান্তি আসার কয়েকটি উপায় উপকরণ নিয়ে আলোচনা করলাম।

এগুলো আমি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ থেকে চয়ন করেছি মাত্র। আমরা যেন এর ওপর আমল করতে পারি সেই আশায়।

এগুলো যেন আমরা অপরকে শেখাতে পারি এবং এর প্রচার প্রসার করতে পারি। এর মাধ্যমে যাতে পরিবারে আসে স্থিতিশীলতা ও শান্তি। শয়তানকে বিতাড়িত করতে পারি আমাদের ঘরগুলো থেকে!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে আলোচনার ইতি টানছি! আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক যাবতীয় বস্তু ঘর থেকে বের করতে হবে।

আল্লাহর শপথ করে বলছি! অশান্তি আর দুর্ভোগের এটি অন্যতম বড় কারণ যে, আমরা আমাদের ঘরকে এমনসব বস্তু দ্বারা ভরে ফেলেছি যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে। এখন কেউ যদি মনে করে এগুলোই প্রকৃত শান্তির উপকরণ। তাহলে ভাই, তাদেরকে বাদ দিয়ে আমাদের উচিত আমাদের ঘরগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া। যদি সেখানে আল্লাহর নারাজিমূলক কিছু পাই, তাহলে অবশ্যই সেগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে।

ইনশাআল্লাহ এতে করে আমাদের ঘরগুলোতে সুখেরা ডানা মেলে উড়বে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য

পূর্বকথন

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ! অন্তরে আল্লাহকে সেইভাবে ভয় করো, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। সাবধান অন্য কোনো অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে; বরং এমন অবস্থায় যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম।[৫৮]

আরো ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে লোকসকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় করো। যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে। এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার উসিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাকো এবং আত্মীয়দের অধিকার খর্ব করাকে ভয় করো। নিশ্চিয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ রাখছেন।[৫৯]

---

[৫৮] আলে ইমরান-১০২।
[৫৯] নিসা- ১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য-সঠিক কথা বলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি শুধরে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের অনুসরণ করে সে মহাসাফল্য অর্জন করল।[৬০]

প্রিয় পাঠক, আমরা আজ পরিবারকেন্দ্রিক একটি মহান বিষয়কে সামনে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। পরিবার হলো সমাজের ক্ষেত্রে দেহের জন্য প্রাণের মতো। অন্তর সুস্থ থাকলে যেমন শরীর সুস্থ থাকে, অন্তর রুগ্ন হলে যেমন শরীর রুগ্ন হয়, তেমনি পরিবার ঠিক থাকলে সমাজ ঠিক থাকে। পরিবারে অস্থিরতা বিরাজ করলে সমাজ অস্থির হয়ে যায়।[৬১]

সুতরাং, নিঃসন্দেহে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় খুবই গুরুত্বের দাবী রাখে। এটাতো মানুষের শান্তির সাথে সম্পর্কিত। মানুষের হৃদয়ে যখন শান্তি আসে, তখন তার যাপিত জীবনে স্থিরতা বিরাজ করে। তার ইবাদত হয় সঠিক, সে নামাজে হয় বিনয়ী, সিয়ামে হয় উদ্যোমী—ইবাদতের পথ হয় উদ্ভাসিত।

জ্ঞান-সন্ধানী একজন মানুষের জন্য এটাতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, এই বিষয়টি স্বামী-স্ত্রী, যুবক-যুবতী বা বিবাহ করতে ইচ্ছুক অভিভাবকদের জন্য রীতিমতো৯ চিন্তা ও পেরেশানির কারণ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটা এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে গোটা সমাজ আজ চিন্তিত। অথচ এর সমাধানে আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাতে পর্যাপ্ত বিবরণ এসেছে।

নিশ্চয় ইসলাম জগতবাসীর জন্য রহমত, কল্যাণ, সুখ, সৌভাগ্য ও পরিশুদ্ধির ধর্ম। দুনিয়া ও আখেরাতে, সর্বস্থানে, সর্বকালে মানুষের উপকারী যাবতীয় বিষয় নিয়ে এ ধর্মের আগমন ঘটেছে।

---

[৬০] আহযাব-৭০-৭১।

[৬১] বুখারী-৫২, মুসলিম-১৫৯৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত এই ধর্ম ব্যতীত মানুষের সুখ অসম্ভব।

আল্লাহ তাআলা যে বিষয়গুলোর আদেশ করেছেন তাতে রয়েছে মানুষের জন্য অগণিত কল্যাণ। আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তাতে রয়েছে সীমাহীন ক্ষতি।

ইসলাম মানুষের জীবন যাপনের যাবতীয় দিককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এক্ষেত্রে, এমন কোনো দিক নেই যে ব্যাপারে ইসলামে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এর মধ্যে একটি হলো সামাজিক বন্ধন ও সমাজের পরিশুদ্ধতা।

সমাজের স্থিরতা যেহেতু পরিবারের স্থিরতার ওপর নির্ভর করে আর পারিবারিক সুখ নির্ভর করে দাম্পত্য জীবনের সাথে, তাই ইসলাম দাম্পত্য জীবনের খুটিনাটি বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

বিবাহের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বিবাহের আদেশ করতে গিয়ে ইরশাদ করেন :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয়, দুই দুইজন, তিন তিনজন, অথবা চার-চারজনকে বিবাহ করো। অবশ্য যদি আশংকা করো যে তোমরা তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে এক স্ত্রীতে ক্ষান্ত থাকো।[৬২]

আবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যুবকদের উদ্দেশে বলেন :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

হে যুবকের দল, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন তা করে নেয়। কারণ তা দৃষ্টি অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী।[৬৩]

---

[৬২] নিসা-৩।

[৬৩] বুখারি-৫০৬৬; মুসলিম-১৪০০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রিয় ভাই, বিবাহে রয়েছে অন্তরের শান্তি। বিবাহ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি এবং লজ্জাস্থানের নিয়ন্ত্রণ উপায়। বিবাহ হলো সম্পদ ও সম্মানের রক্ষক এবং দৃষ্টি অবনতকারী। এতে রয়েছে ব্যক্তি ও গোটা সমাজের যাবতীয় কল্যাণ। এছাড়াও এতে রয়েছে নানান গুণ ও অনন্য সব বৈশিষ্ট্য।

বিবাহ হলো উম্মতে মুহাম্মদী বংশ বিস্তারের মাধ্যম। এর মাধ্যমে কিয়ামতের দিন আমাদের নবী অন্যান্য সকল উম্মতের সামনে গর্ব করবেন। তাছাড়া বিবাহ হলো মানব জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপলক্ষ।

বিবাহ হলো সমাজের প্রতিটি সদস্যের মাঝে পারিবারিক সহায়তা ও সম্প্রীতি রক্ষার পথ। এর মাধ্যমে আত্মার মাঝে বন্ধন সৃষ্টি হয়। পরস্পরের দূরত্ব কমে আসে। এমন কত পরিবার আছে যারা একে অপরকে চেনে না। কিন্তু বৈবাহিক খাতিরে তারা এতটাই কাছে চলে আসে—যেনো তারা একই পরিবার।

মোটকথা বিবাহ মানেই সমূহ কল্যাণের আধার। সামাজিক সুখ এর ওপরই নির্ভর করে। আর এই কারণে স্বামী স্ত্রীর মাঝে মিল-মুহাব্বত সৃষ্টির যাবতীয় উপকরণ ইসলাম দিয়েছে। কেননা, ইসলামে বিবাহ হলো ভালোবাসা, অনুরাগ, হৃদয়ের শান্তি ও আত্মার প্রশান্তির-ই অপর নাম।

ইসলাম ধর্মে বিবাহ শুধুমাত্র দু'টি সত্তার মাঝে সৃষ্ট নিছক বন্ধন নয়; বরং এটি এমন এক বন্ধন, একজন মুসলিম এটা জেনেই বিবাহ সম্পাদনে আগ্রহী হয় যে, এই বিবাহের চাওয়া হলো ভালোবাসা, স্থিরতা ও উভয় পক্ষে আনন্দের সৃষ্টি করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

তার এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।[৬৪]

মানুষ যদি বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলে, তাহলে অবশ্যই তাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। ঘরের মধ্যে সুখের দোলা বয়ে যাবে। পরিবেশও এ দোলায় হবে আন্দোলিত।

---

[৬৪] আর-রুম-২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ-জন্য ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর জন্য এমন কিছু হক নির্ধারণ করেছে, যার বাস্তবায়নে ইসলাম তাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও প্রেমময় জীবনের গ্যারান্টি প্রদান করে।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্যের কয়েকটি স্তর

প্রিয়,

দাম্পত্য জীবনের সাথে সম্পর্কিত হকসমূহ কয়েকটি সময়ে বিভক্ত :

১. বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে

২. প্রস্তাব দেওয়ার সময়

৩. বিবাহের সময়

৪. দাম্পত্য জীবনে।

বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা উচিত

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পদ্ধতি ও মাপকাঠি

এই নির্বাচন পদ্ধতি হবে দ্বীনদারী, যোগ্যতা ও সচ্চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে।

সুতরাং একজন পুরুষ কোনো নারীর প্রতি তার দ্বীনদারী, যোগ্যতা ও সচ্চরিত্রের কারণে আগ্রহী হবে। অদ্রূপ মহিলাও একজন পুরুষকে তার যোগ্যতা, সচ্চরিত্র ও দ্বীনদারির বিচারে নির্বাচন করবে।

কেননা, এটি হলো কল্যাণ ও সৌভাগ্যের মূল ভিত্তি। যার ভেতর দ্বীন নেই তার ভেতর কোনো কল্যাণ নেই। দ্বীন ছাড়া সৌভাগ্যের অন্যান্য সকল উপাদানও যদি তার মাঝে বিদ্যমান থাকে, তবুও সেখানে সুখ আসবে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, ও যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন।[৬৫]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইলমকে যদিও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ বানিয়েছেন কিন্তু এর সাথে ঈমান থাকতে হবে সেটাও বলে দিয়েছেন। কেননা ঈমান তথা দ্বীন ছাড়া কল্যাণ আসবে না। ফলাফল দাঁড়ালো, দ্বীন না থাকলে কল্যাণ আসবে না; চাই তার মাঝে সুখের অন্যান্য কারণ বিদ্যমান থাকুক না কেনো। দ্বীন ছাড়া সৌন্দর্য, সম্পদ কিংবা বংশ মর্যাদা কোনো উপকারে আসবে না।

হ্যাঁ; দ্বীনের সাথে সচ্চরিত্রও অত্যাবশ্যকীয়। কেননা, দাম্পত্য জীবনের পথ অনেক দীর্ঘ। সুদীর্ঘ এই পথে রয়েছে অনেক চাওয়া পাওয়া। যা সঠিকভাবে প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন এই দ্বীন ও সচ্চরিত্রের।

প্রিয় ভাই,
বিবাহটা হঠাৎ হয়ে যাওয়ার মতো তুচ্ছ কোনো বিষয় নয়। এটা একটি স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক বন্ধন—তাই উচিত ধীরে-সুস্থে সর্বদিক বিবেচনা করে এ-কাজ সম্পাদন করা।

মানুষ ঘরে এসে বাইরের বিষয়গুলোকে পরিত্যাগ করে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে ঘনিষ্ট সময় যাপন করে। উভয়ে উভয়ের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করে। দম্পতির মাঝে দ্বীন আর উত্তম চরিত্র না থাকলে এ-বিষয়গুলো ভালোবাসা ও সৌভাগ্যের দীপ্তির সাথে নতুনত্ব নিয়ে টিকে থাকবে না।

প্রিয়,
প্রতিটি বস্তুই অধিক মেলামেশার দ্বারা এক সময় শুকিয়ে যায়। নিস্তেজ হয়ে যায়। কিন্তু দ্বীন ও সচ্চরিত্রের বিষয়টি ভিন্ন। এগুলো সতেজ ও সজীব হয়ে বাকি থাকে। এগুলো একটি প্রাণের মাঝে সুখ ও শান্তির নতুন নতুন জোয়ার সৃষ্টি করে।

এ-কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

[৬৫] মুজাদালাহ-১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাধারণত চারটি বিষয় দেখে মেয়েদের বিবাহ করা হয়, তার সম্পদ দেখে, বংশীয় কৌলিন্য দেখে, সৌন্দর্য দেখে এবং দ্বীনদারি দেখে। অতএব তুমি দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দাও! নচেৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৬৬]

ধার্মিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন :

لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ

তোমাদের প্রত্যেকের শুকরগুজার অন্তর ও যিকিরকারী জিহ্বা হওয়া উচিত। আর এমন মুমিনা স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত যে তার আখেরাতের কাজে সহায়তা করবে।[৬৭]

হাদিসের ভাষ্যমতে তিনটি জিনিস যখন আপনার অর্জিত হবে, তখন যাবতীয় সুখ আপনার কাছে ধরা দেবে। যথা :

১. কৃতজ্ঞচিত্ত।

১. যিকিরে রত জিহ্বা।

২. নেক ও ধার্মিক স্ত্রী যে আপনাকে আখেরাতের কল্যাণে সহায়তা করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

সারা দুনিয়াই একটি সম্পদের মতো। আর এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে একজন নেক স্ত্রী।[৬৮]

কোনো এক কবি বলেছেন :

---

[৬৬] বুখারি-৫০৯০, মুসলিম-১৪৬৬।

[৬৭] তিরমিযি-৩০৯৪; আহমাদ মানসুর ইবনে মুতামিরের সুত্রে-৫/২৭৮; ইবনে মাযাহ-১৮৫৬। ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। আলবানি তার কিতাবে এই হাদিসের শাহেদও উল্লেখ করেছেন।-আস-সহিহাহ-২১৭৬।

[৬৮] মুসলিম-১৪৬৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ليس الفتاة بمالها وجمالها.... كلا ولا بمفاخر الاباء

لكنها بعفافها وبطهرها... وصلاحها للزوج والابناء

ধন সম্পদ রূপ লাবণ্য বা পূর্ব পুরুষের গর্বে নয়
পূণ্যবদন সতী হলে তাকেই আসল নারী কয়—
সন্তানদের লালন-পালন, স্বামীর প্রেম-সোহাগী হয়।
সর্বদা যে থাকবে ব্যস্ত ঘরের পরিবেশে,
সুখে-দুখে রাখবে খবর, থাকবে তোমার পাশে।

পূর্বের বর্ণনাগুলোতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের জন্য নারী নির্বাচনের বেলায় যা করণীয় তা বলেছেন। তাহলে কি নারীদের জন্য কিছু বলেননি? অবশ্যই বলেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলার অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেছেন :

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

যখন তোমাদের নিকট এমন কোনো ব্যক্তি প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার চরিত্র ও দ্বীনদারিতে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তোমরা তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও। যদি তোমরা তা না করো, তবে তা পৃথিবীর মধ্যে বিপর্যয় ডেকে আনবে।[৬৯]

অভিভাবকরা যাতে মেয়ের পাত্র হিসেবে ধার্মিক ছেলেকেই নির্বাচিত করে। কাবার রবের কসম করে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন। কেউ যদি দ্বীনদার-চরিত্রবান ছেলের সাথে মেয়েকে বিবাহ না দেয়, তাহলে অবশ্যই সে ফেৎনায় পড়বে। ঝামেলা পোহাবে। কেননা বদদ্বীন ও দুশ্চরিত্রের অধিকারী ছেলের সাথে বিয়ে দিলে সে স্ত্রীকে জ্বালাতন করবে। তার কাছে হারাম জিনিস—যৌতুক ইত্যাতি তলব করবে।[৭০]

---

[৬৯] তিরমিযি-১০৮৪; ইবনে মাযাহ-১৯৬৭; আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। আস-সহিহাহ-১০২২।

[৭০] একটা কথা এখানে বলে দেওয়া জরুরি মনে করছি, মেয়ের তুলনায় ছেলের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হলেও মহরে মুআজ্জাল তথা মহর নগদ আদায় করতে পারে এই পরিমাণ সম্পদ ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেওয়ার সামর্থ থাকলেই 'কুফু ফিল মাল' তথা অর্থনৈতিক দিক থেকে সমতা পাওয়া গেছে বলে ধর্তব্য হয়। (অনুবাদক)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে লোকটা এতোটা বছর তার আদরের মেয়েকে সকল অবৈধ ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখলেন, তিনিই কিনা তাকে এমন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করবেন, যে তাকে হারাম কাজে লিপ্ত করবে!

হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী চির সত্য। যদি দ্বীনদার সৎচরিত্রবান ছেলে বাছাই না করা হয়, তাহলে নিশ্চিত মহা সমস্যার সৃষ্টি হবে। তারা ফেৎনায় পতিত হবে।

এক ব্যক্তি হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, অনেকেই আমার মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, কার সাথে আমি মেয়ে বিবাহ দেব? হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন :

زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها

> তোমার মেয়েকে তার সাথেই বিয়ে দাও, যে আল্লাহকে ভয় করে। এতে করে হবে কি, সে যদি তোমার মেয়েকে ভালোবাসতে পারে, তাহলে তাকে সম্মানে রাখবে। পক্ষান্তরে যদি তাকে ভালোবাসতে নাও পারে, তবুও তাকে কষ্ট দেবে না।[৭১]

হ্যাঁ, আল্লাহ যদি এমন পুরুষের অন্তরে সেই নারীর জন্য মোহাব্বত ঢেলে দেন তাহলে তো সে তার বধুকে সম্মানে রাখবে। তাকে ভালোবাসবে। আর (আল্লাহ না করুক) তিনি যদি তার অন্তরে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ নাও সৃষ্টি করেন, তবুও সে দ্বীনের খাতিরে হলেও স্ত্রীকে অপমান করবে না, তার ওপর অত্যাচার করবে না। পরিবারের নিকট তাকে ফিরিয়ে দেবে না; বরং তার সাথে যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করেই জীবন যাপন করবে।[৭২]

---

[৭১] ইবনে আবিদ দুনিয়া তার ইয়াল নামক গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেন।-১/১৭৩; ইবনুল কায়্যিম-১২৫।

[৭২] ফাতাওয়ায় উসমানির একটি ফাতওয়ার মাধ্যমে আশা করি পাঠকগণ উপকৃত হবেন। এর মাধ্যমে বুঝে আসবে স্বামী অসৎ চরিত্রের হলে একজন স্ত্রীর জীবনে কতটা দুর্দশা নেমে আসে।

এক পাকিস্তানী বোন তার অবস্থা জানিয়ে লিখছেন,

প্রশ্ন : আমার স্বামীর চরিত্র খুবই খারাপ। নানান অনৈতিক কাজে সে লিপ্ত। সেগুলোর বর্ণনা দেওয়াও আমার পক্ষে কষ্টদায়ক। সে সবসময় খারাপ মেয়ে আর মদ নিয়ে মত্ত থাকে। আমি নামাজ রোজা আদায় করি। আমি আর আমার সন্তানরা মিলে তাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে কোনোভাবেই তার স্বভাব থেকে ফিরতে প্রস্তুত নয়। সে চোখের ডাক্তার। আমার দুই ছেলেও ডাক্তার। সে হজে যাওয়ার কথাও ভাবে না। এমনকি আমি ছেলেদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাত্রীকে দেখে নেওয়া

কোনো ব্যক্তি বাস্তবিক পক্ষেই কোনো মহিলাকে প্রস্তাব দেওয়ার ইচ্ছা করলে, তার জন্য সেই মহিলাকে দেখা মুস্তাহাব। যাতে বিবাহের আকদ জেনে বুঝে হয়। স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার জন্য এটা খুবই কার্যকরী। আল্লাহর ইচ্ছায় বিবাহ হওয়ার পর মহিলা যখন জানতে পারবে, এই ব্যক্তি তো আমাকে দেখে আমাকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছে, তখন সেও তার স্বামীর প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠবে।

মুগিরা বিন শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম,

'আমি এক মহিলাকে প্রস্তাব দিতে চাই।'

اذهب فانظر إليها . فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

নিয়ে হজ্ব করব সেই অনুমতিও দিচ্ছে না। আমাদের টাকা-কড়ি, বাড়ি-গাড়ি সবই আছে, তবুও আমি বড় পেরেশানিতে দিনাতিপাত করছি।

আমি তাকে বলেছি, 'তুমি এসব অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে চাইলে আরেকটা বিয়ে করো।'

কিন্তু সে আমার কোনো কথাই শুনছে না। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে,

১. আমি তাকে ফিরিয়ে আনতে অনেক তদবির করেছি। তবুও তার ফেরার নাম নেই। আমার জন্য কি এমন কোনো তদবির করা জায়েয হবে?

২. স্বামীর অনুমতি ছাড়াই আমি কি ছেলেদের সাথে হজ করতে পারব?

৩. আমাকে এমন কোনো ওযিফা বলে দিন, যা পাঠ করলে সে সৎ পথে ফিরে আসবে। এবং আমার পেরেশানি দূর হবে।

উত্তর : আপনার পেরেশানি দূর হওয়ার জন্য হৃদয় থেকে আল্লাহর কাছে দুআ করি।

আপনি প্রত্যেক নামাজের পর নিম্নোক্ত দুআটি কমপক্ষে তিনবান পড়বেন :

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين اماما

আপনি যদি ফরয হজ করে থাকেন, তাহলে নফল হজের জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া যাওয়া বৈধ নয়। এক্ষেত্রে নিয়ত করার দ্বারাই আপনি ঘরে বসেই হজ ও ওমরার সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আর যদি আপনার ওপর হজ ফরজ হয়ে থাকে তাহলে ছেলেকে নিয়ে হজ করতে চাইলে আপনার স্বামী আপনাকে বাধা দিতে পারে না। বাধা দিলেও তার অনুমতি ছাড়া আপনি হজ করতে পারবেন।

[ফাতাওয়া নম্বর-৪৯/৪০১: ফাতাওয়ায়ে উসমানি-২/২০২] (অনুবাদক)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যাও! আগে তাকে দেখে নাও! কেননা এই দেখা তোমাদের মাঝে স্থায়ী ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

যখন তোমরা কোনো মেয়েকে বিবাহের ইচ্ছা কর তখন সম্ভব হলে তাকে দেখে নাও, যাতে বিয়ের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।[৭৩]

এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, তিনি একজন আনসারি মহিলাকে বিয়ে করতে চান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন :

أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فان في اعين الانصار شيئا

'তুমি কি তাকে দেখেছ?'

সে বললো, 'না দেখিনি।'

রাসুল বললেন, 'যাও তাকে দেখে নাও। কেননা আনসারি মহিলাদের চোখে (ক্ষুদ্রতা জাতীয়) রোগ হয়ে থাকে।[৭৪]

অর্থাৎ, আনসারি মহিলাদের এক চোখ সামান্য ছোট হতো। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাকে দেখে নাও। যাতে তার ব্যাপারে সব জানতে পারো।'

প্রিয় ভাই, পাত্রী দেখার এই বিষয়টি নির্জনে হতে পারবে না। কেননা, অনেক হাদিসে অপরিচিত মহিলার সাথে একাকি অবস্থানে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। পাত্রী দেখার সময় অবশ্যই মাহরাম সাথে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে একাকি দেখা করতে যাওয়ার বৈধতার ব্যাপারে কোনো দলিল নেই।

আমাদের জানামতে সমাজে দু'টি শ্রেণী আছে। কিছু ব্যক্তি এমন আছেন, যাকে কেউ যখন বলে, আমি আপনার মেয়ের পাণীপ্রার্থী। আল্লাহর শপথ, এ বিষয়ে আমি পূর্ণ সত্যবাদী। তাই আমি আপনার মেয়েকে দেখতে চাই। তখন সে ব্যক্তি বলে, আমাদের মেয়েকে (বিয়ের পূর্বে) দেখা যাবে না।

---

[৭৩] আবু দাউদ-২০৮২; আহমাদ-৩/৩৩৪,৩৬০; শায়েখ আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। সহিহাহ-৯৯।
[৭৪] মুসলিম-১৪২৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরেক শ্রেণী আছে, বিবাহে আগ্রহী কেউ তার কাছে আসলে সে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবশ্যই! নাও তাকে নিয়ে যাও! রেস্টুরেন্টে, পার্কে যেখানে খুশি নিয়ে যাও! একসাথে বসো! আলোচনা করো! পরস্পরকে জানো, বোঝো! একজন আরেকজনের স্বভাবের সাথে পরিচিত হও! এই ঘরে একাকি বসে কথা বলো! ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই উভয় শ্রেণীই নিন্দিত, তিরস্কৃত!

সঠিক ও মধ্যম পন্থা হলো সেটাই, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়েছেন। সুতরাং ছেলে মেয়েকে দেখবে, কিন্তু নির্জনে নয়। অবশ্যই মেয়ের সাথে তার ওলিদের কেউ থাকবে।

ছেলের জন্য জায়েয আছে, সে মেয়ের জন্য কোথাও অপেক্ষা করে তার অগোচরেই তাকে দেখে নেওয়া।

জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

> আমি বনি সালিমাহর এক রমনীকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করার পর গোপনে তার এমন কিছু দেখি, যা আমাকে তাকে বিবাহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে আমি তাকে বিয়ে করি।[৭৫]

মুহাম্মাদ ইবনে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا.

> আমি বনি সালিমাহ গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে, গোপনে খেজুর গাছের আড়াল থেকে তাকে দেখে নিই।[৭৬]

তাকে বলা হলো, আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি হয়ে একজন মেয়েকে তার অগোচরে কিভাবে দেখলেন?

উত্তরে তিনি বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

---

[৭৫] আবু দাউদ-২০৮২; আলবানি এটিকে হাসান বলেছেন, সহিহাহ-৯৯; ইরওয়া-১৭৯১।
[৭৬] ইবনে মাযাহ-১৮৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো পুরুষের অন্তরে কোনো মেয়েকে বিবাহ করার আগ্রহ ঢেলে দেন, তখন তার জন্য সেই মেয়েকে দেখাতে কোনো সমস্যা নেই।[৭৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আরো বলেছেন :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

যখন তোমাদের কেউ কোনো মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তখন তার অগোচরে, তাকে না জানিয়ে দেখতে কোনো সমস্যা নেই।[৭৮]

হ্যাঁ, প্রিয় ভাই, অবশ্যই মনে রাখতে হবে– আল্লাহর রাসুল এখানে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার শর্ত করেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এর বাইরে, কেবলমাত্র উপভোগ করার জন্য কিংবা পরীক্ষা করার জন্য কোনো মেয়েকে দেখা জায়েয হবে না। এই দেখা কেবল তখনই জায়েয হবে যখন সে প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয়ী হবে—অন্যথায় তা হারাম।

সুতরাং, পাত্রী দেখার জন্য শর্ত হলো, বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয় থাকা। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা চোখের খেয়ানত ও অন্তরের ভেদ সম্পর্কে খুব ভালো জানেন।

প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সরবরাহ করা

প্রস্তাব দেওয়ার সময় উভয়ের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো, ছেলে মেয়ে উভয়ের প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করা। রাসুল সা. বলেছেন :

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

পরস্পর বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি আলাদা হওয়ার আগ পর্যন্ত উভয়ের মাঝে খেয়ার বলবৎ থাকবে। যদি তারা উভয়ই তাদের চুক্তিতে সততা বজায় রাখে, তাহলে তাতে বরকত দেওয়া

---

[৭৭] ইবনে মাযাহ-১৮৬৪; আহমাদ-৩/৪৯৩।
উভয় হাদিসকে আলবানি সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। প্রাগুক্ত।
[৭৮] আহমাদ-৫/৪২৪; শরহু মাআনীল আছার-৩/৩৯৫৯; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহাহ-৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হবে। অন্যথায় তারা যদি কোনো কিছু গোপন করে বা মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে তা বরকতশূন্য করে দেওয়া হবে।[৭৯]

চিন্তা করুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে সম্পদের বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে এমন বলেছেন, তাহলে বিবাহের ক্ষেত্রে বিষয়টা কেমন হওয়া উচিত?

বিবাহ তো চিরস্থায়ী এক সম্পর্ক। সুতরাং নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে সকল তথ্য সত্য ও সঠিকভাবে বর্ণনা করতে হবে।

তাছাড়া, ছেলে বা মেয়ের প্রয়োজনীয় কোনো কিছু গোপন করা তো অপর পক্ষকে ধোঁকা দেওয়ার নামান্তর। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভূক্ত নয়।[৮০]

বিবাহের সময় উভয়ের ক্ষেত্রে যা লক্ষণীয়

মোহর হতে হবে সাধ্যের ভেতরে

দেনমোহরের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই বাড়াবড়ি করা যাবে না। মোহর আদায় করা যেন স্বামীর সাধ্যের বাইরে চলে না যায়। কেননা, দম্পতির মাঝে সুখ আসার একটি উপায় হলো, স্বামী যাতে ঋণের বোঝা ও পেরেশানি বহন না করে।

মোহর যদি স্বামীর সাধ্যের বাইরে হয়, তাহলে সে মনে করবে, যেই স্ত্রীর সাথে সে একই ছাদের নীচে বসবাস করছে, সে-ই তো তার সকল পেরেশানির কারণ।

খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন :

لا تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى
عند الله عز وجل كان أحقكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من نسائه أو زوج

---

[৭৯] বুখারি-২০৭৯; মুসলিম-১৫৩২।
[৮০] তিরমিযি-১৩১৫; মুসলিম (ভিন্ন শব্দে)-১০২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

بنتا من بناته بأكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن أحدكم اليوم
ليغلي بصدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول
كلفت إليك عرق القربة

হে লোক সকল, তোমরা মোহরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না। মোহরের আধিক্য যদি দুনিয়ার সম্মান কিবা আল্লাহর নিকট তাকওয়ার প্রতীক হতো তাহলে তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অধিক যোগ্য ও অগ্রগণ্য ছিলেন।

আমি জানি, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোনো স্ত্রীকে বা তার মেয়েদের বিবাহে বারো উকিয়ার বেশি মোহর ধার্য করেননি।[৮১]

আজ দেখছি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর প্রদানের ক্ষেত্রে এতটাই বাড়াবাড়ি করছ যে, এর কারণে কেউ তাদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করছ, কখনো এই অধিক মোহর স্বামীর ওপর এতোটাই বোঝা হয়ে দাঁড়ায় যে, বাধ্য হয়ে, ক্ষোভ চাপাতে না পেরে সে বলে উঠছে, আমি তোমার জন্য পানির মশক বহনে বাধ্য হয়েছি অথবা তোমার জন্য খেটে মরছি।"[৮২]

মোহর তাৎক্ষণিক আদায় করা উত্তম

আকদের সময় স্বামীর জন্য উচিত, যেই মোহরের ওপর তারা ঐকমত্য হয়েছে তা পরিপূর্ণ আদায় করে ফেলা—কোনো কমতি না করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

নারীদের খুশী মনে তাদের মোহরানা আদায় করো। তারা নিজেরা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা সানন্দে, স্বাচ্ছন্দভাবে ভোগ করতে পারো।[৮৩]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

---

[৮১] বার উকিয়ার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় সোয়া লাখের মতো। (অনুবাদক)
[৮২] ইবনে মাযাহ-১৮৮৭; নাসাঈ-৩৩৪৯; আহমাদ-১/৪০,৪১; আবু দাউদ-১৭৯৯. তিরমিযি-১১১৪; ইমাম তিরমিযি এটিকে হাসান ও সহিহ বলেছেন।
[৮৩] নিসা-৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাও এবং তাদের একজনকে অগাধ মোহরানা দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরৎ নিয়ো না।[৮৪]

শর্ত পূরণ করা

বিবাহের সময় স্বামী স্বেচ্ছায় যা কিছু নিজের জন্য শর্ত করে নিয়েছে তা পূর্ণ করা অপরিহার্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

তোমাদের সেসব শর্ত পূরণ করা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত যার মাধ্যমে তোমরা যৌনাঙ্গসমূহ হালাল করেছ।[৮৫]

এক ব্যক্তি বিয়ে করার সময় এই শর্ত মেনে নিল যে, সে মহিলাকে তার বাড়িতেই রাখবে। বিয়ের কিছুদিন পর সে বিবিকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলে, ঝগড়া বেঁধে গেল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট মামলা দায়ের করা হলে তিনি বললেন,

'তোমাকে তার সাথে কৃত শর্ত পূরণ করতে হবে।'

লোকটি বললো, 'তাহলে আমি তাকে আমাকে তালাক দিয়ে দেব।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন :

مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

কোনো চুক্তির শর্ত নির্ধারণ করলেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[৮৬]

---

[৮৪] নিসা-২০।

[৮৫] বুখারি-২৭২১; মুসলিম-১৪১৮।

[৮৬] ইমাম বুখারি এই রেওয়াতটি তার সহিহ বুখারিতে বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে তা'লিকান বর্ণনা করেছেন।

এছাড়াও ইবনে আবি শাইবা-১৬৪৪৯, আস-সুনান-৬১১,৬৮০ ; বায়হাকি-৭/১৪৪৩৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্ণনাটির ব্যাখ্যা দেখতে গিয়ে 'কাসাসুল আরব কাদিমান' নামক একটি সাইটে সুন্দর একটি গল্প চোখে পড়ল। যে কোনো কাজ বা শর্ত যে ভেবে চিন্ত করতে হয় এটা তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাঠক উপকৃত হবেন এই আশায় নিম্নে তা বিধৃত হলো।

আরবের একটি বাজার। নানান প্রান্ত থেকে অনেক ব্যবসায়ীর সমাগম হয়েছে সেখানে। সবাই নিজ নিজ পণ্যের দিকে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টায় ব্যস্ত। হঠাৎ সেখানে এক সুন্দরী মহিলা এলো। এসেই এক ব্যবসায়ীকে হাতের ইশারায় কাছে আসতে বললো, ব্যবসায়ী কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'কী চাই?'

'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। করতে পারলে আমি আপনাকে বিশ দিনার বিনিময় দেব।'

'কি ধরণের কাজ সেটা আগে বলুন।'

'দেখুন, আমার স্বামী আজ দশ বছর হলো জিহাদে গেছে। আজও তার ফেরার নাম নেই। তার কোনো খোঁজও আমার জানা নেই।'

'চিন্তা করবেন না। ইনশা আল্লাহ আপনার স্বামী খুব দ্রুতই ফিরে আসবেন।'

'তা ঠিক আছে। তবে আমি চাচ্ছি কেউ একজন আমার সাথে কাজীর দরবারে গিয়ে বলুক যে, সে আমার স্বামী। তারপর সে আমাকে তালাক দিক। যাতে আমি অন্য আর দশটা মহিলার মতো বাঁচতে পারি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। চলুন। আমি আপনার সাথে যাচ্ছি। আমি আপনার কাজ করে দেব।'

যাই হোক, দুজনেই কাজীর দরবারে গেলো। কাজী এলেন। এবার মোকাদ্দামার শোনানি। মহিলা বললো,

'মহামান্য বিচারক! ইনি আমার স্বামী। আজ দশ বছর হলো তার কোনো খোঁজ ছিল না। এখন তিনি আমাকে তালাক দিতে চাচ্ছেন।'

কাজী বললেন,

'তুমি কি তার স্বামী?'

'জ্বী হ্যাঁ।'

'তুমি কি তাকে এখন তালাক দিতে চাও?'

'জ্বী হ্যাঁ।'

'আচ্ছা। তাকে তুমি তালাক দাও তাহলে।'

'সে তালাক।'

মহিলা এবার মুচকি হেসে কাজীকে বললো, 'মহামান্য বিচারক। এই ব্যক্তি বিগত দশ বছর গায়েব ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে সে আমার কোনো খোঁজ নেয়নি। আমার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করেনি। তাই আমি এখন তার কাছে আমার বিগত দশ বছর ও তালাকের খোরাকি দাবী করছি।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছেলে মেয়ে উভয়ের সন্তুষ্টি থাকতে হবে

বিবাহ হতে হবে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিতে। কুমারি হোক বা অকুমারি হোক কোনভাবেই তাকে বিবাহের ক্ষেত্রে বাধ্য করা যাবে না।

প্রিয় ভাই,

মেয়ে শুধু 'হ্যাঁ' বললেই সেটা সন্তুষ্টি হয়ে যাওয়া নয়। তার অন্তরটা দেখতে হয়। সমাজে কিছু মুর্খ লোক তো এমন আছে তারা মেয়েকে এ ব্যাপারে মারধর পর্যন্ত করে।

কখনো বলে, এই ছেলেকে বিয়ে না করলে তোকে আর বিয়েই করাব না। কখনো মেয়ের মাকে এই বলে হুমকি দেয়, 'তোমার মেয়েকে রাজি করাতে না পারলে তোমাকে তালাক দিয়ে দেব।'

এক পর্যায়ে মেয়ে বাধ্য হয়ে সম্মতি প্রকাশ করে। এই মুর্খ ব্যক্তিও এটাকে সন্তুষ্টি মনে করে। কিন্তু আল্লাহ তো জানেন, সে অসন্তুষ্ট। এই অসন্তুষ্টি নিয়ে যে সংসার শুরু হলো, সেখানে সুখ আসবে কি করে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

একজন কুমারীর কাছে তার বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি চাইতে হবে। যদি সে লজ্জার কারণে চুপ থাকে, তাহলে এই নিরবতাই

কাজী এবার অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন,

'কেন তুমি এতগুলো বছর তার কোনো খোঁজ নাওনি। কেন তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করোনি?'

বেচারা ব্যাবসায়ী এবার নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরে মনে মনে বলতে লাগল।

'কী বিপদেই না পড়লাম। আমি যদি এখন তার স্বামী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করি বা খরচ দিতে অস্বীকৃতি জানাই , তাহলে দুই অবস্থাতেই ভেজাল। চাবুক বা জেল কোনো একটা বরণ করতেই হবে।'

সে বাধ্য হয়ে কাজীকে বললো,

"আসলে আমি এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে, তার কাছে আসতে পারিনি।"

কাজী এবার সেই মহিলার দাবিস্বরূপ বিগত দশ বছরের খরচ ও বর্তমান তালাকের ইদ্দত পালনের যাবতীয় ব্যয় বহনের ফরমান জারি করলেন। বাধ্য হয়ে সে ওই মহিলাকে দু হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিলো। মহিলা সেখান থেকে বিশ দিনার তাকে দিয়ে বললো, নাও! এটা তোমার কাজের বিনিময়। চুক্তি অনুযায়ী এটা তোমার প্রাপ্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার অনুমতি বলে বিবেচিত হবে। আর সে যদি সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না।[৮৭]

তিনি আরও বলেন :

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

সাবালিকা বা অকুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেওয়া যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, 'তার অনুমতির বিষয়টা আমরা কিভাবে বুঝব?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তার নিরবতা।'[৮৮]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত,

أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এক কুমারী মেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগের সুরে বললো, 'তার পিতা তাকে এমন জায়গায় বিয়ে দিয়েছে যা তার কাছে অপছন্দনীয়।'

একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহ বন্ধনে থাকা না থাকার ইচ্ছাশক্তি প্রদান করলেন।[৮৯]

যথাসম্ভব বিয়ের প্রচার করতে হবে

বিয়ের বিষয়টি যথাসম্ভব প্রচার প্রসার করা। এটা যেন গোপন না থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

বিয়ের প্রচার করো।[৯০]

---

[৮৭] আবু দাউদ-২০৯৩; তিরমিযি-১১০৯; নাসাঈ-৩২৭০; আহামাদ-২/২৫৯,৪৭৫; আলবানি এটিকে হাসান বলেছেন, ইরওয়া-১৮৩৪।
[৮৮] বুখারি-৫১৩৬; মুসলিম-১৪১৯; আবু দাউদ-২০৯২।
[৮৯] আবু দাউদ-২০৯৬; ইবনে মাযাহ-১৮৭৫; আহমাদ-১/২৭৩।
বিভিন্ন সূত্র ও শাহেদের কারণে আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঋণ না করে, সাধ্যের ভেতরে থেকে ওলিমা করা– যাতে কমতি বা বাড়াবাড়ি কোনোটাই না হয়।

ওলিমার মাধ্যমে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ পায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আওফকে বলেছিলেন :

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

একটি বকরি দিয়ে হলেও ওলিমার আয়োজন করো।[৯১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো একজন শ্রেষ্ঠ মানব সফিয়্যা বিনতে হুয়াই রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের ওলিমা জব ও খেজুর দ্বারা সম্পন্ন করেছেন। কেননা তখন এতোটুকুই তাঁর সামর্থ ছিল।

ভেবে দেখুন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওলিমা ছিল কতটা অনাড়ম্বর।[৯২]

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ

> আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহার ওলিমায় যে খরচ করতে দেখেছি, অন্য কোনো স্ত্রীর ক্ষেত্রে ততোটা দেখিনি। তিনি সেই ওলিমায় বকরি জবাই করেছিলেন।

যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহার ওলিমা ছিল বেশ বড়সড়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোনো সময় এতো ধুমধাম করে ওলিমা করেননি। কারণ বিগত সময় তার সেরকম করে ওলিমার আয়োজন করার সামর্থই ছিল না।

আচ্ছা, জানেন কি, কী ছিল সেই ওলিমায়? কী পরিমাণ ছিল?

---

[৯০] ইবনে হিব্বান-৯/৪০৬৬; হাকেম-২/২৭৪৮; আহমাদ-৪/৫; হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর হায়ছামী রহ. বলেছেন ইমাম আহমাদের বর্ণিত সুত্রের সব রাবীই ছিকাহ। মাজমা-৪/৫৩১।

[৯১] বুখারি-৫১৬৭; মুসলিম-১৪২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً

'তিনি বকরী জবাই করেছেন।'

এরূপ বিবাহ অনুষ্ঠানে ভালো সঙ্গীত বা দফ বাজিয়ে আনন্দ করা বিবাহের প্রসার করারই অন্তর্ভুক্ত।

রুবাই বিনতে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

যেদিন আমার বাসর হবে, রাসূল সেদিন আমার ঘরে এসে আমার বিছানায় বসলেন, ছোট ছোট কিছু মেয়ে দফ বাজিয়ে বদরে নিহত তাদের শহিদ পিতাদের স্মরণে গান গাইছিল। এক পর্যায়ে নবিকে দেখে, সুর পাল্টিয়ে তারা বলতে লাগল,

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ

আমাদের মাঝে আছেন সেই নবি, যিনি আগামীকাল কী হবে তা জানেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একথা শুনে বললেন,

لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ

এটা বাদ দিয়ে আগে যা বলছিলে সেটাই বলো।[৯৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই একটি কথা ছাড়া তাদের এই সঙ্গীতকে বৈধতা দিয়েছেন।

আম্মাজান আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, আনসারি এক পুরুষের কাছে কন্যা সম্প্রদান করা হলে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বললেন,

مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ

তোমাদের সাথে কি আনন্দ করার মতো কিছু নেই? আনসাররা তো আমোদ-প্রমোদ করতে ভালোবাসে।[৯৪]

---

[৯৩] বুখারি-৪০০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন :

فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف؟ قلت تقول ماذا؟ قال،
أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الذهب الاحمر ما حلت
بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم

'তোমরা কি তার সাথে দফসহ গায়িকা পাঠিয়েছ?'

তারা জানতে চাইল, 'কেন?'

নবীজি উত্তর দিলেন, 'তারা গাইবে—স্বাগতম, সুস্বাগতম। যদি লাল-স্বর্ণগুলো না থাকত, তোমাদের বিবিরা হালাল হতো না। এই ধূসর গম না হলে তোমাদের বাদিরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতো না।'

প্রিয় পাঠক, লক্ষ করেছেন কি, তারা কী গাইবে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তা শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন :

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

বিবাহের মাঝে হালাল-হারামের পার্থক্যকারী হলো, বিয়ের অনুষ্ঠানে দফ বাজিয়ে শব্দ করা হয়।[৯৫]

সারকথা হলো, এমন একটি প্রেমময় ঘর চাই, যেখানে দাম্পত্যজীবনে উভয়ের হকগুলোর প্রতি লক্ষ করা হবে। দাম্পত্যজীবন এক উত্তাল সমুদ্রের ন্যায়। যেখানে রয়েছে প্রলয়ংকরী ঢেউ, প্রশান্তির আবেশ, অশান্তির বিক্ষুব্ধ ঝড়; যেখানে রয়েছে অনাবিল আনন্দ আর যাতনাময় ক্লেশ। মান-অভিমান আর আনন্দ উল্লাসের মিশ্র পরিবেশ। আর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যেন এই উত্তাল সমুদ্রে জীবনের নাও ভাসিয়ে দেয়।

---

[৯৪] বুখারি-৫১৬২।

[৯৫] তিরমিযি-১০৮৮; নাসাঈ-৩৩৬৯; ইবনে মাযাহ-১৮৯৬; আহমাদ-৩/৪১৮; হাকেম এর সনদকে সহিহ বলেছেন-=২/২৭৫০; যাহাবি রহ. ও এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাই প্রয়োজন, পরস্পর সহায়তা ও নিরাপত্তার যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা। যাতে উভয়ে সহিহ-সালামতে এই সাগর পাড়ি দিয়ে নিজেদের শেষ গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, সেই শেষ গন্তব্য যাতে জান্নাত হয়; তারা যেন দুনিয়ার মতো জান্নাতেও একসাথে থাকতে পারে।

জীবনের এই পথ চলার জন্য প্রয়োজন হলো উভয়ে উভয়ের অধিকারগুলো বোঝা, জানা এবং তা নিশ্চিত করা।

এই হকগুলো আদায় করা আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম। এর দ্বারা মানুষ নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশা করতে পারবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দাম্পত্যজীবনে করণীয়

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

স্বামীর হক পালনের গুরুত্ব

একজন মুসলিম রমণীর উচিত স্বামীর হক আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও প্রতিদানের আশা করা। বদলা স্বরূপ এমনটা না করা।

যেমন ধরুন, স্বামী তাকে কিছু দিলে সেও দেবে; না দিলে, দেবে না—এমনটি নয়; বরং কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ থেকেই আদান-প্রদান করা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فأنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا

> তোমাদের দায়িত্বের ভার তোমাদের ওপর আর তাদের দায়িত্বের ভার তাদের ওপর।[৯৬]

সে স্বামীর হকগুলো এটা ভেবে আদায় করবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সৎকর্মের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

একজন পূণ্যময়ী মুসলিম রমণীর জানা উচিত, তার ধর্ম স্বামীর অধিকারগুলোকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ

> আমি যদি কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীদের বলতাম তাদের স্বামীদেরকে সেজদা করতে। ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। স্বামীর হক পূর্ণরূপে আদায় করা ব্যতীত কোনো মহিলা আল্লাহর হক যথাযথ আদায়

---

[৯৬] মুসলিম-১৮৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতে পারবে না। এমনকি স্বামী যদি যাত্রাপথে ঘোড়ার পৃষ্ঠেও তাকে (মনোবাঞ্ছা পুরণের) আহ্বান করে, তবুও তাকে সাড়া দিতে হবে।[৯৭]

রাসুলের কথা অনুযায়ী একজন মুসলিম নারী স্বামীর হক আদায় করার মাধ্যমে ঈমানের স্বাদ পেতে পারে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا

একজন মহিলা তার স্বামীর হক পরিপূর্ণ আদায় করার আগে ঈমানের স্বাদ পাবে না।[৯৮]

একজন নেক স্ত্রীর কর্তব্য হলো, স্বামীর হক আদায়ে নিজেকে নিবেদিত করা। স্বামীর হকের চেয়ে অন্য কিছুকে বেশি গুরুত্ব না দেওয়া।

কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা বলেছেন, যার দ্বারা বোঝা যায়, স্বামীর হক আদায় করা অন্যান্য যাবতীয় বিষয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا

স্বামীর হক পূর্ণরুপে আদায় করা ব্যতীত কোনো মহিলা আল্লাহর যথাযথ হক আদায় করতে পারবে না।[৯৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন :

لَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا

যদি মানুষের জন্য মানুষকে সেজদা করা বৈধ হতো, তাহলে আমি মহিলাদেরকে তাদের স্বামীকে তাদের সম্মানের কারণে সেজদা করার আদেশ দিতাম।[১০০]

---

[৯৭] তাবরানি-৫/৫১১৬,৫১১৭; আলবানি এটিকে সহিহ বলেছেন- প্রাগুক্ত-৩৩৬৬।
[৯৮] হাকেম-৪/৭৩২৫; তার বর্ণনা মতে এটি শায়খাইনের শর্তে উত্তীর্ণ এবং হাফেয যাহাবি এক্ষেত্রে একমত পোষণ করেছেন।
[৯৯] তাবরানি-৫/৫০৮৪।
[১০০] আহমাদ-৩/১৫৮; আলবায্যায-১৩/৬৪৫২; নাসাঈ কুবরা-৫/৯১৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন :

لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ

> স্ত্রী যদি স্বামীর হক বুঝতে পারত, তাহলে সকাল-সন্ধ্যা যা-ই ব্যবস্থা হতো তাতেই সন্তুষ্ট থাকত।[১০১]

একজন মুসলিম সৎ নারীর উচিত, স্বামীর হক আদায় করার মাধ্যমে কখনো এটা মনে না করা যে, এর মাধ্যমে সে স্বামীর ওপর অনুগ্রহ করছে।

তাকে দ্বীন মোতাবেক চলতে হবে। দ্বীনের ওপর চলার দরুন তার বুঝে আসবে, স্বামীর মর্যাদা কতটুকু। সেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাবাণীর ওপর দৃষ্টি রাখতে হবে; যার ব্যাপারে তার রব বলেছেন :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

> হে মানুষ, তোমাদের কাছে এমন এক রাসুল এসেছে, যে তোমাদের নিজেদেরই লোক। তোমাদের যে কোনো কষ্ট তার জন্য অতি পীড়াদায়ক। সে সতত তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু।[১০২]

মানুষরূপী ওইসব শয়তানদের কথায় কান দেওয়া যাবে না, যারা ওপরে ওপরে শান্তি ও অধিকারের কথা বললেও ভেতরে পোষণ করে স্পষ্ট কুৎসা আর অসৎ উদ্দেশ্য। নিশ্চয় একজন মহিলাকে ধ্বংস করার জন্য শয়তান তার মানুষরূপী বন্ধুদের সাহায্য কামনা করে।

পূণ্যবতী রমণীর জানা উচিত, তার ঘরে সে সুবিধাবাদী কিংবা কাজের মেয়ে নয়; বরং সে এ ঘরের দায়িত্বশীল, তার একটা নিজস্ব অবস্থান রয়েছে।

স্বামীর হক আদায় করাও তার সে দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

---

১০১ তবরানি-২০/৩৩৩; বায্যার-৭/২৬৬৫।
১০২ তাওবা-১২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একজন মহিলা তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। তাকে অবশ্যই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।"[১০৩]

তিনি আরও বলেন :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

যাকে আল্লাহ তাআলা দায়ীত্বশীল বানান আর সে তার অধীনস্তদের সাথে প্রতারণাকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন।"[১০৪]

প্রিয় ভাই,

আমাদেরও কর্তব্য আছে। আমাদের উচিত আমাদের মেয়েদেরকে স্বামীর হকগুলো শেখানো– যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এতে তারা তাদের রবের হুকুমের ওপর সন্তুষ্ট হবে। সৌভাগ্য খেলা করবে তার গোটা ঘরে।

স্বামীর বৈধ আদেশ মান্য করা

স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হলো, বৈধ কাজে স্বামীর অনুগত হওয়া। কোনো ছুতা দেখিয়ে বিরত না থাকা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'শ্রেষ্ঠ রমণী কে?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

الَّتِي تُطِيعُ زَوْجَهَا إِذَا أَمَرَهَا

স্বামী আদেশ করামাত্রই যে তা পালন করে।[১০৫]

---

[১০৩] বুখারি-৮৯৩; মুসলিম-১৮২৯।
[১০৪] মুসলিম-১৪২।
[১০৫] নাসাঈ-৩২৩১; আহমাদ-২/২৫১; হাকেম-২/২৬৮২ তিনি এটিকে শায়খাইনের শর্তে উত্তির্ণ হওয়ার কারণে সহীহ বলেছেন। এবং আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন। সহীহাহ-১৮৩৮; আল ইরওয়া-১৭৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুতরাং, বরকতময়ী রমণী তো সে-ই– যে রাসুলের ঘোষিত সেই সম্মান প্রাপ্তির জন্য আদেশ করামাত্রই স্বামীর আদেশ পালন করে; আল্লাহর অপার সৃষ্টি সেই জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়ে– যা তিনি তাঁর নেক বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন, যে জান্নাত আজও কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি, কোনো হৃদয়ে তার চিত্রও কল্পিত হয়নি।

একজন রমণীর জানা উচিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

> যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলো, রমজানের রোজা রাখলো, লজ্জাস্থানের হেফাজত করলো এবং স্বামীর আনুগত্য করলো; তাকে বলা হবে, তোমার যে দরোজা দিয়ে মন চায় জান্নাতে প্রবেশ করো।"[১০৬]

স্বামীর অবাধ্যতায় প্রভুর ক্রোধ ও শাস্তিকে ভয় করতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

> দুই শ্রেণীর বান্দা কেয়ামতের দিন কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে; যে মহিলা তার স্বামীর অবাধ্য, আর জাতির এমন নেতা যাকে জাতি অপছন্দ করে।[১০৭]

সৎ মহিলা স্বামীর অনুগত হয়। তার অবাধ্যতাকে ভয় করে। কেননা সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের আশা করে। আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে। তবে হ্যাঁ, অবৈধ বা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ কোনো কাজে স্বামীর অনুগত হওয়া যাবে না।

---

[১০৬] আহমাদ-১৬৬১; তবরানি-৮৮০৫; وقال لا يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف الا الاسناد تفرد به ابن لهيعة . وله شاهد عند ابن حبان في صحيحه عن ابي هريرة (৪১৬৩) قال الالباني- معلقا عليه- حسن لغيره، وانظر: آداب الزفاف -২৮২

[১০৭] তিরমিযি-৩৫৯; ইবনে আবি শাইবা-১/৪০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেমন ধরুন, স্বামী তার স্ত্রীর কাছে না-জায়েয পদ্ধতিতে সুখ হাসিল করতে চাইল, অথবা তাকে ভ্রুর চুল উপড়ানোর মতো অবৈধ পন্থায় সাজতে বললো—এক্ষেত্রে সে স্বামীর আদেশ মানবে না।

কোনো কোনো মহিলা আমার সাথে যোগাযোগ করে বলে, 'শায়খ, আমার স্বামী আমাকে বলে, তোমার ভ্রুর চুল কেটে ফেলো! আমি কি এমনটা করব?'

কেউ এসে অভিযোগ করে, 'স্বামী বলেছে চুল কাটতে, পরচুল লাগাতে। আমি কি স্বামীর কথা মানবো?'

আমি বলি, 'অবশ্যই স্বামীর হক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু স্বামীর এসব অন্যায় আদেশ মানা জায়েয নেই।'

একবার এক নারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি, তার চুল পড়ে যায়। এখন তার স্বামী তাকে পরচুলো লাগাতে বলছে।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاَتُ

যে আলগা চুল লাগায় তার ওপর লানত করা হয়েছে।[১০৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন :

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ

আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন কাজে কারো আনুগত্য করা যাবে না।[১০৯]

---

[১০৮] বুখারি-৫২০২; মুসলিম-২১২৩।

[১০৯] আহমাদ-৪/৪২৬; হাকেম-৩/৮৫৭০; তবরানি-১৮/৩৮১; হাকেম এর সনদকে সহিহ বলেছেন আর যাহাবি রহ.-এর সাথে মুআফাকাত করেছেন। সহিহাহ-১৭৯। ভিন্ন শব্দে হাদিসটি বুখারি, মুসলিমেও এসেছে। বুখারি-৭২৫৭; মুসলিম-১৮৪০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া

স্ত্রীর জন্য কর্তব্য হলো, স্বামী যা-ই ব্যবস্থা করতে পারে তাতেই কৃতজ্ঞচিত্তে তার সাথে বসবাস করা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ

আল্লাহ তাআলা ঐ মহিলার দিকে (সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে তার স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়।[১১০]

বিবির জন্য আবশ্যক হলো, স্বামীর অকৃতজ্ঞতাকে ভয় করে নিজেকে এই বলে প্রস্তুত করা যে, কখনো সে স্বামীর অকৃতজ্ঞ হবে না।

কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ "قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "بِكُفْرِهِنَّ" قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوِ احْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলে সেখানে আমি দেখি, তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক– যারা কুফরি করে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করে?

তিনি বললেন, না, বরং তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান অস্বীকার করে। যদি তুমি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ইহসান করে থাকো, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলবে, আমি কখনোই তোমার কাছে ভালো কিছু পেলাম না।[১১১]

---

[১১০] নাসাঈ-৫/৯১৩৫; হাকেম-২/২৭৭১; বাযযার-৬/২৩৪৯।

[১১১] বুখারি-১০৫২; মুসলিম-৯০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বামীকে না রাগানো

এই বিষয়ে স্ত্রীর লক্ষ রাখা উচিত যে, স্বামী যেন তার ওপর রাগ না করেন। সেও যেন স্বামীর ওপর অভিমান করে বসে না থাকে। যদি কখনো স্বামীকে রাগিয়ে তোলে বা নিজে রাগ করে, তাহলে তার উচিত বারবার স্বামীর কাছে গিয়ে তার রাগ ভাঙানো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

نِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْوَلُودُ، الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ، جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَقُولُ وَاللهِ لَا أَذُوقُ غُمْضًا حَتَّى تَرْضَى

তোমাদের ঐ-সকল স্ত্রী জান্নাতি যারা তাদের স্বামীদেরকে ভালোবাসে, বারবার তাদের নিকট আসে। স্বামীকে কোনো কষ্ট দিলে বা তার কারণে স্বামী কোনো কষ্ট পেলে, স্বামীর কাছে গিয়ে তার হাতে হাত রেখে বলে, তুমি রাগ না ভাঙলে আমি খাবই না।[১১২]

একজন নেক মহিলা কখনোই চাইবে না, তার স্বামী তার ওপর রাগ করে থাকুক। কেননা সে জানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

তিন ধরনের মানুষ এমন, তাদের ইবাদত তাদের কানকেই অতিক্রম করে না। (অর্থাৎ কবুল হয় না।) পলাতক গোলাম, যতক্ষণ না সে তার মনিবের নিকট ফিরে আসে। এমন মহিলা– যে তার স্বামীর সাথে রাত কাটায়, অথচ স্বামী তার ওপর নারায এবং এমন নেতা যার জাতিই তার প্রতি অসন্তুষ্ট।[১১৩]

একজন পূণ্যবতী রমণী স্বামীর উপর অভিমানী হলেও স্বামীকে ছেড়ে যায় না। শত ক্ষোভ সত্ত্বেও তার শয্যা পরিত্যাগ করে না।

---

[১১২] নাসাঈ-৫/৯১৩৯; তবরানি (ভিন্ন শব্দে)-১২/১২৪৬৮।

[১১৩] তিরমিযি-৩৬০; তিনি হাদিসটিকে হাসান ও গরিব বলেছেন। আর আলবানি রহ. এটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। আততারগিব-৪৮৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেননা সে জানে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

> কোনো মহিলা যখন তার স্বামীর শয্যা ত্যাগ করে, ফিরে আসা পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ করতে থাকে।

আহ! নারীরা আজ এই আচরণ থেকে কত দূরে! আজকের যামানায় নারীদের কী অবস্থা?

তারা কি এর থেকে উপদেশ নেবে না– যারা স্বামীর সাথে একটু মন কষাকষি হলেই ব্যাগ গুছিয়ে বাবার বাড়ি চলে যায়? আর বাপের বাড়ির লোকেরাও আশকারা দিয়ে স্বামীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। নিজের মেয়েকে স্বামীর বাড়ি পাঠানোর কোন তদবির তো করেই না; উপরন্তু তাকে এসব ব্যাপারে করণীয় আদব কায়দাও শিক্ষা দেয় না।

আচ্ছা বলুন তো,

এই মেয়ে কি তার স্বামীর শয্যা পরিত্যাগকারিনী নয়? আল্লাহর শপথ! অবশ্যই সে স্বামীর শয্যা পরিত্যাগকারী।

অথচ সেই নারীর প্রিয় নবি তাকে বলেছেন :

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

> কোনো মহিলা যখন তার স্বামীর শয্যা ত্যাগ করে, ফিরে আসা পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ করতে থাকে।[১১৪]

তিনি আরও বলেন :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

---

[১১৪] বুখারি-৫১৯৪; মুসলিম-১৪৩৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকার পর স্ত্রী যদি না আসে, আর স্বামী মনোক্ষুণ্ন হয়ে রাত কাটায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত ওই মহিলার ওপর ফেরেশতারা অভিশাপ করতে থাকে।[১১৫]

স্বামীর প্রতি সদয় হতে হবে

মহিলার জন্য কর্তব্য হলো, স্বামীর ওপর দয়ার্দ্র হওয়া। প্রেমময় হয়ে নিজেকে স্বামীর জন্য শান্তির আবাস হিসেবে গড়ে তোলা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

আর এটাও আল্লাহর এক মহান নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই নিজ স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে মুহাব্বত ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।[১১৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

نِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ، الْوَلُودُ، الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا

তারাই জান্নাতি মহিলা যারা তাদের স্বামীদের বেশি ভালোবাসে ও বেশি সন্তান জন্ম দেয় এবং স্বামীর কাছে বারবার আসে।[১১৭]

সুতরাং, একজন সৎ মহিলা কথায় ও কাজে স্বামীর কাছে প্রেমময় হয়ে থাকবে। স্বামীর মনোতুষ্টির জন্য এক্ষেত্রে যদি সামান্য মিথ্যাও বলতে হয়, তাতেও কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছেন।

---

[১১৫] বুখারি-৩২৩৭; মুসলিম-১৪৩৬।
[১১৬] আর-রুম-২১।
[১১৭] প্রাগুপ্ত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদন করতে হবে

কোনো মহিলা যদি স্বামীর মনোতুষ্টির জন্য, ভালোবাসা প্রকাশের জন্য, কিংবা স্বামী যা শুনতে পছন্দ করে তার জন্য সামান্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বানিয়ে বানিয়েও তা বলে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

নেক বিবি সর্বোচ্চ সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যমে স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদন করবে। কটুকথা বলা বা কষ্টদায়ক কোনো আচরণ তার সামনে করবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার শ্রেষ্ঠ রমণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন :

التي تطيع زوجها اذا امر وتسره اذا نظر

> যে তার স্বামী কোনো আদেশ করামাত্রই পালন করে এবং যাকে দেখামাত্রই স্বামী প্রফুল্ল হয়।[১১৮]

নেক মহিলা তো ভয়ে থাকবে, কখনো যাতে তার কথায়, কাজে, চাহনীতে কিংবা অসুন্দর বেশভুষায় স্বামী কষ্ট না পায়।

কারণ, তার প্রিয় নবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

> যখন কোনো মহিলা তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে তার অপেক্ষায় থাকা আনত-নয়না হুররা বলে, 'আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! তাকে তুমি কষ্ট দিয়ো না। সে তো তোমার কাছে কিছুদিনের মেহমান। অচিরেই সে আমাদের নিকট চলে আসবে।[১১৯]

---

[১১৮] নাসাঈ-৩২৩১; হাকেম-২/২৬৮২; আহমাদ-২/২৫১; হাকেম হাদিসটিকে ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ বলেছেন। আর আলবানি এটিকে হাসান বলেছেন। আলইরওয়া-১৭৮৬; সহিহাহ-১৮৩৮।

[১১৯] তিরমিযি-১১৭৪; ইবনে মাযাহ-২০১৪; আহমাদ-৫/২৪২; ইমাম তিরমিযি এটিকে হাসান গরিব বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বামীর ইজ্জত রক্ষা করা

স্ত্রীর কর্তব্য হলো, নিজের সতীত্ব রক্ষার মাধ্যমে স্বামীর ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করা এবং স্বামীকেও সম্মানহানী কাজ থেকে বিরত রাখা। এ-ধরণের কাজে তাকে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দেওয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শ্রেষ্ঠ রমণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন :

> التي تطيع زوجها اذا امر وتسره اذا نظر وتحفظه في نفسها و ماله
>
> যে তার স্বামীর আদেশ পাওয়ামাত্রই পালন করে এবং যাকে দেখামাত্রই স্বামী প্রফুল্ল হয় এবং যে নিজেকে ও স্বামীর সম্পদকে রক্ষা করে।[১২০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

> أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا. هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا
>
> যে মহিলা স্বামীর গৃহ ছাড়া অন্য কোথাও পরিধেয় খুললো, সে যেন তার ও আল্লাহর মাঝে রক্ষিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলল।[১২১]

প্রিয় ভাই, হাদিসে বর্ণিত এই প্রত্যেকটি বিষয়ই স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য। সুতরাং স্ত্রীকে এসব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি, স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও পোষাক খুলতে পর্যন্ত বারণ করা হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

> ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ. وَعَصَى إِمَامَهُ. وَمَاتَ عَاصِيًا. وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ. وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ. فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ

তিন ধরনের ব্যক্তিকে কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না। (অর্থাৎ, জিজ্ঞেস করা ছাড়াই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে।)

১. যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমিরের অবাধ্যতা করে এবং এ-অবস্থায় সে মারা যায়।

---

[১২০] প্রাগুক্ত।

[১২১] আবু দাউদ-৪০১০; তিরমিযি-২৮০৩; ইবনে মাযাহ-৩৭৫০; আহমাদ-৬/১৭৩; ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. যে গোলাম মনিব থেকে পালিয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

৩. যে মহিলার স্বামী তার থেকে অনুপস্থিত। কিন্তু তার চলার মতো যাবতীয় খরচ দিয়েছে। তারপরও সে খেয়ানত করে।[১২২]

যেই মহিলার স্বামী কাজের জন্য, তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন পুরণের জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়, সে যদি এই সুযোগে পরপুরুষের সামনে নিজেকে প্রকাশ করে, কিংবা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে সে খেয়ানত করলো। নিশ্চয় সে মহাপাপে লিপ্ত হলো। কেননা সে স্বামীর হক ও তার সম্মান রক্ষা করেনি।

পূণ্যময়ী একজন নেক স্ত্রী সর্বদাই তার স্বামীকে রক্ষা করবে; কোনো কথা বা কাজের মাধ্যমে তাকে ফেৎনায় ফেলবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

কোনো মহিলা যেন তার স্বামীর নিকট অন্য কোনো মহিলার এমন বর্ণনা না দেয়, যাতে মনে হয় স্বামী যেন তাকে সরাসরিই দেখছে।[১২৩]

প্রিয় ভাই, একজন মহিলাকে যখন নিষেধ করা হয়েছে, সে তার স্বামীর সামনে অন্য মহিলার আলোচনা করবে না, তার গুণাগুণ তুলে ধরবে না, তারপরও কিভাবে সে তার বান্ধবীর ছবি ঘরে রাখে? মোবাইলে তার বান্ধবীর ছবি তুলে তা আবার স্বামীকে দেখায়? এমন করলে ফেৎনা তো হবেই। স্ত্রীকে যেহেতু ফেৎনার আশংকায় স্বামীর নিকট অন্য মহিলার গুণাগুণ উপস্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে তাহলে নিঃসন্দেহে এটাও নিষিদ্ধ যে, সে স্বামীর নিকট এমন কিছু চাইবে, যা তাকে বা স্বামীকে ফেৎনায় ফেলে দেয়।

এ-কারণে অশ্লীল ম্যাগাজিন, চিত্র বা এধরণের কিছু চাওয়া তার জন্য কখনোই বৈধ হতে পারে না।

---

[১২২] আহমাদ-৬/১৯; আদাবুল মুফরাদ-৫৯০; ইবনে হিব্বান-১০/৪৫৫৯; আলবানি রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। সহিহাহ-৫৪২।

[১২৩] বুখারি-৫২৪০.৫২৪১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বামীর গোপন বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা

স্ত্রীর কর্তব্য হলো, স্বামীর গোপন বিষয়গুলোকে গোপন রাখা। দরোজার ভেতরের কথা বাইরে আলোচনা না করা।

বিশেষ করে তাদের শয্যা যাপনের কথা তো একেবারেই না। এমনকি নিজের মা, বোন বা ঘনিষ্ট বান্ধবীর কাছেও না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

ألا هل عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله

সাবধান! কোনো মহিলা যেন অন্যদেরকে তার স্বামীর গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত না করে; যখন তার স্বামী তার সাথে গোপনে মিলিত হয়। সাবধান! কোনো পুরুষও যেন তার স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি অন্যদেরকে বলে না বেড়ায়; যখন সে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়।

এক নারী সাহাবি তখন দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'পুরুষ বা মহিলা সবাই তো এমনটা করে থাকে।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন :

فلا تفعلوا ذلك أفلا أنبئكم ما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون

তোমরা এমনটি কোরো না। আমি কি তোমাদের এমন দুশ্চরিত্র পুরুষ আর দুশ্চরিত্র নারীর ব্যাপারে সতর্ক করব না– যারা রাস্তায় পরস্পরে মিলিত হয়, আর মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন :

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে ওই ব্যক্তি, যে স্ত্রীর সাথে গোপনে মেলামেশার পর তা বলে বেড়ায়।[১২৪]

[১২৪] মুসলিম-১৪৩৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বামীর ঘর ও সম্পদের হেফাজত করা

স্বামীর ঘরের হেফাজত করাও স্ত্রীর আবশ্যকীয় কর্তব্য। স্বামী অপছন্দ করে এমন কাউকে সে বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দেবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَه

তোমাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমাদের অপছন্দের কাউকে ঘরে বসতে দেবে না।[১২৫]

তিনি আরও বলেন :

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقًّا: أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا غَيْرَكُمْ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ

স্ত্রীদের ওপর তোমাদের এই অধিকার আছে যে, তোমরা অপছন্দ করো এমন কাউকে তারা ঘরে বসাবে না এবং ঘরে প্রবেশের অনুমতিও দেবে না।[১২৬]

স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হলো, স্বামীর সম্পদের হেফাজত করা। তার অনুমতি ব্যতীত তা থেকে খরচ না করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রেষ্ঠ রমণীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

وتحفظه في نفسها ومالِه

যে নিজেকে ও স্বামীর সম্পদকে হেফাজত করে।

তিনি আরও বলেন :

لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه

কোনো মহিলার জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ থেকে কাউকে কিছু দেওয়া জায়েয নেই।[১২৭]

---

[১২৫] মুসলিম-১২১৮।

[১২৬] তিরমিযি-১১৬৩; ইবনে মাজাহ-১৮৫১; ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান, সহিহ বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যদি সে স্বামীর অনুমতিক্রমে প্রয়োজনমতো খরচ করে, তাহলে উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ

যদি কোনো নারী ঘরের খাবার থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করে, তাহলে তাকে তার ব্যয়ের কারণে ও স্বামীকে তার উপার্জনের কারণে পুরস্কৃত করা হবে।[১২৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনত্র আরও বলেন :

إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا

স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ক্রমে তার ঘর থেকে কিছু সদকা করে, তাহলে সে ও তার স্বামী সম্পদের রক্ষকের সমপরিমাণ সওয়াব হবে। কারও থেকে কারও সওয়াব কম হবে না বা কারো অংশ থেকে কমানো হবে না।[১২৯]

উলামায়ে কেরাম বলেন, স্বামীর সম্পদ থেকে খরচ করার ৩ টি ধরণ রয়েছে। যথা :

১. স্বামী তার স্ত্রীকে খরচ করার বিশেষ অনুমতি দিয়ে রেখেছে। এমতাবস্থায়, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পূর্ণ প্রতিদান পাবে।

২. অথবা স্বামী স্ত্রীকে সাধারণভাবে একটা খরচ করার অনুমতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে উভয়ই ভাগাভাগি প্রতিদান পাবে।

---

[১২৭] তয়ালিসি-১২২৩; বায়হাকি-৪/৮১০৮; আহমাদ-৫/২৬৭; আবু দাউদ-৩৫৬৫; তিরমিযি-৬৭০; ইবনে মাজাহ-২২৯৫ واسناده حسن ان شاء الله ، فيه اسماعيل بن عياش، وهو صدوق في روايته عن اهل الشام، كما في التقريب (٨٢٩) ، وهذه منها، وفيه شرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي، قال فيه ابن حجر في التقريب (٢٧٩١) صدوق فيه لين، وقد حسن الحديث الترمذي

[১২৮] বুখারি-২০৬৫; মুসলিম-১০২৪।

[১২৯] আহমাদ-৬/৯৯; নাসাঈ-২৫৩৯; তিরমিযি-৬৭১; তিনি এই হাদিসকে হাসান বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. স্বামীর পক্ষ থেকে অনুমতি নেই। তবুও স্ত্রী যদি খরচ করে, তাহলে এ-সম্পদ স্বামীর হওয়ার কারণে স্বামী তো সওয়াব পাবে, কিন্তু স্ত্রী পাপের ভাগিদার হবে। (আল্লাহর কাছ থেকে পানাহ চাই)

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা না রাখা

স্বামীর উপস্থিতিতে, স্ত্রী তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

কোনো নারীর জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যাতীত নফল রোযা রাখা জায়েয নেই।[১৩০]

স্বামীর ভুলগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া, তার যত্ন নেওয়া

একজন পূণ্যময়ী রমণীর উচিত, স্বামীর অধিকার সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত হওয়া। স্বামীর ত্রুটিগুলোকে ক্ষমা করা। তার ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া। স্বামীর পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সম্মান করা। গৃহ পরিস্কার রাখা। স্বামী তার কাছে আসতে চাইলে তাকে কাছে টেনে নেওয়া। আদর সোহাগে তার সবকিছুতেই প্রেমের খুশবু ছড়িয়ে দেওয়া। খাবারের সময় যত্ন নেওয়া। ঘুমের সময় ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া। স্বামীকে রাগান্বিত দেখলে তাকে জ্বালাতন না করা।

কবি কত সুন্দর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন :

خذي العفو، مني تستديمي مودتي
ولا تنطقي في ثورتي، حين أغضب
ولا تنقريني نقرك الدف مرة
فانك لا تدرين، كيف المغيب
ولا تكثري الشكوي فتذهبي بالهوى

[১৩০] বুখারি-৫১৯৫; মুসলিম-১০২৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فيأباك قلبي، والقلوب تتقلب
فاني رايت الحب في القلب والأذي
اذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب

ক্ষমা নিয়ো, নিয়ো অবিরাম প্রেম।
যদি রেগে যাই করো না চিৎকার
নাকাড়ায় আর তুড়ি মেরো না—
জানো না তুমি,
মুগাইয়াব কী রকম লোক।
অভিযোগ যা কিছু আছে থাকুক জমা,
যাবে তুমি? নিয়ে যাও প্রেম।
ফিরে যাবে হৃদয় আমার তোমার দিকেই
হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে যাওয়া হৃদয় তো এমনই।
আমি দেখেছি, একটি হৃদয়ে যখন
দ্রোহ আর ভালোবাসা এক হতে শুরু করে,
সেখানে তখন
থাকে না প্রেম —পালায় বহুদূর।

নারীদের ক্ষেত্রে এটাই হলো ইসলামের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলাম স্বামী ও তার হকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। যদি কোনো নারী এগুলো মানতে পারে, তাহলে অবশ্যই তার ঘরে অনাবিল শান্তি বিরাজ করবে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অধিকাংশ নারীই আজ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই নিত্য বেড়ে চলছে তালাক, মারধর, মনোমালিন্য আর ঝগড়াঝাটির মতো অপ্রীতিকর কাজগুলো।

আমাদের কানে তো এমন নারীদের কথাও আসে, যারা তাদের স্বভাবজাত কোমলতা ও নারীসুলভ আচরণ ভুলে গিয়ে জালিম শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দুর্বল স্বামীর ওপর হুকুমের ছড়ি ঘোরায় এবং নানানভাবে তাকে নির্যাতন করে।

স্বামী তাকে কিছু দিতে পারলে তো খুশিই, না দিতে পারলে সে স্বামীকে অক্ষম, ফকির বলে গালিগালাজ করে। ঘরে আসলে স্বামীর গালে থাপ্পর দেয়। বের হওয়ার সময় পেছন থেকে ধাক্কা মারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই নারী স্বামীর যা আছে তা নিয়ে পরিতুষ্ট না হয়ে সবদিক থেকে তাকে অতীষ্ট করে তোলে। পরপুরুষের সামনে নিজেকে অবারিত করে। স্বামীর সাথে যখনই কথা বলে, কথার ধরন হয় এই এমন–

'অমুক মহিলার স্বামী তার জন্য এই করেছে, সেই করেছে। তাকে এটা দিয়েছে, ওটা দিয়েছে আর আমারই পোড়া কপাল।'

'কত ভালো ভালো ঘর এসেছিল, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। এই ঘরই আমার ভাগ্যে জুটল।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে স্বামীর সাথে ঘরে থাকা অবস্থায় নিজেকে বন্দি মনে করে। সাজসজ্জা, খুশবু পরিত্যাগ করে, উস্কো চুল, ময়লা কাপড় নিয়ে এমনভাবে থাকে, যা বরাবরই স্বামীকে কষ্ট দেয়। আবার এই মহিলাই যখন বাইরে যায়, তখন তার বেশভুষা হয় মোহনীয়।

এই হতভাগ্য নারী মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ সাজে। অথচ স্বামীর কাছে সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

বন্ধুদের সাথে বাইরে গেলে তার আবেদনময়ী কথা ঝরে ঝরে পড়ে। পার্টিকে জমিয়ে রাখে। আর ঘরে ফিরলেই সে হয়ে যায় সিংহের মতো। কথায় যেন আগুন ঝরে। কাজে অপমান করে। এই মহিলা আসলেই হতভাগা। তার মধ্যে স্বামীর জন্য কোনো কল্যাণ নেই।

আচ্ছা বলুন তো, এমনটা হলে পরিবারে সুখ কিভাবে আসবে?

যে নারী তার ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করছে, তার প্রভুকে ক্রোধান্বিত করছে, স্বামীকে অসুখী করছে; কিভাবে সে সুখের আশা করতে পারে?

এখনও সময় আছে সুপথে ফিরে আসার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দায়িত্বের গুরুত্ব

স্বামী হলো নৌকার মাঝির মতো। ঘরের প্রধান সে। তার যেমন অধিকার রয়েছে, পাশাপাশি তার ওপর রয়েছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। একজন মুসলিম স্বামী তার স্ত্রীর অধিকারগুলো আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবে। তাকে এগুলো আদায় করতেই হবে। কেননা সে স্ত্রীর ওপর দায়িত্বশীল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

> তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন নেতা তার প্রজাদের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। তাকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। একজন পুরুষ তার গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[১৩১]

সুতরাং, সৎ স্বামী জানে তাকে তার স্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। এর ফলে সে তা পূর্ণভাবে আদায় করতে সচেষ্ট হবে।

পুরুষের জানা উচিত যে, এটা তাকওয়ারই অংশ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ

> মহিলাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।[১৩২]

---

১৩১ বুখারি-৮৯৩; মুসলিম-১৮২৯।
১৩২ মুসলিম-১২১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পুরুষকে তার ওপর অর্পিত স্ত্রীর দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। কারণ এটা তার রাসুল, তার বন্ধু এবং তার মহান নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়ত। তা লঙ্ঘনের ব্যাপারে ভয় পাওয়া উচিত; অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠা উচিত।

আমাদের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

তোমরা নারীদের ব্যাপারে সদ্ব্যবহারের ওসিয়ত গ্রহণ করো।[১৩৩]

একজন সৎ পুরুষের জানা উচিত যে, তার স্ত্রী তার নিকট বিশ্ব জাহানের স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমানত, তাই অবশ্যই তার আমানতের হেফাজত করতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ

নিশ্চয় তোমরা তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ।[১৩৪]

পূণ্যময় একজন স্বামী তার স্ত্রীর হক আদায় করবে বিনিময়হীনভাবে। কেননা সে তার রবের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

সুতরাং, হে পুরুষ সমাজ, আমাদের উচিৎ ,আমাদের ওপর অর্পিত আমাদের স্ত্রীদের অধিকারগুলোকে জানা এবং আমাদের সন্তানদেরকে তা শিক্ষা দেওয়া। যাতে আমরা আমাদের ওপর অর্পিত যিম্মাদারি পূরণ করতে পারি।

ভারসাম্য রক্ষা করে স্ত্রীর জন্য খরচ করা

স্বামীর জন্য কর্তব্য হলো, স্বাভাবিক ও ন্যায়ভাবে স্ত্রীর জন্য খরচ করা। সে যখন খাবে তখন স্ত্রীকেও খাওয়াবে। যখন পড়বে স্ত্রীকেও পড়াবে।

---

[১৩৩] বুখারি-৫১৮৬; মুসলিম-১৪৬৮।
[১৩৪] আবু দাউদ-১৯০৫; ইবনে মাযাহ-৩১৭৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মোটকথা, স্বাভাবিক চাহিদা এবং অভ্যাসের ভেতরে থেকে স্ত্রীর জন্য খরচ করবে। এক্ষেত্রে অপচয় কিংবা কৃপণতা কোনটাই কাম্য নয়।

কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

তোমাদের ওপর সৎভাবে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে।[১৩৫]

স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করা

স্বামীর জন্য আবশ্যক হলো, শরিয়তবিরোধী না হলে স্ত্রীর চাহিদাগুলোর ক্ষেত্রে তার সাথে উত্তম আচরণ করা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ

জেনে রাখো, তোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, এটা তাদের অধিকার।[১৩৬]

স্ত্রীকে প্রহার না করা

স্ত্রীকে অযথা মারধর করবে না। তাকে প্রহার করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

হ্যাঁ, যদি স্ত্রী তার স্বামীকে অমান্য করে, বা বেশি অবাধ্য হয়ে যায়, তাহলে এক্ষেত্রে শরিয়ত নির্দেশিত পথে তাকে শাসন করতে হবে। প্রথমে তাকে বোঝাবে, তাতে কাজ না হলে পরবর্তী ধাপে তার সাথে কথা বলবে না। শয্যা ত্যাগ করবে। তাতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে তাকে প্রহার করবে।

---

[১৩৫] প্রাগুক্ত।

[১৩৬] তিরমিযি-১১৬৩; নাসাঈ-৯১২৪; তারীখু বুখারি-৪/২৮; আল-জারহ লি ইবনে আবি হাতেম-৪/১৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে এই প্রহারও হতে হবে শরিয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকেই। প্রতিশোধ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, একমাত্র তাকে ঠিক করাই হবে এই প্রহারের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য। কখনোই তার চেহারায় মারা যাবে না।

সুতরাং শরিয়ত যে ক্ষেত্রে যেই পরিমাণ অনুমতি দিয়েছে, এই অনুমোদিত পদ্ধতির বাইরে গেলে অবশ্যই তা জুলুম হিসেবে বিবেচিত হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে অন্যায়ভাবে চুল পরিমাণ প্রহার করবে, কেয়ামতের দিন অবশ্যই তার বদলা নেওয়া হবে।[১৩৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন :

ولايضرب الوجه

কেউ যাতে গালে থাপ্পর না দেয়।[১৩৮]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

আর যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা করো, (প্রথমে) তাদেরকে বোঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদেরকে শয়ন শয্যায় একা ছেড়ে দাও। (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদেরকে প্রহার করতে পারো। তারপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজবে না। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ সবচেয়ে মহান, সবচেয়ে বড়।[১৩৯]

---

[১৩৭] আদাবুল মুফরাদ-১৮৬; বাযযার-১৭/৯৫৩৫; আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। সহিহাহ-৫/৪৬৭।

[১৩৮] আহমাদ-৪/৪৪৬,৪৪৭; আবু দাউদ-২১৪২; ইবনে মাজাহ-১৮৫০; ইবনে হিব্বান-৯/৪১৭৫; হাকেম-২/২৭৬৪।

[১৩৯] নিসা-৩৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, স্ত্রী তার স্বামীর অনুগত হলে কোনোভাবেই তাকে প্রহার করা বা তার সাথে বসবাস ত্যাগ করা যাবে না।

আর আল্লাহর বাণী,

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ সবচেয়ে মহান, সবচেয়ে বড়।

এটা হলো স্বামীদের ক্ষেত্রে সতর্কবাণী। কেননা সর্বমহান সত্তা আল্লাহ হলেন স্ত্রীদের অভিভাবক। অবশ্যই তিনি তাদের প্রতি কৃত জুলুমের বদলা নেবেন।

সুতরাং, আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করে অপরাধ ছাড়াই কিংবা শরিয়তের অনুমোদন ব্যতীতই স্ত্রীকে মারতে চান, তাহলে মনে রাখবেন, তার অভিভাবক হলো সেই মহান সত্তা, যিনি সর্ববিষয়ে কর্মশীল। তার দায়িত্ব নিয়েছেন সেই প্রভু, যিনি মহা ক্ষমতাধর।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে, তারা তোমাদের গৃহে এমন লোককে প্রবেশ করতে দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ কর। কিন্তু তারা যদি নির্দেশ লঙ্ঘন করে এরূপ করে ফেলে, তাদেরকে প্রহার করো। তবে হ্যাঁ, প্রহার যাতে কঠিন ও কষ্টদায়ক না হয়।[১৪০]

নবীজি একবার সাহাবিদের বললেন :

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ

আল্লাহর বান্দীদেরকে তোমরা প্রহার করো না।

[১৪০] প্রাগুক্ত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন নবীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন :

ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ

যদি সে স্বামীর ওপর উদ্ধত হয়?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন :

لا بأس في ضربهن

তাহলে তাদের প্রহারে সমস্যা নেই।[১৪১]

এরপরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রহারের অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু কেন?

কারণ প্রথমে যখন তিনি তাকে মারতে নিষেধ করেছিলেন, তখন সে তো হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মহিলার ক্রোধ থামেনি। তাই শেষমেশ তাকে প্রহারের অনুমতি দিয়েছেন।

অনেক নারীই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের নিকট এসে তাদের স্বামীদের ব্যাপারে এটা সেটা অভিযোগ করত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের উদ্দেশে বলেন :

لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

> মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে এসে নারীরা তাদের যেসব স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ করে, সেসব স্বামী তোমাদের মাঝে উত্তম নয়।[১৪২]

সুতরাং হে স্বামীরা, আল্লাহ যে ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন, তা ব্যাতিরেকে স্ত্রীকে প্রহার করা ভালো কাজ নয়।

---

[১৪১] আবু দাউদ-২১৪৬; নাসাই-৫/৯১৬৭; ইবনে মাযাহ-১৯৮৫; তবরানি-১/২৭০; ইবনে হিব্বান-৯/৪১৮৯; হাকেম-২/২৭৬৫; হাকেম হাদিসের সনদকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।

[১৪২] বুখারি-৫৩৬৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্ত্রীর প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করা

স্বামীর কর্তব্য হলো, কথায়-কাজে স্ত্রীর প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করা। এক্ষেত্রে যদি একটু বাড়িয়ে বলতে হয়, কিংবা ভালোবাসা প্রকাশের জন্য কিছু বানিয়ে বলতে হয়, তাতেও কোনো সমস্যা নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামী বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভালোবাসা প্রকাশের জন্য কথাবার্তায় মিথ্যা বলার অবকাশ দিয়েছেন।

সুতরাং, ঘরে শান্তি আনার জন্য স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বলা, তার সৌন্দর্য নেই তবুও তাকে সুন্দর বলা, অন্তরে তার প্রতি অনুরাগ নেই তবুও ভালোবাসা প্রকাশ করা এবং মুহাব্বতের কথা বলাতে অসুবিধা নেই।

ধরুন, স্ত্রী তার স্বামীর নিকট কিছু চাইল, কিন্তু স্বামী তা যোগাড় করতে পারছে না। কিন্তু সে ভয় পাচ্ছে যে, অপারগতার কথা বললে তার জীবনটা জাহান্নামের ন্যায় অতীষ্ঠ হয়ে যাবে; তাহলে তার জন্য এ কথা বলার অনুমতি আছে যে, 'ইনশাআল্লাহ নিয়ে আসব।' আবার চাইলে বলবে, 'বাজারে পাইনি' বা বলবে 'দাম অনেক বেশি'। মূলত, এ ধরনের মিথ্যা কল্যাণের জন্যই, কেননা তা দাম্পত্যজীবনে সুখ আনে।[১৪৩]

স্ত্রীর জন্য পরিপাটি থাকা

প্রিয়,

একজন পুরুষ তার বিবির জন্য যতটুকু সম্ভব সুন্দরভাবে পুরুষালি সাজ গ্রহণ করবে। প্রসাধনী ও বিভিন্ন অঙ্গরাগ ব্যবহার করবে।

কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর স্ত্রীদেরও ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি স্বামীর অধিকার রয়েছে।[১৪৪]

---

[১৪৩] এখানে আরো কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন ধরুন, আপনি বাজার থেকে স্ত্রীর জন্য সাধ্যের ভিতর কমদামে একটা কাপর কিনে এনেছেন। আসল দাম জানলে তার মন খারাপ হবে বা ঝগড়া বাধাবে; তাহলে এ-ক্ষেত্রে আসল দাম না বলে বাড়িয়ে বলতে পারেন। অথবা স্ত্রী সেজেছে কিন্তু ভালো দেখাচ্ছে না। তবুও আপনি তার রূপের প্রশংসা করে কাব্য রচনাও করতে পারেন। (অনুবাদক)

[১৪৪] বাকারা-২২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রঈসুল মুফাসসিরিন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন :

إني أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي

আমার স্ত্রী আমার জন্য সাজুক, আমি যেমন তা পছন্দ করি। তেমনি আমিও তার জন্য সাজতে পছন্দ করি।

ঘরের কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করা

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের আরেকটি মাধ্যম হলো, ঘরের কাজে তাকে সহযোগিতা করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নবি হওয়া সত্ত্বেও ঘরে থাকা অবস্থায় ঘরের কাজ করতেন, নামাজের সময় হলে বেরিয়ে যেতেন।

বর্ণিত আছে,

كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ فَصَلَّى

ঘরে থাকা অবস্থায় তিনি তার ঘরের কাজ করতেন। নামাযের সময় হলে নামাযে চলে যেতেন।[১৪৫]

উত্তম সহাবস্থান নিশ্চিত করা

আমাদের নবি ছিলেন উত্তম সহাবস্থানকারী। সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যোজ্জ্বল। তিনি তার পরিবারের সাথে খেলাধুলো করতেন, রসিকতা করতেন, তাদের সাথে কোমল আচরণ করতেন। তিপ্পান্ন বছর বয়সেও তিনি আম্মাজান আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি কোনো এক সফরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের এগিয়ে যেতে বললে তারা এগিয়ে গেলেন। তারপর তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন,

'আয়েশা এসো! দৌড় প্রতিযোগিতা দেই।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

---

[১৪৫] ইবনে আবি শাইবা-৫/২৭২; আত তাফসির লি-ইবনে আবি হাতেম- ২/২১৯৬; তবারি-৪/৪৭৬৮; বায়হাকি-৭/২৯৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম। এবং আমিই এগিয়ে গেলাম।'

বড়ই অবাক করার বিষয়! তিনি একজন আল্লাহর রাসুল! বয়স ৫০ ছাড়িয়ে গেছে। এই বয়সেও তিনি এসব করেছেন। দেখুন, কেমন ছিল তার পারিবারিক সহবস্থান।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

'তারপর অনেকদিন অতিবাহিত হলো, আমিও মোটা হয়ে গেলাম। আগের সবকিছুই ভুলে গেলাম। একদিন সফরে বের হলে তিনি তার সাথীদের এগিয়ে যেতে বলে আমাকে আবার প্রতিযোগিতার আহ্বান জানালেন।

আমি বললাম,

'এই অবস্থায় আমি কিভাবে দৌড় দেব!'

রাসুল বললেন,

'তোমাকে দৌড় দিতেই হবে।']

'আমরা দৌড় দিলাম। কিন্তু এবার তিনি জিতে গেলেন। জেতার পর তিনি হাসতে হাসতে বললেন,

"আয়েশা, এটা আগেরটার বদলা!!"[১৪৬]

লক্ষ্য করেছেন কি?

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ ঘটনা ভুলেই গিয়েছিলেন, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোলেননি; বরং তার স্ত্রীর সাথে খেলা করেছেন। তার মনজয় করেছেন। তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা খেলেছেন।

আর এটা তো হয়েছিল তার জীবনের শেষ সময়ে! আমাদের নবির উত্তম সাংসারিকতার আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখুন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একবার বলে উঠলেন,

'আহ! আমার মাথা ধরেছে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'তোমার মাথা ব্যাথার কারণে আমারও মাথা ব্যাথা করছে।'[১৪৭]

---

[১৪৬] ইবনে হিব্বান-১০/৪৬৯১; নাসাই-৫/৮৯৪২; আহমাদ-৬/৩৯; হুমাইদি-১/১২৮/২৬১; শরহু মুশকিলিল আছার লিত তহাবি-৫/১৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُعْطِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ

আমার মিন্স চলাকালে খাবারের সময় হাড় চুষতাম। তারপর সেটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলে, তিনি আমার মুখ লাগানো অংশের দিক দিয়েই খেতেন। আমি যেই অংশ দিয়ে পান করতাম তিনিও সেই অংশে মুখ লাগিয়ে পান করতেন।[১৪৮]

তিনি আরও বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ

আমার মিন্স চলাকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।[১৪৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো স্ত্রী ঋতুবর্তী হলেও তিনি তাদের সাথে এক কাঁথায় ঘুমাতেন। এতে করে কোনো জায়গায় রক্ত লাগলে পরে তা ধুয়ে নিতেন।[১৫০] তিনি তার স্ত্রীদের সাথে এক পাত্র থেকে একসাথে গোসল করতেন।[১৫১]

পরিবারের সাথে এমনই ছিল আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহবস্থান। তিনি তো আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর। নিশ্চয় তার মাঝে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। অনেক স্বামীরা হয়তো বলবেন, আমাদের বয়স হয়ে গেছে, আমাদের নিকট সময় নেই। জীবনের এতোটা সময় চলে গেছে, এখন আর এগুলোর প্রয়োজন নেই।

ভাই,

লক্ষ করুন, তিনি তো আল্লাহর রাসুল। বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের ঘাড়ে যে দায়িত্ব নেই, তার একার ওপরেই তার চেয়ে বেশি দায়িত্ব ছিল। গোটা

---

১৪৭ বুখারি-৫৬৬৬।
১৪৮ মুসলিম-৩০০।
১৪৯ বুখারি-২৯৭; মুসলিম-৩০১; আবু দাউদ-২৬০।
১৫০ আবু দাউদ-২৬৯; নাসাই-২৮৪; আহমাদ-৬/৪৫।
১৫১ বুখারি- ২৭৩; মুসলিম-৩২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উম্মতের চিন্তা, রিসালাহর দায়িত্ব, আবার জীবনের শেষ সময়। এরপরেও তিনি তার স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। এর জন্য সময় বের করেছেন।

প্রিয়, চিন্তা করুন তো! এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে বের হলো, তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিলো, আনন্দ-উল্লাসে সময় কাটাল—কত সুন্দর দিলকাড়া সে দৃশ্য!

স্ত্রীকে গালিগালাজ না করা

স্বামীর জন্য আবশ্যক হলো, স্ত্রীকে কখনো গালিগালাজ না করা। তার কাজ বা গঠন নিয়ে কটুক্তি না করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বামী যাতে তার স্ত্রীকে গাল-মন্দ না করে।[১৫২]

স্ত্রীকে ছেড়ে যাবে না

স্ত্রীকে কখনো ছেড়ে যাবে না। তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে না।

হ্যাঁ! শরিয়ত অনুমোদিত কারণে তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য হলে কেবল তার সাথে কথা বা শয্যা পরিত্যাগ করবে; কিন্তু ঘর ছাড়া করা যাবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

ولايهجر الا في البيت

তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে না।[১৫৩]

স্ত্রীর গোপনীয়তাগুলো রক্ষা করা

স্ত্রীর গোপনীয় কোনো কিছু অন্যের নিকট প্রকাশ করা যাবে না। দরজার ভেতরের কথা কোনোভাবেই যাতে বাইরে বের না হয়। বিশেষ করে একান্তে

---

[১৫২] আবু দাউদ-২১৩২; ইবনে মাযাহ-১৮৫০; ইবনে হিব্বান-৯/২৭৬৪; হাকেম-২/২৭৬৪; আহমাদ-৪/৪৪৬,৪৪৭; হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন আর যাহাবী রহ. তার মুআফাকাত করেছেন।

[১৫৩] প্রাগুক্ত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যাপিত সময়ের বিষয়গুলো। এ ব্যাপারে দলিলগুলো আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

স্ত্রীকে না রাগানো

স্ত্রীকে রাগানো যাবে না। তার দোষগুলো এড়িয়ে গিয়ে গুণগুলো দেখতে হবে। দোষগুলোকে তুচ্ছজ্ঞান করে গুণগুলোকে বড় করে দেখতে হবে। যতটুকু সম্ভব তার মধ্যে কল্যাণ খুঁজতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে শত্রুর মতো মনে না করে। কারণ, তার কোনো আচরণ অপছন্দ হলেও অন্য কোনো আচরণ পছন্দ হবেই।[১৫৪]

তার ওপর কোন কিছু চাপিয়ে না দেওয়া

স্ত্রীর ওপর চাপাচাপি করা যাবে না। সহজে তার অভ্যাস অনুযায়ী যতটুকু আদায় করা সম্ভব হয় তাতেই রাজি থাকতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

তোমরা নারীদের ব্যাপারে উত্তম উপদেশ গ্রহণ করো। কারণ নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা।

সুতরাং তুমি যদি সেটা সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙে যাবে। আর যদি এমনি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদের সাথে কল্যাণমূলক কাজ করার উপদেশ গ্রহণ করো।[১৫৫]

---

[১৫৪] মুসলিম-১৪৬৯।
[১৫৫] বুখারি-৩৩৩১; মুসলিম-১৪৬৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি আরও বলেছেন :

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا

মহিলাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে বানানো হয়েছে। সুতরাং কখনোই সে সোজা পথে আসবে না। যদি তার থেকে উপকৃত হতে চাও তো বাঁকা অবস্থাতেই উপকৃত হতে হবে। অন্যথায় যদি তাকে সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙে ফেলবে।"[১৫৬]

প্রিয় আমার,

এ হাদিসগুলোর উদ্দেশ্য হলো, পুরুষ যেন স্ত্রীর স্বভাব বুঝতে পারে। সহজেই তার থেকে যা হাসিল হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে। যদি সে তা না বোঝে তাহলে তো স্ত্রীর ওপর সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দেবে। যার ফলে সেই কাজে সে ভুল করবে। তারা তো সৃষ্টিই হয়েছে দুর্বলরূপে।

নিজের ভালোগুলো তার নিকট ফুটিয়ে তোলা

স্বামীর জন্য আবশ্যক হলো, স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করা। নিজের মাঝে যতটুকু গুণ আছে, স্ত্রীর সামনে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। কিছু ব্যক্তি এমন রয়েছে যারা বাজারে কিংবা বন্ধুদের আড্ডায় নিজের সেরাটা দেয়। কিন্তু তারাই ঘরে এসে সিংহ বনে যায়। শুধু রাগ আর গালাগালি ছাড়া ভালো কিছুই উদগীরণ করে না। ভালো করে কোনো কথাই বলে না।

অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুমিন তো সে-ই– যার চরিত্র সর্বাধিক সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে উত্তম, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম।[১৫৭]

সুতরাং প্রিয় ভাই,

---

[১৫৬] বুখারি-৩৩৩১; মুসলিম-১৪৬৮।

[১৫৭] তিরমিযি-১১৬২; আহমাদ-২/২৫০,৪৭২; ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান, সহিহ বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাজারের বন্ধু-মহলে কিংবা অন্যান্য সকল মানুষের কাছে আপনি যতই ভালো হোন না কেন, নিজের সহধর্মীনির কাছে ভালো না হলে কখনোই আপনি প্রকৃত ভালো মানুষ বলে বিবেচিত হবেন না। যদি আপনি আপনার পরিবারের জন্য নিজের সেরাটা দিতে পারেন তবেই শ্রেষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

خيرُكُمْ خيرُكُمْ لاهله وأنا خيرُكُمْ لاهلي

সবচেয়ে উত্তম তো সে-ই, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আর জেনে রেখো, আমি আমার পরিবারের নিকট সবচেয়ে উত্তম।[১৫৮]

তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে হবে

স্বামীকে হতে হবে স্ত্রীকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার মাধ্যম। সে তাকে শিক্ষা দিয়ে, দীক্ষা দিয়ে, ভালো কাজের আদেশ দিয়ে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রেখে এ দায়িত্ব পালন করবে এবং এর ওপর অটল থাকবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

তোমরা নিজেকে ও আপন পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর।[১৫৯]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

এবং নিজ পরিবারকে নামাযের আদেশ করো এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক।[১৬০]

---

১৫৮ দারেমি-২/২২৬০; তিরমিযি-৩৮৯৫; ইবনে হিব্বান-৯/৪১৭৭; তিরমিযি রহ. হাদিসটিকে হাসান, গরিব, সহিহ বলেছেন।
১৫৯ আত-তাহরিম-৬।
১৬০ তহা-১৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্ত্রীর ওপর আত্মসম্মানবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই তা হতে হবে সঠিক ক্ষেত্রে– যা কল্যাণ আনে, অকল্যাণকে নিবৃত রাখে। স্ত্রীর ওপর এতোটা প্রভাব বিস্তার করতে হবে, যাতে স্ত্রী পরপুরুষের সামনে চেহারা খুলতে, তাদের দিকে তাকাতে, মিশতে এবং প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেও ভয় পায়। এটাকে গায়রাত বলা হয়। তবে এর অর্থ অহেতুক সন্দেহ করা নয়। এমনটা হারাম।

কিছু লোক আছে, নিজেদেরকে আত্মসম্মানের অধিকারী ভাবে। অযথাই স্ত্রীকে সন্দেহ করে তার পেছনে পড়ে। ঘরে ঢুকতেই ফোনের কললিস্ট চেক করে। ফোন বাজলেই দৌড়ে গিয়ে রিসিভ করে শোনে কে কথা বলছে? এসব বিষয়ে তার পেছনে পড়ে যায়, তার ওপর তদন্ত চালায়। এটাকে তারা গাইরাত ভাবে। কিন্তু ভাই, এটা প্রকৃত গায়রাত নয়; বরং এমন সন্দেহমূলক আচরণ হারাম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ

> কিছু আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ পছন্দ করেন। আর কিছু আছে তিনি অপছন্দ করেন। তার পছন্দনীয় গায়রত হলো যা যথাস্থানে হয়। পক্ষান্তরে অমূলক জায়গার গায়রত আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়।[১৬১]

প্রিয় ভাই,

স্ত্রীর অধিকার ও একটি পরিবার গঠনে এগুলোই হলো শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি। স্বামীরা যদি এগুলো মেনে চলে গোটা পরিবারে অনাবিল আনন্দের জোয়ারে বইতে শুরু করবে ইনশাআল্লাহ!

প্রিয় পাঠক,

এ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলাম। আলোচনায় বর্ণিত প্রতিটি হাদিসই সনদভিত্তিক,

---

[১৬১] আবু দাউদ-২৬৫৯; নাসাই-২৫৫৮; ইবনে হিব্বান-১১/৪৭৬২; আহমাদ-৫/৪৪৫,৪৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহলে ইলমের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ। প্রতিটি হাদিসই সনদের মানে অন্তত হাসানের পর্যায় উন্নীত।

এগুলো একজন সৎ স্বামীর গুণ। সৎ স্বামীকে এমনই হতে হবে।

কিন্তু যে স্বামী অসৎ সে শুধু নিজের হকগুলোই আদায় করতে চাইবে, স্ত্রীরও যে কিছু অধিকার আছে তার প্রতি গুরুত্বই দেবে না। তার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। তাকে অতীষ্ঠ করে তুলবে। স্ত্রী তার কাছে কিছু চাইলে দেবে তো না-ই, উল্টো তাকে আরও ঘৃণা করবে। বারবার চাইলে অসভ্য অঙ্গভঙ্গি করবে, পিড়াপীড়ি করলে মারধর করবে। ঘরে থাকবে অসুন্দর পোষাকে, বাইরে যাবে চুল-দাড়ি চিরুনি করে, সেজেগুঁজে।

নিঃসন্দেহে এসবের কারণেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ হয় এবং তালাকের মতো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে।

প্রিয় ভাই,

একটি সর্বসিদ্ধ নিয়ম বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো।

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি স্বামীর অধিকার রয়েছে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, الْمَعْرُوفِ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো, যা কিছু সাধারণত অভ্যাস সাপোর্ট করে। যে কোনো বিষয়ে দুজনেই পরামর্শ করা। প্রত্যেকের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। সুখ আনতে একে অন্যের সাহায্য করা। এগুলোই হলো এর অন্তর্ভুক্ত।

স্ত্রী তার নিজস্ব বিষয়গুলোতেও স্বামীর সাথে পরামর্শ করবে, তার মতামত গ্রহণ করবে, তাকে ও তার পরিবারকে সম্মান করবে। স্বামীর ঘরে অবস্থান করে, সুখ আসে এমন কাজে তাকে সহায়তা করবে।

তদ্রূপ স্বামীও স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করবে। সঠিক হলে তার মতামত গ্রহণ করবে। তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। যতটুকু সম্ভব তার ভালোগুলোকেই দেখবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি নসিহতের মাধ্যমে আলোচনার ইতি টানছি। সব দম্পতির মধ্যে এই চেষ্টা থাকতে হবে যে, তাদের সংসারের ভিত্তি যেন হয় দ্বীনের ওপর। একজন যদি অপরজনকে দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য করে, এতে অন্তরের শান্তি আসবে, হৃদয়ে স্থিরতা বিরাজ করবে, ঘরে সুখ আসবে।

ওই সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ। আল্লাহর আনুগত্যে, উভয়ের সহযোগিতায় ঘরে যে সুখ প্রতিষ্ঠা হয় সেটাই শ্রেষ্ঠ, সেটাই সেরা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

> আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন যে ব্যক্তি রাতে উঠে সালাত আদায় করে। স্বীয় স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও নামাজ আদায় করে। আর যদি সে উঠতে না চায়, তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।
>
> আল্লাহ দয়া করেন সেই স্ত্রীলোকের প্রতি, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায়। ফলে সেও সালাত আদায় করে। যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।

স্বামী-স্ত্রী যদি দ্বীনি বিষয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করে, নিজেদের ঘরে যদি আল্লাহর যিকির জারি করে, তাহলে তাদের ঘরের পরিবেশ হবে সতেজ, প্রাণবন্ত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

আবু দাউদ-১৩০৮; নাসাই-১৬১০; ইবনে মাযাহ-১৩৩৬; ইবনে খুযাইমা-২/১১৪৮; ইবনে হিব্বান-৬/২৫৬৭; হাকেম-১/১১৬৪'; আহমাদ-২/২৫০; মুসলিমের শর্তানুযায়ী হওয়ার কারণে হাকেম এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় আর যে ঘরে যিকির করা হয় না উভয়ের দৃষ্টান্ত হলো, জীবিত আর মৃতের ন্যায়।

এই নেক কাজগুলো ঘরে চালু হলে অবশ্যই সে ঘরে সুখ আসবে, সে ঘর হবে সৌভাগ্যের বালাখানা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ

মানুষের জন্য তিনটি জিনিস সুখকর এবং তিনটি জিনিস কষ্টের।

সুখের তিনটি হলো :

- নেক বিবি।
- প্রশস্ত বাসস্থান।
- আরামদায়ক বাহন।

আর কষ্টের তিনটি হলো :

- বদ স্ত্রী।
- সংকীর্ণ আবাস।
- আরামহীন বাহন।

ঘরে দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি করাও মানুষের সৌভাগ্যের মাধ্যম।

সুতরাং স্বামীদের লক্ষ করে বলছি, আপনারা দ্বীনের ব্যাপারে স্ত্রীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করুন। আপনাদের ঘরগুলোতে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করুন। কাবার প্রভুর কসম, এর মাধ্যমে আপনারা একটি সুখী পরিবারের স্বাদ পাবেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

বুখারি-৬৪০৭।

আহমাদ-১/১৬৮, ইবনে হিব্বান-৯/৪০৩২, হাকেম-২/২৬৪০, বায্যায-৪/১১৮২। আলাবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন (আস-সহিহাহ-২৮২)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবনযাপন করাব।

স্বামী বা স্ত্রী উভয়ই যদি নেক কাজ করে, তাহলে তো তাদেরকে একটি সুখী সংসার উপহার দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ তাআলা নিজেই। সুতরাং, আপনারা তাকওয়া ও নেক কাজে একে অন্যের সাহায্য করুন। সীমালংঘন ও পাপাচারে পরস্পরের সহযোগী হবেন না।

আল্লাহর সুমহান নাম ও সিফাতের ওসিলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের হৃদয়কে তার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত করে দেন। তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার তাওফিক দেন। আমীন!

হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রভু! হে দয়ালু চিরঞ্জীব সত্ত্বা!

আপনি সকল স্বামীকে কল্যাণের তাওফিক দিন। ঘরগুলোতে সুখ দিন। সৌভাগ্যের আলোয় আলোকিত করুন প্রতিটি গৃহ।

হে প্রভু, নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে ভালোবাসা, আয়ত্ত করা এবং আপনার সাথে সাক্ষাত করার পূর্বে তা প্রতিষ্ঠা করার তাওফিক দিন।

আমিন! ইয়া রাব্বাল আলামিন!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১. ছাত্রদের বলছি - মাওলানা মোহাম্মদ আশেক এলাহী বুলন্দশহরী- ১৪০৳
২. আলেমদের বলছি - মাওলানা মোহাম্মদ ইকবাল কুলাইশী -১০০৳
৩. বাদশাহর হাত কেটে দাও- মাওলানা মোহাম্মদ তাহের নাক্কাশ- ১৪০৳
৪. অন্তিম বিজয় - সায়ীদ উসমান -১৪০৳
৫. আন্দালুসের শাহজাদী- মাওলানা মোহাম্মদ তাহের নাক্কাশ- ১৪০৳
৬. বসনিয়ার মহানায়ক -সায়ীদ উসমান - ১৮০৳
৭. জনতার মাঝে - শায়খ আলী তানতাবী- ৩০০৳
৮. ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানব -শায়খ আলী তানতাবী- ২৫০৳
৯. সৌভাগ্যের ছোঁয়া- শায়খ তালিব আল হাশিমী-১৬০৳
১০. অবিশ্বাস্য সত্য- মাওলানা মোহাম্মদ তাহের নাক্কাশ- ১৪০৳
১১. অপার ক্ষমার হাতছানি -ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া- ১৬০৳
১২. মিসওয়াক - সৈয়্যদ ফয়জুল করিম (শায়খে চরমোনাই) সম্পাদিত-১৪০৳
১৩. তোমাদের বড় হতে হবে -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী-১৪০৳
১৪. আমরা কুরআন বুঝি না কেন - শায়খ ঈসাম আল ওয়াইদ- ১৬০৳
১৫. বিয়ে সমাচার - শায়খ আলী তানতাবী-১৫০৳
১৬. কলমের অশ্রু- মাওলানা মোহাম্মদ তাহের নাক্কাশ- ৫০০৳
১৭. যাপিত জীবন - শায়খ আলী তানতাবী- ৪০০৳
১৮. ইতিহাসের গল্প -শায়খ আলী তানতাবী- ৩২০৳
১৯. ইসলামের মৌলিক পরিচয় - শায়খ আলী তানতাবী- ৪০০৳
২০. রাসুলের পছন্দ অপছন্দ -মুফতি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন- ৪০০৳
২১. দুই রাকাত সালাত - শায়খ আলী তানতাবী-৬০৳
২২. রিযিক বন্টিত -শায়খ আলী তানতাবী-৬০৳
২৩. সফলতার রাজপথ - শায়খ আলী তানতাবী- ৬০৳
২৪. তওবাকারী যুবক -শায়খ আলী তানতাবী- ৬০৳
২৫. চেয়ারে বসে নামাজ - মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল আলীম- ২০০৳

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বইটি কেন পড়বেন–

আচ্ছা, কেমন হয় যদি আমাদের পারিবারিক জীবনে কোনো ধরনের অশান্তি না থাকে? সবুজের মতো সুন্দর ও ভালোবাসার মতো পবিত্র হয় আমাদের সাংসারিক জীবন? পরিবারের প্রতিজন সদস্য সুখের বন্ধুত্ব পেয়ে সর্বদা নিমগ্ন থাকে সৃষ্টিকর্তার ইবাদাতে?

'স্বপ্ন সুখের সংসার' বইটি আপনার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ! আমাদের সাংসারিক জীবনের সকল সমস্যার কার্যত সমাধান পাবেন বইটিতে। শায়খ সুলাইমান আর রুহাইলির জাদুমাখা বয়ানের মতোই অনবদ্য তার এ রচনা। তার প্রজ্ঞা ও কথার জাদু আপনার হৃদয়কেও আলোড়িত করবে ইনশাআল্লাহ...।

প্রচ্ছদ : ফেরদাউস মিকদাদ
নামলিপি : তাইফ আদনান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সবাই সুখী হতে চায়। পৃথিবীতে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যে সুখী হতে চায় না। অনেকেই ভাবেন- অর্থকড়ি, শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি মানুষকে সুখী করতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, এসব অর্জন আসলে মানুষকে সুখী করতে পারে না। অপরদিকে বৈষয়িক সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশের মানুষগুলোই বেশি অসুখী। লাখ লাখ মানুষের জন্য প্রকৃত সুখ যেন সোনার হরিণ!

আমরা প্রকৃতিগতভাবে সুখান্বেষী। সুখী হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই আমাদের পথচলা। বিশেষত পারিবারিক জীবনে একটুখানি সুখের নাগাল পেতে আমরা ছুটছি...! রাতদিন ছুটছি! এখান থেকে ওখানে; পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত চষে বেড়াচ্ছি–তবুও সুখ ধরা দেয় না। বস্তুত, আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের সংসার এবং সেই সুখ কোথায়?

আমাদের সংসার জীবনে দৈনন্দিন কোন্দল যেন কোনোভাবেই থামছে না। তালাকের ঘটনাও ঘটছে অহরহ। পারস্পরিক বাদানুবাদে লাইভে এসে নির্মম হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনাও ঘটছে আজকাল। মূলত এর পেছনে কারণ কী? শুধুই কি দম্পতির দোষ, নাকি অন্যকিছু রয়েছে এর নেপথ্যে? এর কী কোনো সমাধান নেই? - অবশ্যই সমাধান আছে। তবে সমাধান পেতে হলে প্রকৃত সমস্যাগুলোকে আগে চিহ্নিত করতে হয়।

আরব জাহানের বিদগ্ধ লেখক ও গবেষক শায়খ সুলাইমান আর রুহাইলি কুরআন ও হাদীসে নববির আলোকে সেই প্রকৃত সমস্যাগুলোকে শুধু চিহ্নিত-ই করেননি; পাশাপাশি তুলে ধরেছেন এর কার্যত সমাধান। 'স্বপ্ন সুখের সংসার' বইটি বিবাহিত পুরুষ-নারী ও বিবাহ উপযোগী সকল পাঠকের ব্যক্তিত্ব গঠন ও সাংসারিক জীবনকে পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ...!

জাদীদ
প্র•কা•শ•ন

Shapnaw Sukher Songsar, Written by Shaykh Sulaymaan ar-Ruhaylee, Published by Jadid Prokashon. Dhaka-1100
prise: Tk. 225.00 US$ 3.00

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com